দিনে ও রাতে পালনীয় ১০০০+ সুন্নাত

মূলঃ খালেদ আল-হুসাইনান

অনুবাদঃ

এ.কিউ.এম. মাসুম বিল্লাহ্ মজুমদার



প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

দিনে ও রাতে পালনীয়
১০০০+ সুন্নাত

মূল: **খালেদ আল-হুসাইনান**

অনুবাদ: **এ.কিউ.এম. মাসুম বিল্লাহ মজুমদার**
এম.ফিল গবেষক, উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা শরীফ, সৌদি আরব।
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ধনুসাড়া, পো: ঘোলপাশা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
যোগাযোগ: মক্কা শরীফ: 00966-551244084 বাংলাদেশ: 01552-373787

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

ISBN: 978-984-90228-5-5

মূল্য: ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ: **হেরা প্রিন্টার্স**, ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সুচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া 'আলা আ-লিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া মান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়ামিদ্দীন।

আল্লাহ তা'লার মহব্বত (ভালবাসা) পেতে হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মেনে তাঁর সুন্নাত মাফিক জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন ঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থাৎ ঃ- "বলুন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সূরাহ আলু ইমরান: ৩১)

আমরা প্রতিদিন ১০০০ সুন্নাতের উপর আমল করলে, ১ মাসে ৩০০০ সুন্নাতের উপর আমল করা হয়ে যায়। যারা এই সুন্নাত সম্পর্কে জানেনা, অথবা জানে কিন্তু মানেনা, তারা কতইনা অসংখ্য নেকী ও সাওয়াব হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখে। আল্লাহ তা'লা সবাইকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার এবং মানার তাওফিক দান করুন। আ-মিন!

সুন্নাতের উপর সর্বদা আমল করলে যে যে উপকার হয় ঃ

- ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহর মহব্বত লাভের স্তরে পৌঁছে দিবে, যেই স্তরে পৌছলে ঈমানদার মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বত লাভ করতে সক্ষম হবে।
- ফরয আমলের ঘাটতি সুন্নাত দ্বারা পূরণ হয়।
- সুন্নাতের উপর আমল করলে বিদআত হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
- সুন্নাতের উপর আমল মানেই আল্লাহ তা'লার নিদর্শনকে সম্মান করা।

যিকরের ফযিলত

আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন ঃ

﴿...... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣٥)

"আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (আল আহযাব ঃ ৩৫)

হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ

فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ».(الصحيح البخاري ٧٤٠٥).

অর্থাৎ ঃ- "আমার বান্দাহ আমার সর্ম্পকে যেমনি ধারণা করে তেমনি। সে যখন আমাকে স্মরণকরে তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দু হাত এগিয়ে আসি এবং সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।"[১]

---

১ (সহীহ আল-বুখারী, ৭৪০৫)

হাদীস শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ"؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى». سنن الترمذي ت شاكر (٥ / ٤٥٩):٣٣٧٧) وابن ماجه (٣٧٩٠).أحمد (٢٧٥٢٥).

রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমলের কথা জানাবনা, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অতি পবিত্র, তোমাদের জন্য (ইসলামের মধ্যে) অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, স্বর্ণ-রুপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের

(ইসলামের) শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদেরকে কতল (হত্যা) করা চাইতেও অধিক শ্রেষ্ঠ?সাহাবাগণ বললেন ঃ হ্যা, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'লার যিকির।"[২]

ঘুম হতে জাগার পর পালনীয় সুন্নাতসমূহ

২. মুখমন্ডল হতে ঘুমের চিহ্ন হাত দ্বারা মুছে ফেলা।

হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ» .

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জেগে নিজ হাত দ্বারা মুখমন্ডল হতে ঘুমের চিহ্ন মুছে ফেললেন।" (সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ১৮৩ ও মুসলিম, হাদীস নং- ৭৬৩)

২. দোয়া পাঠ করা ঃ

«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

---

২ (তিরমিযী, ইবন মাযাহ, আহমাদ)

অর্থাৎঃ- "সমস্ত প্রসংশা (হাম্‌দ) ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। আর তার নিকটই আমাদের সকলের পূণরুত্থান হবে।[৩]

৩. মেছওয়াক করা ঃ

হাদীস শরীফে রয়েছে,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

.অর্থাৎঃ- "রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নিদ্রা হতে যখনই জেগে উঠতেন তখনই মেছওয়াক দ্বারা মুখের ভিতর ঘষামাজা করতেন "[৪]

৪. পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিস্কার করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ

---

৩ [সহীহ আল-বুখারী, হাদিস নং-: ৬৩১২)

৪ [সহীহ আল বুখারী (হাঃ নং-২৪৫) ও মুসলিম (২৫৫)]

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ»

"ঘুম থেকে তোমাদের কেউ যখন জেগে উঠে সে যেন ৩ বার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে নাক পরিষ্কার করে, কেননা শয়তান মানুষের নাকের ভিতরে রাতে ঘুমিয়ে থাকে"।[৫]

৫. দু হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা। রাসূলুল্লাহ  বলেন ঃ

«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

"তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগার পর তিনবার দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত না করে যেন সরাসরি (উযুর) পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে না দেয় ......"[৬]

---

৫ [সহীহ মুসলিম: হাঃ নং-২৩৮]

৬ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২৭৮)]

টয়লেটে (হাম্মামে) প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা এবং বের হওয়ার সময় ডান পা দিতে হবে।

২. টয়লেটে প্রবেশের সময় দোয়া পাঠ করা। দোয়াটি হলঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পুরষ ও স্ত্রী শয়তানের অনিষ্ট (ক্ষতি)হতে আশ্রয় চাই"[৭]। কেননা, টয়লেটসমূহ শয়তানদের আবাসস্থল।

৩. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পাঠ করা। দোয়াটি হলো ঃ

«غُفْرَانَكَ»

---

৭ [সহীহ আল-বুখারী (হাঃ নং-৬৩২২)ও মুসলিম (৩৭৫)]

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আপনার নিকট ক্ষমা চাই।"[৮]

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ এই সুন্নাত পালন করা, সে যতবারই টয়লেটে যাওয়া-আসা করুক না কেন।

ওযুর সুন্নাতসমূহ

১. ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। রাসূল ﷺ বলেন ঃ

«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»[৯]

২. দু হাতের কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করা।

৩. এরপর কুলি করা ও নাকে তিন বার পানি দিয়ে পরিস্কার করা।

৪. বাম হাত দ্বারা নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

---

৮ [আবূ দাউদ : হাঃ নং- ৩০] [নাসায়ী ব্যতীত সমস্ত সুনান গ্রন্থসমূহ দ্রঃ]

৯ আবুদাউদ (হাঃ নং-১০২)

«فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[১০]

গড়গড়ার সহিত কুলি করা এবং নাকের ভিতরে যথাযথ ভাবে পানি ঢুকিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করা, তবে রোযাদারের জন্য নয়।

হাদীস শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

অর্থাৎ ঃ "(তুমি নাকের ভিতরে যথাযথ ভাবে পানি ঢুকিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার কর, তবে তুমি রোযাদার হলে অতিরঞ্জিত করবেনা)"।[১১]

বিঃ দ্রঃ- (الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ) অর্থাৎ

---

১০ (দ্রঃ সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম (হাঃ নং-২২৬)

১১ [আন্ নাসায়ী : হাঃ নং- ৮৭, আত্ তিরমিযী : ৭৮৮, ইবন মাযাহ : ৪০৭, আবুদাউদ : ২৩৬৬]

পানিকে মুখের ভিতর নিয়ে এমনভাবে নাড়াচড়া করা যাতে মুখের ভিতরের অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার হয়।

আর (الْمُبَالَغَةُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ) নাকের ভিতর পানি ঢুকিয়ে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা অর্থাৎ বাম হাতে পানি নিয়ে এমনভাবে নাকের ভিতর পানি প্রবেশ করানো যাতে যতদুর সম্ভব সর্বশেষ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে।

৬. একই হাতের তালুতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো যাতে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা না হয়। অর্থাৎ দুই কাজ একই হাতের তালু দ্বারা পালন করা, যেমনটি হাদীস শরীফে আছে ঃ

«ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ»

"অতপর তিনি অযুর পাত্রে হাত ডুকিয়ে (পানিসহ বের করে) একহাতের তালুর পানি দ্বারা কুলি করলেন

এবং অনুরূপভাবে নাকেও পানি দিলেন" [১২]।

৭. মেছওয়াক করা, কুলি করার সময় মেছওয়াক করতে হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»

অর্থাৎ ঃ "আমার উম্মতের কষ্ট হওয়ার আশংকা না হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক ওযুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"[১৩]

৮. মুখ ধোয়ার সময় ঘন দাঁড়িকে হাত দ্বারা খিলাল করা। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ» . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»[١٤]

---

১২ সহীহ মুসলিম

১৩ [দ্রঃ-সহীহ বুখারী (৩খ, ৩১পৃঃ) মুসনাদে আহমাদ (৯৯২৮)]

১৪ [দ্রঃ- সুনানুত্ তিরমিযী (হাঃ নং-৩১), তিরমিযীর মতে : হাদিসটি হাসান ও সহীহ]

অর্থাৎ ঃ-“রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করার সময় দাঁড়ি খিলাল করতেন”।

৯. নিম্নোক্ত নিয়মে মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। নিয়ম হচ্ছে ঃ মাথার সামনের অংশ হতে মাসেহ শুরু করতঃ মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত পৌঁছানো। এরপর পিছন দিক হতে মাসেহ শুরু করে সামনের অংশে গিয়ে মাসেহ শেষ করা।

আর ওয়াজিব মাসেহ হচ্ছে সমস্ত মাথা মাসেহ করা। হাদীস শরীফে রয়েছে :

« فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا»

অর্থাৎ : "এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথার সামনের অংশ হতে মাসেহ শুরু করতঃ পিছনের অংশে গিয়ে মাসেহ করার পর পুনরায় সামনের অংশে নিয়ে মাসেহ শেষ করলেন।"[১৫]

---

১৫ [বুখারী (হাঃ নং-১৯২) ও মুসলিম (২৩৫)]

১০. দুহাত ও দুপায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ»

অর্থাৎ ":অযুর প্রত্যেকটি অংগ অতি উত্তম ও যথাযথভাবে ধৌত করে অযু কর, এবং আঙ্গুলীসমূহ খিলাল কর"[১৬]

১১. ডান দিক হতে ওযু শুরূ করা। অর্থাৎ দু হাত ও দু পা ধৌত করার সময় প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত, ও প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা ধৌত করা। হাদীস শরীফে রয়েছে, আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

---

১৬ [দ্রঃ তিরমিযী (হাঃ নং-৭৮৮), আবূ দাউদ (১৪২), নাসায়ী (৮৭), ইবনে মাযাহ (৪৪৩)]

অর্থাৎ ঃ "রাসূলুল্লাহ তাঁর সকল কাজে ডান দিকের ব্যবহার পছন্দ করতেন, যেমন : অযু, চুল-দাঁড়ি আছড়ানো ও জুতা পরিধান করা ইত্যাদি।" [১৭]

১২. মুখমন্ডল দু হাত ও পা ৩ বার করে ধৌত করা।

১৩. ওযু শেষ করার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা। দোয়াটি এই :

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

"আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

অর্থাৎ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তার কোন অংশিদার বা শরীক নাই। আর আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ

১৭ [সহীহ বুখারী (হাঃ নং-১৬৮) ও মুসলিম (২৬৮)]

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"এই দোয়াটি পাঠ করলে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যাবে। (কেয়ামতের দিন) আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়েই (তার ইচ্ছা অনুযায়ী) প্রবেশ করতে পারবে ।[১৮]

১৪. বাড়ি হতে ওযু করে মসজিদে যাওয়া। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে অযু করে পবিত্র হয়ে ফরজ নামায (সালাত) আদায় করার জন্য মসজিদে চলে গেল, তার ২ কদমের প্রত্যেকটিতে ১টি করে গুনাহ মাফ হবে এবং (অপর কদমে) ১টি করে

১৮ (সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২৩৪)]

উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে "[১৯]।

১৫. ওযুর প্রত্যেকটি অঙ্গ পানি দ্বারা বা পানি দেওয়ার পর ভালো করে ধৌত করা যাতে অঙ্গের প্রতিটি লোমের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

১৬. ওযুর পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»

অর্থাৎ ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ১ মুদ পরিমান পানি দ্বারা অযু করতেন।"[২০]

১৭. দু হাত ও দু পা ধোয়ার সময় সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত ধৌত করা।

সহীহ মুসলিমে সাহাবী আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ১টি হাদীস উপরোক্ত মাসয়ালার স্বপক্ষে দলীল। আবূ

---

১৯ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-৬৬৬)]

২০ [সহীহ বুখারী (হাঃ নং-২০১) ও মুসলিম (৩২৫)]

হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ই শুধু এই আমলটি করতেন। হাদীসটির আমল নিয়ে মুহাদ্দিসদের নিকট মতভেদ রয়েছে।

১৮. ওযুর পর দু রাকাত নামায পড়া। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি আমার দেখানো এই পদ্ধতিতে অযু করে মনের মধ্যে অন্যে কোন কিছুর চিন্তা করা ব্যতীত ২ রাকাত নামায (সালাত) পড়বে, ঐ ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।"[২১] আর ইমাম মুসলিম সাহাবি উকবা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেই হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে, "ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

---

২১ [সহীহ বুখারী (হাঃ নং-১৫৯), মুসলিম (২২৬)]।

উত্তমভাবে অযূ করার বহু ফযিলত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

"যে ব্যাক্তি সুন্দরভাবে অযু করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহসমুহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিছে থাকা (সুপ্ত) গুনাহ ও বের হয়ে যায়"[২২]

১৯. পরিপূর্ণভাবে ওযু (إسباغ الوضوء) বলতে ঃ প্রত্যেক অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণতা ও যথাযথ পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধভাবে ধৌত করা বুঝায়।

একজন মুসলিম ব্যক্তি দৈনিক বহুবার ওযু করে। আবার কেউ কেউ দৈনিক ৫ বার ওযু করে। আবার কেউ কেউ যখন ৫ ওয়াক্ত ছাড়াও চাশতের নামায ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার মনস্থ করেন তখন

---

২২ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২৪৫)]।

এর চেয়েও বেশি পরিমানে ওযু করেন। এভাবে একজন মুসলমান ব্যক্তি বারবার ওযুর মাধ্যমে উপরোক্ত সুন্নাতসমূহ পালন করে থাকেন। এর ফলে তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে নেকী.লেখা হয়।

মেসওয়াক সর্ম্পকিত জরুরী আলোচনা ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»

"আমার উম্মতের কষ্ট হওয়ার আশংকা না হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম"[২৩]

দিনে ও রাতে অনেক সময় মেসওয়াক করতে হয়।দিনে ও রাতে অনেক বার মেসওয়াক করতে হয়।

---

২৩ [সহীহ বুখারী (হাঃ নং-৮৮৭) ও মুসলিম (২৫২)]।

আর তা কমপক্ষে ২০ বারের কম নয়। যেমন - ৫ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতে হয়, চাশতের সালাতের জন্য, বেতেরের সালাতের জন্য, বাড়িতে প্রবেশের সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা রয়েছে, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন

«كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ»

অর্থাৎ ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাড়িতে প্রবেশের সময় যে কাজটি প্রথমে করতেন তা হলো ঃ মেসওয়াক করা।"[২৪]

অন্য যে যে সময় মেসওয়াক করতে হয়, সে সব সময় হলো ঃ কোরআন তেলাওয়াতের সময়, মুখে দূর্গন্ধ অনুভূত হলে, ঘুম থেকে উঠার পর এবং ওযুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত।

---

২৪ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২৫৩)]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

"মেসওয়াক হচ্ছে মুখের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম (মিডিয়া)"[২৫]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মেসওয়াক করলে দাঁতের ও দাঁতের মাড়ির নিম্নোক্ত উপকারসমূহ হয়। যেমন -

১) ব্যক্টেরিয়া ধ্বংস হয়।

২) মুখের অভ্যন্তরীন ভাগ পরিষ্কার হয়।

৩) দাঁত পরিষ্কার থাকে।

৪) মেসওয়াকে রয়েছে মুখ ও দাঁতের পরিষ্কারক বহু উপাদান।

---

২৫ [দ্রঃ- সহীহ আল বুখারি (৩খ, ৩১পৃ:), নাসায়ী (হাঃ নং-৫), ইবন মাযাহ (২৮৯) মাসনাদে আহমাদ (৬২)]।

জুতা পরিধানের সময় পালনীয় সুন্নাত ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»

"তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করতে চাইলে সে যেন ডানপায়ের জুতাটি প্রথমে পরিধান করে, আর যখন জুতা খুলতে চাইবে, সে যেন বামপায়ের জুতাটি প্রথমে খুলে। আর সে যেন উভয় জুতা পরিধান করে হাঁটে। শুধূ এক পায়ে জুতা পরে যেন হাঁটাচলা না করে।"[২৬] এভাবে এক পায়ে জুতা পরিধান করার চাইতে খালিপায়ে হাঁটা উচিত। তবুও যেন একটি জুতা পরিধান করে না হাঁটে।

---

২৬ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২০৯৭)]।

মুমিন ব্যক্তির জীবনে প্রত্যেহ এই সুন্নাতটি বহুবার পালন করতে হয়, যেমন ঃ মসজিদে যাওয়ার সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় জুতা পরতে হয়।অনুরূপভাবে টয়লেটে (হাম্মামে) যাওয়া আসার সময়, বাড়ীর বাইরে ও ভিতরে যেতে, বিভিন্ন কাজে বহুবার জুতা পরতে ও খুলতে হয়।যখন মুসলিম ব্যক্তি সুন্নাত পালনের নিয়তে জুতা খুলে ও পরিধান করে, তার জন্য রয়েছে বিশাল সাওয়াব। এভাবে আমাদের যাবতীয় চলাফেরা সুন্নাতমাফিক হওয়া সম্ভব।

পোশাক পরিধানের সুন্নাতসমূহ ঃ

১. بِسْمِ اللّٰهِ "বিসমিল্লাহ" বলে পোশাক পরিধান করা অথবা খুলে রাখা। আল্লামা নওয়াবী বলেন ঃ বিসমিল্লাহ সকল কাজের শুরুতে বলা মোস্তাহাব।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন পোশাক, চাদর অথবা পাগড়ী পরিধান করতেন তখন বলতেন ঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরিহী, ওয়া খাইরি মা হুয়া লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররী মা হুয়া লাহু।"

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ ! এই পোশাকের সমস্ত কল্যাণ আমি আপনার নিকট চাই। আর এই পোশাক যে কল্যাণের জন্য তৈরী হয়েছে, সে সব কল্যাণ আমি আপনার নিকট চাই।আর এই পোশাকের যাবতীয় অকল্যাণ হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং এই পোশাকের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় অকল্যাণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(আবূ দাউদ, তিরমিজি, আহমাদ। ইবনে হিব্বান ও হাকেম হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। আর আল্লামা যাহাবীও এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া ও মুহাদ্দিস আল্লামা

ইবনুস্‌সুন্নি হাদীসটিকে "রাত ও দিনের আমল করা"র অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন)।

৩. পোশাক পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»

অর্থাৎ ঃ "যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে প্রথমে ডান দিক হতে শুরু করবে।"[২৭]

৪. যাবতীয় পোশাক খুলে রাখার সময় বাম দিক থেকে শুরু করবেন।

ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়ার সময়কালীন সুন্নাতসমূহ ঃ

আল্লামা নওয়াবী (রঃ) বলেছেন ঃ ঘরে প্রবেশের সময় بِسْمِ اللهِ "বিসমিল্লাহ"বলা এবং অধিক পরিমানে

---

২৭ [দ্রঃ আবূ দাউদ (হাঃ নং-৪১৪১), তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, আহমাদ (৮৬৫৩)। হাদীসটি সহীহ]।

আল্লাহর নাম স্বরণ করা এবং এবং ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব।

১. ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্বরণ করা। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ» .....

অর্থাৎ ঃ "যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল অতপর খাওয়ার সময়ও আল্লাহ কে স্বরণ করল তখন শয়তান বলল, তোমাদের এখানে রাত কাটানো ও রাতের আহার করার কোন সুযোগই আমার রইল না।"অর্থাৎ আল্লাহকে স্বরণ করার কারণে শয়তান আল্লাহ তায়ালার নাম শুনে পালিয়ে গেছে। [২৮]

---

২৮ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২০১৮), আবুদাউদ (৩৭৬৫), নাসায়ী (৬৭২৪), (ইবনে মাযাহ (৩৮৮৭)]।

২. ঘরে প্রবেশের সময় কালীন এই দোয়া পড়া সুন্নাত ঃ

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرِجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»

"আল্লাহুম্মা ইন্নিই আছআলুকা খাইরাল মাওলিজি, ওয়া খাইরাল মাখরাজী, বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া 'আলা রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা"।

অর্থাৎ : "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট চাই প্রবেশের উত্তম স্থান এবং বের হওয়ার উত্তম স্থান, আল্লাহর নামে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে আমি ঘরে থেকে বের হবো। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।

এরপর সে যেন ঘরে অবস্থানরত ব্যক্তিদের সালাম প্রদান করে"[২৯]

এভাবে সে ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়ার সময় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে এবং সর্বদাই আল্লাহর সহিত তার সম্পর্ক বহাল থাকে।

৩. মিসওয়াক করা সুন্নাত ঃ সর্বদাই ঘরে ঢুকে মিছওয়াক করতেন।

হাদীসে আছে ঃ

«كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ»

অর্থাৎ ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাড়িতে প্রবেশের সময় যে কাজটি প্রথমে করতেন তা হলো ঃ মেসওয়াক করা"।[৩০]

৪. সালাম প্রদান করা : আল্লাহ তা'লা বলেন :

...﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

---

২৯ [সুনানে আবূ দাউদ (হাঃ নং-৫০৯৬)]।

৩০ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-২৫৩)]।

تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (لنور: ٦١)

অর্থাৎঃ- "........অতপর তোমরা যখন কারো ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে, এটা আল্লাহর কাছ থেকে বরকতপূর্ণ ও পবিত্র অভিবাদনস্বরুপ"(সূরা আননূর : ৬১ নং আয়াতাংশ)।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর তার গৃহে প্রবেশ করে, এভাবে সে প্রত্যেক দিন ২০ টি সুন্নাত পালন করল।

আর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পঠিত দোয়াটি হচ্ছে:

«بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ »

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক কালতু আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহর নামে ঘর থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া আমার অন্য

কোন উপায় এবং শক্তি নেই।"যে ব্যক্তি উক্ত দোয়া পাঠ করবে তখন তাকে বলা হয়: هُدِيتَ ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ "

(هُدِيتَ) অর্থাৎ: তুমি সঠিক পথ নির্দেশনা পেয়েছো,

(كُفِيتَ) অর্থাৎ : দু:চিন্তা হতে রক্ষার জন্য (ইহাই) যথেষ্ট হয়েছে), (وُقِيتَ) অর্থাৎ: (যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে) নিজেকে হেফাজত করতে পেরেছো আর শয়তান তখন তার কাছ থেকে দুরে সরে যায়।[৩১]

যে কোন মুসলিম ব্যক্তি দিনে ও রাতে বহুবার তার ঘর থেকে বের হয় কখনো নামাজের জন্য, কখনোবা নিজের কাজে, কখনো ঘরের কাজে যখনই বের হবে তখনই সে এই সুন্নাতটি পালন করতে পারবে, এভাবে সে বিশাল সাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

---

৩১ [দ্রঃ তিরমিযী (হাঃ নং-৩৪২৬) ও আবূ দাউদ (৫০৯৫)]।

ঘর থেকে বের হওয়ার উক্ত সুন্নাত পালনে ৩ টি সুফল রয়েছে :

১. বান্দা এই সুন্নাত পালন করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দুঃচিন্তা হতে মুক্তি পাবে।

২. এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অনিষ্ঠতা ও অকল্যাণ অপছন্দনীয় যাবতীয় বিষয় হতে নিজকে রক্ষা করতে সামর্থ্য হবে। হউক সে অনিষ্ঠতা মানুষের অথবা জ্বীনের তরফ হতে আসুক।

১. এই সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ের সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্তের সন্ধান পাবে।

মাসজিদের দিকে যাওয়ার সময় পালনীয় সুন্নাতসমূহ:

(১) নামাযের আযান দেওয়ার পর দেরী না করে আগে আগে মসজিদে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

অর্থাৎ : "মসজিদের প্রথম কাতারে নামায আদায় এবং আযানের অসংখ্য ফজিলত সম্পর্কে যদি মানুষ জানত এবং যদি প্রতিযোগিতা ছাড়া যদি না পাওয়া যেত, তাহলে মানুষ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করত। আর যদি মানুষ আগে আগে মসজিদে (নামাযে) যাওয়ার বিশাল ফজিলতের কথা জানতো, তাহলে তাহা পাওয়ার জন্য মানুষ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করত। এশা ও ফজরের নামায (মসজিদে) জামাতে আদায়ে যে বিশাল ফজিলত রয়েছে তারা তাহা যদি জানতো, তাহলে তারা

হামাগুড়ি দিয়ে নামায জামাতে পড়তে আসতো"[৩২]

২. মসজিদে যাওয়ার সময় পঠিত দোয়া ঃ

«اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا».

"আল্লাহুম্মায আল ফি ক্বালবীই নুরান, ওয়া ফিই লিসানিই নুরান, ওয়ায আল ফিই সাময়িই নুরান, ওয়ায আল ফিই বাচারিই নুরান, ওয়ায আল মিন খালফিই নুরান, ওয়া মিন আমামিই নুরান, ওয়ায আল মিন ফাউকিই নুরান, ওয়ামিন তাহতিই নুরান, আল্লাহুম্মা আ'তেনিই নুরান।"

অর্থাৎ :"হে আল্লাহ আমার অন্তরে আপুনি নূর

---

৩২ [বুখারী (হাঃ নং-৬১৫) ও মুসলিম (৪৩৭)]।

প্রদান করুন, আমার জিহবার মধ্যে নূর প্রদান করুন, আমার কানে নূর প্রদান করুন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে নূর দিন। আমার সামনে ও পিছনে নূর প্রদান করুন। আমার উপরে ও নীচে নূর প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে নূর প্রদান করুন "[৩৩]

(২) প্রশান্তি ও ভাবগাম্ভির্যের সহিত মসজিদে গমন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

অর্থাৎ :"তোমরা যখন নামাযের একামত শুনবে তখন ধীরস্থির ভাবে এবং নিরর্থক কাজ পরিহার করে ও উচ্চ আওয়াজে কথাবার্তা না বলে এদিক সেদিক না

---

৩৩ (সহীহ মুসলীম (হাঃ নং-৭৬৩)।

তাকিয়ে প্রশান্তির সহিত নামাযের (সালাতের)দিকে গমন করবে, তাড়াহুড়ো করবেনা, সালাত যতটুকু জামায়াতের সহিত পাবে, তা পড়ে নিবে।যে টুকু পাওনি, সেটুকু পড়ে সালাত পুরা করে নিবে"[৩৪]

৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া :

ইসলামী শরিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগন লিখেছেন যে, ধীরস্থিরতা ও দু পা কাছাকাছি করে (ঘন ভাবে পা ফেলে) হেটে মসজিদে যাওয়া সুন্নাত। যা দ্বারা অধিক হাটাচলা বুঝা যায়) এতে সাওয়াব ও বেশি হবে।

তাদের দলীল হলো : "অধিক পরিমানে পায়ে হেঁটে(ঘন ভাবে পা ফেলে) মসজিদে গমন করা"সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

এমন একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا،

---

৩৪ [সহীহ বুখারী (হাঃ নং-৬৩৬)]।

وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «...

وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ»....

অর্থাৎ : "আমি কি তোমাদিগকে এমন মহান আমলের খবর জানাবো না, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং মর্যাদা বুলন্দ(সুউচ্চ) করে দেবেন? সাহাবীগণ বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই জানাবেন ওহে রাসূলুল্লাহ। আর ঐ হাদীসে রয়েছে : বারবার পায়ে হেটে মসজিদে যাওয়া"[৩৫]

২. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে দরুদ পাঠ করবেন : اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ"। (অর্থাৎ :- "হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।"

---

৩৫ (সহীহ মুসলীম (হাঃ নং-২৫১)।

এরপর এই দোয়া পাঠ করবেন :

«اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

'আল্লাহুম্মাফ তাহ্লি আবওয়াবা রাহমাতিকা'। (অর্থাৎ :- "হে আল্লাহ ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমুহ খুলে দিন")।

{দলীল} রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ."[حكم الألباني: صحيح].

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করতে আসে, তখন যেন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করে এবং বলে: হে আল্লাহ আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"[৩৬]

---

৩৬ [দ্রঃ ইব্নে মাযাহ (৭৭২) ও সহীহ ইবনে হিব্বান (হাঃ নং- ২০50) ইবনে খুযাইমা (৪৫২), এবং নাসায়ী (সুনানুল কুবরা, (৯৮৩৮)]

৬। মসজিদে প্রবেশ করতে এলে প্রথমে ডান পা দিয়ে ঢুকবে :

প্রখ্যাত সাহাবী আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى»

"সুন্নাত হলো: যখন তুমি মসজিদে ঢুকতে চাইবে, তখন ডান পা দিয়ে ঢুকবে আর যখন তুমি মসজিদ হতে বের চাইবে, তখন বাম পা দিয়ে বের হবে।"[৩৭] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন]।

---

৩৭ [হাকেম (হাঃ নং-৭৯১)

৭। প্রথম কাতারে নামায আদায় :

রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، »

অর্থাৎ : "মসজিদের প্রথম কাতারে নামায আদায় এবং আযানের অসংখ্য ফজিলত সর্ম্পকে যদি মানুষ জানত এবং যদি প্রতিযোগিতা ছাড়া যদি না পাওয়া যেত, তাহলে মানুষ পরষ্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করত।"[৩৮]

৮। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে দরূদ পাঠ করবেন : اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ"। (অর্থাৎ :- “হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ -এর উপর রহমত বর্ষণ করুন)।”

---

৩৮ [বুখারী (হাঃ নং-৬১৫) ও মুসলিম (৪৩৭)]।

এরপর এই দোয়া পড়া সুন্নাত ঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদলিক"।

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ চাই।"[৩৯]

«وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» ".

বের হওয়ার সময় ও রাসূল ﷺ এর উপর দরুদ পড়া সুন্নাত।[৪০]

৯। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হবে।

---

৩৯ [সহীহ মুসলিম (৭১৩)]

৪০ [ইবনে খুযাইমা (হাঃ নং-৪৫২), ইবনে মাযাহ (৭৭৩), সাহিহ ইবনে হিব্বান (২০50), (আন-নাসায়ী (৯০) عمل اليوم والليلة]

«مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى»

এ বিষয়ে আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এই হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।[৪১]

১০। তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ ঃ

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে ২ রাকাত নামায আদায়করা ব্যতীত বসবেনা"।[৪২]

---

৪১ (৬নং সুন্নাত দ্রষ্টব্য)।

৪২ [দ্রঃ সহীহ আল-বুখারীর باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) ও মুসলিম (হাঃনং-৭১৪), আন-নাসায়ী (৭৩০),

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন : যে সময় সমুহে নামায পড়া নিষিদ্ধ, ঐ সময়েও 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদে'র দুরাকাত নামায পড়া যাবে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ ফতোয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট পন্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত যে, 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায টি সুন্নাত।

প্রত্যেহ মাসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাযের জন্য বারবার যাওয়া আসা করলে ৫০ টি সুন্নাত পালন হয়ে যায়।

আযানের সুন্নাতসমূহ

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন : আযানের সুন্নাত ৫ টি।

(১)মুয়ায্যিনের মত অনুরূপ আযানের বাক্যসমূহ

(ইবনে-মাযাহ (১০১২), মুয়াত্তা (৫৫৯) (আহমাদ (২২৫২৩)]।

বলতে হবে। তবে, মুয়ায্‌যিন (حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ) হাইয়্যা 'আলাচ ছালাহ (নামাযের দিকে এসো)।

(حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ) (মুক্তি, সফলতার দিকে এসো)।

বললে, শ্রোতা বলবে : « لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ» "লাা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লাা বিল্লাহ"(আল্লাহ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই এবং শক্তি ও নেই)।[৪৩]

এ সুন্নাত আমল করলে যে ফল পাওয়া যাবে ঃ-

১. আপনার জন্য জান্নাত ওয়াযিব হয়ে যাবে

(সহীহ মুসলিম)

২. অন্য বর্ণনায় আছে, "যে কেউ আন্তরিকতা নিয়ে এই আমল করলে সে জান্নাতে যাবে"[৪৪]

---

৪৩ [বুখারী (হাঃ নং-৬১৩) ও মুসলিম (হাঃ নং-৩৮৫)]।
৪৪ [সহীহ মুসলিম (৩৮৫)]।

(২) আযানের বাক্যসমূহ শুনার পর শ্রোতা বলবেঃ-

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».....

অর্থাৎ ঃ "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা''বুদ নাই। মোহাম্মদ ﷺ তার রাসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক পেয়ে আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মোহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"[৪৫] এটি আল্লামা কুতায়বার রেওয়ায়েত।তবে, আল্লামা ইবন রুমহ - أَشْهَدُ এর স্থলে وَأَنَا أَشْهَدُ উল্লেখ করেছেন।

---

৪৫ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-৩৮৬)]।

قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ "وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا.»

৩. এ সুন্নাতের আমল করলে ঃ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (উপরোক্ত হাদীসটিতে غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ বলিয়া এমন সুসংবাদ দেয়া হয়েছে)।

(৩) আযানের জবাব দেয়ার পর অর্থাৎ আযানের বাক্যসমূহ মুয়ায্যিন মতো বলার পর মুয়ায্যিন ও শ্রোতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর ঐ দুরূদটি পড়বে, যা আমরা নামাযের মধ্যে পড়ে থাকি। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দুরূদ। ইহাকে দুরূদে ইব্রাহিমী ও বলে।

এর প্রমাণ হলোঃ- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي

الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

অর্থাৎ ঃ "মুয়াযযিনের আযান শুনে তার মত করে তোমরাও বলো, এরপর আমার উপর দুরূদ পড়, কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলার নিকট যে উচ্চ মর্যাদাবানরা থাকেন তাদের নিকট ঐ ব্যক্তির ১০ বার প্রশংসা করেন.........." অর্থাৎ (ঐ ব্যক্তির উপর ১০ টি রহমত নাযিল করেন)[৪৬]

৪. এ হাদীস দ্বারা এ সুন্নাতটি আমল করার ফযিলত জানা গেল।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পড়ার পর বলবে ঃ (আযানের দোয়া) ঃ

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ

৪৬ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-৩৮৪)]।

الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، »

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াছ্ ছালাতিল কা-ইমা-তি আ-তি মুহাম্মাদানাল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা ওয়াব আসহু মাকামাম মাহমুউদানাল্লাজি ওয়া আদতাহ'।

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের (সালাতের) তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিতস্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছো।"[৪৭]

ফযিলত ঃ "যে ব্যক্তি এই সুন্নাতটির উপর আমল করবে, তার জন্য নবী ﷺ এর শাফায়াত (সুপারিশ)

---

৪৭ [সহীহ আল বুখারী (হাঃ নং-৬১৪)]

অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।"উপরোক্ত দ্বারা ইহাই বলা হয়েছে" حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ হাদীসে

(৫) এরপর নিজের জন্য দোয়া করবে ঃ

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ চাইবে, কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া তখন কবুল করবেন। রাসূলুল্লাহ  বলেন ঃ-

«قُلْ كَمَا يَقُولُونَ الْمُؤذنين- فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ»-

অর্থাৎ ঃ- "মুয়ায্যিনরা আযানে যা বলে তোমরাও তাদের অনুরূপ বলবে। এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, তোমাকে দেয়া হবে।"[৪৮] হাফেজ ইবনে হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা ইবনে হিব্বান ইহাকে সহীহ বলেছেন।

প্রতিটি আযান শুনার পর প্রতিদিন করণীয় সর্বমোট ২৫ টি সুন্নাত রয়েছে।

---

৪৮ [দ্রঃ আবূ দাউদ (হাঃ নং-৫২৪)

ইকামাতের সুন্নাতসমূহ

পূর্বে বর্ণিত আযানের প্রথম ৪ টি সুন্নাত ইকামাতের সময়ও আমল করবে। এভাবে ইকামাতের মধ্যেও ২০টি সুন্নাত পাওয়া যায়। (অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত নামাযে ৪টি সুন্নাত, (৫×৪) সর্বমোট = ২০ টি সুন্নাত)।

বিঃ দ্রঃ - মুসল্লীব্যক্তি ইকামাত পাঠকারী যা বলছে, তাহা বলতে থাকবে।

এ ক্ষেত্রেও ইকামত পাঠকারী (হাইয়্যা আলাছ সালাহ) ও (হাইয়্যা আলাল ফালাহ) বললে, (শ্রোতা মুসল্লীগণ "লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলবে।

আর ইকামাত পাঠকারী (ক্বাদ-ক্বামাতিস্ সালাহ) বললে, মুসল্লীগণ ও (ক্বাদ-ক্বামাতিস্ সালাহ'ই) বলবেন। এক্ষেত্রে (আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা) বলবেনা। কারণ, এ সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনাটি দূর্বল। (দ্রঃ- ফতোয়া ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ফতোয়া, সৌদী আরব)।

নামাযে ছোতরা ব্যবহার করা সুন্নাত

[নামাযী ব্যক্তির সামনে দেয়াল, লাঠি বা কাঠ জাতীয় মোটামুটি এক বিঘত লম্বা কিছু রাখা, যার বাহির দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে]

নবী ﷺ বলেনঃ

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

অর্থাৎ ঃ- "তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করতে চায়, সে যেন সামনে ছোত্রা দিয়ে নামায আদায় করে অর্থাৎ (নামাযীর সামনে যদি চলাচল করার জায়গা থাকে অথবা মানুষ চলাচল করার সম্ভাবনা থাকে), আর নামাযী ব্যক্তি যেন ঐ ছোত্রার নিকটবর্তী হয়ে নামাযে দাঁড়ায়, এবং তার ও ছোতরার ভিতর দিয়ে কাউকে চলাচল করতে না দেয়, যদি কেউ

ছোতরার ভিতর দিয়ে চলাচল করতে আসে, সে যেন চলাচলকারীকে কঠোরভাবে বাধা দেয়, (প্রয়োজন হলে মারামারি করে, কেননা ঐ চলাচলকারী ব্যক্তিটি হলো : শয়তান)"।[৪৯]

➤ এ হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, ছোতরা ব্যবহার করে নামায পড়া সুন্নাত। হউক সে নামায পড়ছে মসজিদে বা নিজের বা যে কারো ঘরে। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য একই হুকুম (নির্দেশ)। ফরয ও নফল উভয় নামাযের জন্য। এই সুন্নাতটি দিনে ও রাতে বারবার (প্রয়োজন অনুযায়ী) পালন করতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন নামায আদায়ের সময় ও এ সুন্নাতটি নারী-পুরষ নির্বিশেষে পালন করতে হয় (প্রয়োজন দেখা দিলে)।

➤ দু'পা ও ছোতরার দুরত্ব আনুমানিক ৩ হাত

---

৪৯ [আবূ দাউদ (হাঃ নং-৬৯৮), ইবনে মাজাহ (৯৫৪), ইবনে খুযাইমা (৮০৩)]।

হলেই চলবে। যাতে মুসল্লী ব্যক্তি এই ৩ হাতের মধ্যে সিজদা দিতে পারে।

➢ নামাযী ব্যক্তি ইমামের সাথে বা একাকী নামায আদায়করলেও ছোতরা দিয়ে নামায পড়বে।

➢ ইমাম ছোতরা ব্যবহার করলে, তাহা মুক্তাদিদের জন্য ও যথেষ্ট হবে। তাদের জন্য আলাদা ছোতরা লাগবে না।[৫০]

➢ ছোতরা ব্যবহার করার ফল ঃ

(১) ছোতরা দ্বারা নামাযের সুরক্ষা হয়। কারণ, সালাতের সামনে দিয়ে কেউ চলাফেরা করলে সালাত নষ্ট হয় অথবা সালাতের সাওয়াব কমে যায় এবং ত্রুটি যুক্ত হয়।

(২) নামাযী ব্যক্তির দৃষ্টিসীমা ছোতরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এতে করে নামাযের দিকেই বেশী

---

৫০ [এই মাসয়ালাটির ব্যাপারে আমরা গাফিল, এর প্রমাণ দেখুন : [সহীহ আল বুখারী (হাদিস নং- ৪৯৩), মুসলিম (৫০৪)]

মনোনিবেশ হয় এবং অন্যদিকে মন উড়ে বেড়ায় না।

(৩) এতে করে চলাফেরা কারীর জন্য পথ করে দেয়া হয় এবং নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচলকারীরা মস্তবড় গুনাহ হতে রক্ষা পাবেন।

দিন-রাত্রিতে যে সব সুন্নাত (নফল) নামায আদায় করা হয়

(১) ফরয নামাযের আগে ও পরের ১২ রাকাত সুন্নাতসমূহঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»

অর্থাৎ ঃ- "যদি কোন মুসলিম বান্দা প্রতিদিন

আল্লাহর রেজামন্দি(সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ১২ রাকাত নফল (সুন্নাত), (ফরয ব্যতীত), নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ১টি বাড়ী তৈরী করে দিবেন। অথবা বর্ণনান্তরে, তার জন্য বিহিশতে একটি বাড়ী তৈরী হবে।[৫১]

এই ১২ রাকাত হচ্ছেঃ-

যোহরের আগে =৪ রাকাআত, যোহরের পরে =২ রাকাআত।

মাগরিবের পরে =২ রাকাআত।

এশার পরে = ২ রাকাআত।

ফজরের আগে =২ রাকাআত।

(২) **(ছালাতুদ্ দোহা-صلاة الضُّحَى)** বা চাশতের নামায ঃ- ৩৬০টি সাদকাহ করার সমান সাওয়াব রয়েছে, যেহেতু মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। প্রতিদিনই প্রত্যেকটি জোড়ার পক্ষ হতে সাদাকাহ করতে হয়। যাতে শরীরের এসব

---

৫১ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-৭২৮)]"।

জোড়াসমুহের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা যায়। আর এজন্য মাত্র ২ রাকাআত চাশতের নামায (চাশতের সময়, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ১৫মিনিট পর) আদায় করলেই সাদাকা করার সাওয়াব পাবেন (ইনশাআল্লাহ)।

(৩) এ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ যার গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ-

«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

অর্থাৎ ঃ- "তোমাদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার জন্য" প্রত্যেহ সাদাকাহ করতে হবে। প্রতিটি তাসবিহই সাদাকাহ। প্রতিটি ভাল কাজের নির্দেশই

সাদাকাহ, অন্যায় কাজের নিষেধই সাদাকাহ, আর এ জন্য (সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর হতে যোহরের নামাযের ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত চাশতের সময়ে) চাশতের নামায আদায় করলে উপরোক্ত সাদাকাহ আদায় হয়ে যাবে "[৫২]

(৪) অনুরুপ একটি হাদীসে আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

«أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ».

অর্থাৎ ঃ- "আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, তন্মধ্যে ১টি হলোঃ চাশতের নামায আদায়ের জন্য অছিয়ত" ।[৫৩]

---

৫২ [সহীহ মুসলিম (হাঃ নং-৭২০)]।

৫৩ [সহীহ আল-বুখারী (১১৭৮) ও মুসলিম (৭২১)]।

বিঃ দ্রঃ- ছালাতুদ দোহা (চাশতের নামাযের) সময় ঃ-

শুরু হয় ঃ- সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর হতে। আর **শেষ হয়** যোহরের সালাতের সময়ের ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত।

ছালাতুদ দোহা আদায়ের উত্তম সময়ঃ- সূর্যের তাপ যখন বেড়ে যায়, তখন এ নামাযটি পড়া বেশী উত্তম।

কয় রাকাআত ? সর্বনিম্ম ২ রাকাআত। (আর

(সর্বোচ্চ ৮ রাকাআত

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৮ রাকাত ও পড়েছেন|

কোন কোন ইসলামিক স্কলার বলেন ঃ এই নামাযের সর্বোচ্চ রাকাআত কত, তা নির্ধারিত নয়।

(২) আছরের নামাযের ফরযের আগের সুন্নাত ঃ- ৪ রাকাআত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

অর্থাৎ ঃ- "যে ব্যক্তি আছরের ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত নামায পড়ল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন"।[৫৪]

(৩) মাগরিবের (ফরযের) আগের সুন্নাতঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ» ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:

---

৫৪ [আবূ দাউদ (১২৭১) ও তিরমিযী (৪৩০)]।

«لِمَنْ شَاءَ»

অর্থাৎ ঃ- "মাগরিবের (ফরযের) আগে নামাজ পড়, এ কথাটি ২ বার বলেছেন, তিনি তৃতীয় বারে বলেছেনঃ «لِمَنْ شَاءَ»""যদি কেউ পড়তে চায়, পড়ূক" (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নয়)।[৫৫]

(৪) এশার (ফরযের) আগের সুন্নাতঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ".

অর্থাৎ ঃ- "২টি আযানের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ার বিধান রয়েছে", একথাটি নবী ﷺ ৩ বার বললেন।

---

৫৫ [সহীহ আল-বুখারী (১১৮৩), আবুদাউদ (১২৮১)আল্লামা আলবানী "সহীহ" বলেছেন।]।

তিনি তৃতীয় বার বলেন ঃ «لِمَنْ شَاءَ»"যদি কেউ পড়তে চায় পড়ুক, (বাধ্যতামুলক নয়)।[৫৬]

আল্লামা নাওয়াওয়ী (রঃ) বলেন ঃ দুই আযান বলতে : আযান ও ইকামাত বুঝানো হয়েছে।

রাতের নফল নামাযের (তাহাজ্জুদের) সুন্নাতসমূহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

অর্থাৎ ঃ- "রমযানের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহার্‌রম মাসের রোযা, আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাত জেগে নফল নামায

৫৬ [সহীহ বুখারী (৬২৪)ও মুসলিম (৮৩৮)]।

পড়া"।[৫৭]

১. রাতের নফলের (সুন্নাতের) সর্বোত্তম সংখ্যা : ১১ রাকাত অথবা ১৩ রাকাআত, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে এই পরিমাণ নামায পড়তে হয়।

প্রমাণ : হাদীসে রয়েছে ঃ -

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ».

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতের নফল

৫৭ (সহীহ মুসলিম (১১৬৩)

নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ ১১ রাকাত পড়তেন।"[৫৮]

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

অর্থাৎ ঃ- "অন্য বর্ণনা রয়েছে ঃ রাতের নফল নামায তিনি ১৩ রাকাত পড়তেন, ফজরের আযানের পর সংক্ষেপে ২ রাকাআত (সুন্নাত) পড়তেন"[৫৯]

২. সুন্নাত হলো : রাতের নফল আদায়ের জন্য ঘুম হতে জাগলে প্রথমে মিসওয়াক করা এবং সুরা আল ইমরানের ১৯০ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব দোয়াসমূহ পড়তেন

---

৫৮ [সহীহ আল-বুখারী (৯৯৪)]।

৫৯ [সহীহ আল-বুখারী (১১৭০)]।

বলিয়া হাদীসে প্রমাণিত, সে সব দুআসমূহ পাঠ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করা। যেমন :

اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ

الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আংতা কাইয়্যেমুস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়ামান ফি হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আংতা নুরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফি হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আংতা মালিকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া লাকাল হামদু আংতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্কু, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়া কাউলুকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্নার"হাক্কুন, ওয়ান্নাবিয়্যুনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাক্কুন, ওয়াচ্ ছাআতু হাক্কুন, আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-ছামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফিরলি মা কাদ্দামতু, ওয়া মা আখ্খারতু, ওয়া মা আসরারতু, ওয়া মা আ'লানতু, আংতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আংতাল মুউয়াখ্খিরু, 'লা ইলাহা ইল্লা আংতা'– (অথবা) লাা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এই দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, আপনিই ঐ সবের তত্ত্বাবধায়ক। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এই দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে আপনি এই সকল কিছুর আলো (জ্যোতি)। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু ইহাদের মাঝে আছে আপনিই এ সব কিছুর বাদশাহ্।

আপনি সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য, এবং কিয়ামত সত্য। (হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্নসমর্পন করলাম, তোমারই উপর নির্ভরশীল হলাম, তোমারই উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যেও প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচরক নির্ধারণ করলাম। অত:পর আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ মাফ

করে দাও।) (তুমিই যা চাও আগে কর তুমি এবং যা চাও পিছে কর, একমাত্র তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।"[৬০]

(দোয়ার শব্দসমুহ সহীহ বুখারী হতে সংকলিত)।

৪. রাতের নফল নামায প্রথমে ২ রাকাত সংক্ষেপে আদায় করা সুন্নাত। যাতে অতিরিক্ত নফল নামায পড়ার আগ্রহ ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

অর্থাৎ ঃ- "তোমাদের কেউ রাতের নফল নামায আদায় করতে উঠলে সে যেন প্রথমে সংক্ষেপে ২ রাকাত নামায দ্বারা শুরু করে"[৬১]

---

৬০ (সহীহ আল-বুখারী (১১২০) ও মুসলিম (৭৬৯),
৬১ {সহীহ মুসলিম (৭৬৮)}।

৫. রাতের নফল নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা শুরু করা সুন্নাত। দোয়াটি হলো:

«اللهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

"আল্লাহুম্মা রাব্বা জীবরীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ঈসরাফীলা ফাতীরাস সামাওয়াতী ওয়াল আরদী আলীমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি আংতা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালীফূন, ইহদিনি লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বি ইযনিকা ইন্নাকা আংতা তাহদী মাং তাশাউ ইলা সীরাতিম্ মুস্তাকীম।"

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ! হে জীবরীল, মীকাঈল ও

ঈসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন-প্রকাশ্য সকল কিছুই জানেন, আপনি আপনার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত। যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সে বিষয়ে আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সত্যের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিন। আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দান করেন।"[৬২]

৬. দীর্ঘ সময় ধরে রাতের নফল নামায (সালাত)আদায় করা সুন্নাত।

«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো : সর্বোত্তম নামায কোনটি ? তিনি বললেন : যে নামায দীর্ঘক্ষণ

---

৬২ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

দাড়িয়ে এবং দীর্ঘ দোয়ার মাধ্যমে আদায় করা হয়।[৬৩]

৭. যে সব আয়াত সমূহে আযাবের বর্ণনা রয়েছে, সে সব আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট আযাব হতে পানাহ (আশ্রয়) চাওয়া সুন্নাত। তখনই আশ্রয় চেয়ে বলবে :

« أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ »

"(আল্লাহর আযাব হতে আশ্রয় চাই)"।

আর রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমত প্রার্থনা করুন আর বলুন :

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

"(হে আল্লাহ ! আমি আপনার অনুগ্রহ চাই)"।

আর যেসব আয়াতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো তেলাওয়াতের সময় সুবহানাল্লাহ

৬৩ [সহীহ মুসলিম (৭৫৬)]

(নিঃশব্দে) পাঠ করা, এ সম্পর্কে যে হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে রয়েছে তা হলো :

«يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ،»

অর্থাৎ ঃ - "কোরআন পাঠ করবে ধীরস্থিরভাবে। যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে, সে সব আয়াত তেলাওয়াতের সময় "সুবহানাল্লাহ" (নিঃশব্দে) পাঠ করবে। আর যে সব আয়াতে আল্লাহর নিকট চাওয়ার র্বণনা বা নির্দেশ রয়েছে, সে সব আয়াত তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর নিকট চাইবে। আর যে সব আয়াতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার র্বণনা রয়েছে, সেগুলো তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে"।[৬৪]

৫. রাতের নফল নামায পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়

---

৬৪ [সহীহ মুসলিম (৭৭২)]

এমন কাজসমুহ :

(১) দোয়া করা (আল্লাহর নিকট দোয়া করুন)।

(২) সময়মত ঘুমিয়ে পড়বেন, রাত জাগবেন না। তাহলেইশেষ রাতে উঠা সম্ভব হবে।

(৩) দিনের বেলায় যোহরের আগে বা পরে বিশ্রাম নিবেন।

(৪) গুনাহের কাজ করবেননা।

(৫) নিজের নফসের (আত্মার) অন্যায় আবদার বা কাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

বিতরের সালাতের (নামাযের) সুন্নাতসমূহ

১. তিন রাকাআত বিতরের নামায আদায়ের সুন্নাত ত্বরীকা হল ঃ প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর সূরা আল-আ''লা - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى -পাঠ করবে এবং ২য় রাকাআতে সূরা আল কাফিরুন-قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ -এবং ৩য় রাকাআতে

সূরা ইখলাছ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ -পাঠ করবে।[৬৫]

২. বিতরের নামায হতে সালাম ফিরাইয়া «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»

(সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস) তিনবার বলা সুন্নাত।[৬৬]

৩. (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস) বলবে, এর সাথে অতিরিক্ত আরও বলবে ঃ- رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

- "রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুউহ"((দ্রঃ- সুনানে দারে কুতনী), এই অতিরিক্ত অংশ বলবে অতি স্পষ্ট, প্রকাশ্য লম্বা ও দীর্ঘ আওয়াজে। আল্লামা আব্দুল কাদের আরনাউত নামক বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৬৭]

---

৬৫ (দ্রঃ- আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ (১১৭৩)।

৬৬ (আবূ দাউদ ঃ ১৪৩০)।

৬৭ (দ্রঃ- আবূ দাউদ ও নাসাঈ হাদীস কিতাবদ্বয়)।

ফজরের সালাতের সুন্নাত

➢ ফজরের সালাতের কয়েকটি বিশেষ সুন্নাত রয়েছে :

১. সংক্ষেপে দু রাকাত ফজরের সুন্নাত পড়া :

«كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ»

অর্থাৎ: মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে (অর্থাৎ অল্প সময়ে) দু রাকাত সালাত আদায় করতেন "[৬৮]

২. সালাতুল ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতে কোন আয়াত পাঠ করা সুন্নাত? এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়।

---

৬৮ (দ্রঃ- সহীহ আল-বুখারী (৬১৯)ও মুসলিম (৭২৩)।

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

"«كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: ١٣٦] الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ٥٢] »"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল বাকারার ১৩৬ নং আয়াত পড়তেন।আর শেষ রাকাআতে পড়তেন ঃ সূরা আল ইমরানের ৫২ নং আয়াত"[৬৯]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাকাআতে পড়তেন ঃ

«وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] »

---

৬৯ [সহীহ মুসলিম (৭২৭)]।

সূরা আল ইমরানের ৬৪ নং আয়াত [সহীহ মুসলিম ৭২৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফজরের সুন্নাত সালাতে তিনি প্রথম রাকাতে ঃ সূরা আলকাফিরূন ("কুল ইয়াা আইয়্যুহাল কাফিরুউন)"আর ২য় রাকাআতে সূরাতুল ইখলাস ("কুল হু আল্লাহু আহাদ") পড়তেন।[৭০]

(৩) ফজরের সুন্নাত সালাতের পর সামান্য কয়েক মিনিট ডান কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেয়া সুন্নাত।

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ»

অর্থাৎ ঃ - "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করার পর ডান কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন"।[৭১]

---

৭০ [সহীহ মুসলিম (৭২৬]
৭১ (সহীহ আল বুখারী (১১৬০)

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করার পর কয়েক মিনিটের জন্য হলেও ডান কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে এই সুন্নাতটি পালন করুন। আপনি ও অভ্যাস করুন।

ফজরের সালাতের মসজিদে বসে অপেক্ষা করার ফযিলত

হাদীসে রয়েছে ঃ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا»

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্য উত্তমরূপে উপরে উঠা পর্যন্ত তার নামায আদায়ের স্থানে বসে থাকতেন")।[৭২]

৭২ সহীহ মুসলিম (৬৭০)

নামাযের (সালাতের) আগে ও পরে যে সব মুসল্লীগণ তাদের সালাত আদায়ের স্থানে বসে যিকর ও দোয়ার ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে ঐ সব মুসল্লিদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। ফিরিস্তাগণ বলতে থাকে ঃ

«اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ»

'হে আল্লাহ ! অমুক মুসল্লি (যিনি মাসজিদে বসে আছেন) তাকে আপনি ক্ষমা করুন।' হে আল্লাহ ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন।' হাদীস শরীফে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ»وفي رواية :

«لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ) "وفي رواية : وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ» (الصحيح البخاري : ٦٤٧).

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেখানে নামায আদায় করেছে, সেই স্থানে যতক্ষণ অযুর সহিত বসা থাকে, ততক্ষন ঐ ব্যক্তির জন্য ফিরিস্তাগন আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও রহমত চাইতে থাকে"।[৭৩] সহীহ আল বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, "ঐ ব্যক্তির জন্য ফিরিস্তাগন আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও রহমত চাইতে থাকে যতক্ষন সে নামাযের জন্য মাসজিদে আবদ্ধ আছে, তার ঘরে যেতে পারছেনা"।[৭৪]

অতএব, আপনি লক্ষ্য করুন, আল্লাহর নিকট আপনি কতইনা সম্মানের অধিকারী !

---

৭৩ (সহীহ আল বুখারী : হা:নং ৪৪৫)

৭৪ (সহীহুল বুখারী : ৬৫৯)।

সালাতে মুখে বলার সুন্নাতসমূহ

১. তাকবীরে তাহরীমার পরে যে দোয়া উল-ইসতিফ্তাহ পড়া সুন্নাত, তা হল ঃ

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (رواه الأربعة)

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'লা যাদ্দুকা, ওয়া লাা ইলাহাা গাইরুক"।

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ ! আপনি কতইনা পবিত্র, আপনার প্রশংসাসহ, আপনার নাম বরকতময়, আপনার ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বা (সত্বা) সুউচ্চ। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নাই।"[৭৫]

অথবা, এ দোয়াটি ছাড়া অন্য আরেকটি দোয়া

---

৭৫ [সহীহ মুসলিম (৩৯৯), আবুদাউদ (৭৭৫), তিরমিযী (২৪২), নাসায়ী (৯০০), ইবনে মাযাহ (৮০৪)]

রয়েছে, দোয়াটি হল ঃ-

«اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

"আল্লাহুম্মা বাায়িদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনিই মিন খাতা-ইয়াইয়া কামা ইয়ুনাক্কাচ চাউবুল আবইয়াদু মিনাদ্ দানাছ, আল্লাহুম্মাগছিলনি মিন খাতা-ইয়াইয়া বিচ-চালজি ওয়াল মা-ই, ওয়াল বারাদি"।[৭৬]

অর্থাৎ ঃ- অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহ সমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করুন যেরুপ

৭৬ [সহীহ আল বুখারী ঃ (৭৪৪) ও মুসলিম (৫৯৮)]

ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পাপ মুক্ত করুন বা এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ (গুনাহ)সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।"

আপনি উপরোক্ত দোয়ার যে কোনটি পড়তে পারেন।

২. সূরা পাঠের আগেঃ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আউযুবিল্লাহি মিনাস শাইতানির রাজি-ম'।

অর্থাৎ ঃ- "বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"

৩. 'বিসমিল্লাহির্‌রাহ্‌মাানির রাহিম" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থাৎ ঃ- "পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুর"করছি)।" পড়তে হবে।

সূরা ফাতিহা পাঠের পর আ-মী-ন (آمِينْ) ('হে আল্লাহ! কবুল করুন') বলতে হবে।

৪. একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি নফল নামাযে এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম ২ রাকাতে, মাগরিবের নামাযের প্রথম ২ রাকাতে, জুমা ও ফজর নামাযে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়া সুন্নাত। কিন্তু মুক্তাদি (ইমামের পিছনে) সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাবে ঐসব নামাযে, যেসব নামাযে কিরাআত নিঃশব্দে (মনে মনে) পাঠ করতে হয়। (যদিও এতে মতভেদ আছে, তবে সূরা মিলানো উত্তম)। আর যে সব নামাযে ইমাম (প্রকাশ্যে)আওয়াজ সহ কিরাআত পাঠ করেন (যেমন: মাগরিব, ইশা, ও ফজর), এমন নামায সমুহে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়বেনা। কারণ, সে তো কুরআন শুনতে পাচ্ছে, আর পবিত্র কুরআনুল কারিম যখন তেলাওয়াত করা হয় তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনার জন্য আল্লাহ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত জিকিরটি করা সুন্নাত ঃ-

«مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

(صحيح مسلم : ٤٧٧).

"মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া মিলউ মা শি-তা মিন শাইয়িন বা'দু, আহলাচ চানা-ই ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কালাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন, আল্লাহুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমাা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ান ফাউ যাল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু" ।

অর্থাৎ: "ইয়া আল্লাহ ! আপনার জন্য ঐ পরিমান

প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী খালিস্থানকে পূর্ণ করে দেয়, এবং এইগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়, (প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী ওগো আল্লাহ, আপনার প্রশংসায় যে কোন বান্দা যা কিছু বলে, আপনি তার চাইতেও বেশী প্রশংসার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা।হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন প্রভাবশালীর প্রভাব আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারেনা।"[৭৭]

এর সাথে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (অর্থাৎ:- হে আমাদের রব্ব, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলা ও সুন্নাত। এর সাথে : حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ও বলা।

---

৭৭ (সহীহ মুসলিম ঃ ৪৭৭).

সহীহ আল-বুখারীতে রয়েছে ঃ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: "كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ"قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»

সাহাবী রিফা'আ ইবন রাফে' আয-যুরাকী বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাযরত ছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখন তাঁর পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে

উঠল, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ *"রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফীহি"* "হে আমাদের রব! আপনার জন্য সকল প্রশংসা, যা অনেক বেশি, খালেছ ও পবিত্র এবং বরকতময়।" অতঃপর নামায শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বাক্যগুলো বলল?" তখন লোকটি বলল, 'আমি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি দেখেছি ত্রিশেরও বেশি ফেরেশেতা তাড়াহুড়ো করছে, কে সবার আগে বাক্যগুলো লিখবে (এবং আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে)।"

৬. রুকু এবং সিজদার তাসবিহ একাধিক বার পাঠ করা সুন্নাত।

৭. দুই সেজদার মাঝখানে বসে 'রাব্বিগ্ ফিরলি' একাধিকবার পাঠ করা সুন্নাত।

৮. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ পাঠ করার পর

নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে ৪ প্রকারের আযাব ও ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া সুন্নাতঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহয়াা ওয়াল মামাত, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ্ দাজ্জাল"[৭৮]

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে।"

---

৭৮ [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম (৫৮৮)।]

সিজদার তাসবিহ পাঠের পর অন্যান্য দোয়া করা মুস্তাহাব, যেহেতু হাদীসে রয়েছে:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

অর্থাৎ : "সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার খুবই কাছে অবস্থান করে, অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট এমতাবস্থায় অধিক পরিমাণে দোয়া করা"[৭৯]

এ ছাড়াও অন্যান্য দোয়া ও পড়ুন। সালাতের ও অন্যান্য বহু জরুরী দোয়া রয়েছে : আল্লামা আল কাহতানী প্রণীত 'হিস্‌নুল মুসলিম' নামক ছোট কিতাবে। এটিকে বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূবাদ করা হয়েছে।

এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের সর্বমোট ১৭

---

৭৯ [সহীহ মুসলিম (৪৮২)]।

রাকাতে মুখে পাঠ করার সুন্নাত গুলোর পরিমাণ দাড়ায় ১৩৬ টিতে, যদি প্রতি রাকাতে ৮টি করে সুন্নাত ধরা হয়।

দিনে ও রাতে ২৫ রাকাত নফল নামাযের মধ্যে ১৭৫ টি সুন্নাত রয়েছে। কখনও কখনও এই সুন্নাতের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। যেমন : তাহাজ্জুদের নামাযের এবং চাশ্‌তের নামাযের সুন্নাতসমূহ।

আর মুখে পাঠ করার এমন সুন্নাত ও রয়েছে, যে গুলো শুধু মাত্র একবারই নামাযে পাঠ করতে হয়। সে গুলো হলো ঃ নামাযে হাত বাঁধার পর যে দোয়া পড়তেন হয় (দোয়া-উল- ইসতেফ্‌তাহ')।

১. তাশাহ্‌হুদ অর্থাৎ "আত্তাহিয়্যাতু" এর পরে যে সকল দোয়া পাঠ করার কথা হাদীসে রয়েছে। এ গুলো পড়া ও সুন্নাত।

এভাবে যেকোন ১টি ফরজ নামাযে মুখে পাঠ করার ১০টি সুন্নাত রয়েছে। আর রাতের ও দিনের নফল নামাযে উপরোক্ত ২টি সুন্নাত বার বার পড়তে হয়। এই হিসাবে সুন্নাতের সুন্নাতের পরিমাণ দাঁড়ায়

২৪ টিতে। সালাতের মধ্যে যে সব সুন্নাত শুধুমাত্র একবার আদায় করতে হয়, সেগুলো বিভিন্ন নফল নামায (যেমন : তাহাজ্জুদের নামাজ, চাশতের নামায এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায প্রতিবার আদায়ের সময়ই পড়তে হয়, এতে করে নফল আদায়কারীর আমলনামায় অতিরিক্ত সাওয়াব যোগ হয় এবং নফল নামাযের সুন্নাতসমুহ পালনের কারণে নামাযী ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হন।

সালাতে শারিরীকভাবে পালনীয় সুন্নাতসমূহ

অর্থাৎঃ যেসব সুন্নাত শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করতে হয়, (মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে নয়) সেগুলো হলঃ

(১) তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় (কাঁধ বা কান পরিমান) দু'হাত উপরের দিকে উঠানো সুন্নাত (কানের লতি ছুতে হবেনা)।

(২) রুকুতে যাওয়ার সময় দুই হাত উপরের দিকে কাঁধ বা কান পরিমান উঠানো সুন্নাত।

(৩) রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়ানোর সময় দু'হাত উপরের দিকে কাঁধ বা কান পরিমান উঠানো সুন্নাত।

(৪) তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম বৈঠক শেষে উঠে দাড়ানোর সময় দু'হাত উপরের দিকে কাঁধ বা কান পরিমান উঠানো সুন্নাত।

(৫) দু'হাত উত্তোলনের সময় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে রাখা সুন্নাত, যাতে কোন ফাঁকা না থাকে।

(৬) এরপর দু'হাতের আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে হাতের তালুকে কিবলামুখি করা সুন্নাত।

(৭) তারপর দু'হাতের আঙ্গুল গুলোকে দু'কাঁধ বরাবর বা দু'কানের লতি বরাবর উপরে উঠানো সুন্নাত।

(৮) ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখা অথবা ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জিকে আঁকড়ে ধরা সুন্নাত।

(৯) সিজদার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকা সুন্নাত।

(১০) নামাযে দাড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক রাখা সুন্নাত।

(১১) বিশুদ্ধভাবে তাজউইদের সাথে কোরআন পাঠ করা এবং কোরআনের আয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করা সুন্নাত।

রূকুর সুন্নাতসমূহ

(১) রুকুতে হাতের আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক করে রেখে হাঁটুকে ধরে রাখা সুন্নাত।

(২) রুকুতে পিঠকে আগাগোড়া সমান রাখা সুন্নাত।

(৩) রুকুতে পিঠের ন্যায় মাথাকেও সোজা রাখবে, মাথা উঁচুও হবে না, আবার নিচুও করে রাখবে না। এভাবে রাখা সুন্নাত।

(৪) দুই বাহুকে শরীরের সাথে না মিলিয়ে ছড়িয়ে রাখা সুন্নাত।

সিজদার সুন্নাতসমূহ

(১) সিজদায় দু'বাহুকে ছড়াইয়া (প্রশস্ত করে) রাখা সুন্নাত।

(২) পেটের দুই সাইডকে রানের সহিত মিলাবেনা বরং আলাদা রাখবে।

(৩) দু'রানকে পায়ের নালার সহিত মিলাবে না।

(৪) সিজদায় দু'হাটু না মিলানো।

(৫) দু'পাকে খাড়া করে রাখা।

(৬) দু'পায়ের আঙ্গুলির পেটসমূহকে মাটির উপর বহাল রাখা।(মাটি হতে সরাবেনা)।

(৭) সিজদারত অবস্থায় পা দুখানা মিলায়ে রাখতে হবে।

(৮) সিজদায় দু'হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর করে রাখা।

(৯) সেজদায় দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলোকে বিছিয়ে রাখবে এবং

(১০) হাতের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখবে অর্থাৎ কোন ফাঁক থাকবে না এবং

(১১) আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখি করে রাখবে।

সিজদায় উপরোক্ত কাজগুলো করা সুন্নাত।

দুই সিজদার মাঝে পালনীয় সুন্নাতসমূহ

দুই সিজদার মধ্যখানে বসার নিয়ম দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ-

(১) ইকআ ঃ অর্থাৎ দু'পা কে দাঁড় করিয়ে পায়ের গোড়ালির উপর বসা।

(২) ইফতিরাশ ঃ অর্থাৎ ডান পা কে খাড়া রেখে বাম পা কে বিছিয়ে তার উপর বসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'সিজদার মাঝে এমন দীর্ঘ সময় বসতেন যে মনে হতো যেন তিনি পরবর্তী সিজদা দেওয়ার কথা ভুলেই গেছেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ

এর খাদেম আনাছ বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন ঃ

«إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا -) قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ (-كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যেভাবে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তে দেখেছি আমি সেভাবে তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা কোনপ্রকার শিথীলতা করবোনা (হুবহু সেইভাবে নামায পড়বো)। আনাস (রা:) তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শেখানো পদ্ধতিতে নামায পড়ালেন এভাবে : "তিনি রুকু হতে মাথা তুলে এতদীর্ঘসময় দাঁড়িয়েছিলেন যে, সবাই (মনে মনে) বলতেছিল যে, তিনি (সাজদায় যাওয়ার কথা) ভুলেই গেছেন। এভাবে ২ সাজদার

মাঝে এমনভাবে দীর্ঘসময় বসেছিলেন যে, সবাই (মনে মনে) বলতেছিল, তিনি (২য় সাজদায় যাওয়ার কথা) ভুলেই গেছেন।"[৮০]

জালসাতুল ইসতিরাহা হচ্ছে খুবই সংক্ষেপে বসা, এটা প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতের সিজদা থেকে উঠার পরে খুবই সংক্ষেপে এই সুন্নাতী বৈঠকটি হয়ে থাকে। (এটা সাধারনত রুগী ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য)।

শেষ তাশাহ্হুদের সুন্নাতসমূহ

শেষ তাশাহ্হুদের মধ্যে বসার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে ঃ-

(ক) ডান পা খাড়া রাখবে, আর বাম পা কে ডান পায়ের নালার নিছে রাখবে, আর নিতম্ব থাকবে সরাসরি জমিনের মধ্যে।

(খ) প্রথম পদ্ধতিটির মত হুবহু, তবে মুসল্লী শেষ

---

৮০ (সহীহ আল বুখারী : হা:নং ৮২১)

বৈঠকে তার ডান পা খাড়া করে রাখবে না, বরং জমীনের উপর শোয়াইয়া বাম দিকে রাখবে।

(গ) ডান পা খাড়া করে রাখতে হবে, এবং বাম পা' কে ডান পায়ের নালা ও রানের মধ্যে শোয়াইয়া রাখবে।

১. ডান হাতকে ডান রানের উপর এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখবে। এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলে মিশে রাখবে এবং হাতের তালু এবং আঙ্গুলকে ছড়াইয়া (প্রশস্ত করে) রাখবে।

২. তাশাহ্হুদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীকে মধ্যমা আঙ্গুলীর সাথে মিলিয়ে একটি বৃত্তের মত করে নেবে। আর আপনি যে দিকে ইশারা করছেন, সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

৩. ডানে ও বামে তাকিয়ে সালাম ফিরানো। এসব গুলো সুন্নাত।

এদিকে প্রতিটি রাকায়াতে বারবার পালন করতে

হয় এমন ২৫ টি সুন্নাত রয়েছে। এসবগুলোসহ ফরজ নামাযে মোট সুন্নাতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪২৫ টি।

আর রাতে ও দিনে পালনীয় ২৫ রাকাআত নফলের মধ্যে সুন্নাতের সর্বমোট সংখ্যা হলো : ৬২৫ টি। (প্রতিটি রাকাআতে পালনীয় সুন্নাতের হিসাব করলে এই সংখ্যা হয়)।

অনেক আমলকারী ব্যক্তি চাশতের, তাহাজ্জুদের রাকাত বেশী বেশী সংখ্যায় আদায় করে থাকেন। এভাবে বাড়াইয়া সালাত আদায় করলে সুন্নাতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

কতিপয় করণীয় সুন্নাত এমন রয়েছে যে, যা নামাযে শুধুমাত্র ১/২ বার আমল করতে হয় ঃ-

১. তাকবীরে তাহরীমা : বলার সময় দুই হাত কাঁধ বা কান পরিমান উপরে উঠানো।

২. দুই তাশাহ্হুদ বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানোর সময় দু হাত উপরে উঠানো।

৩. তাশাহ্হুদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতে থাকবে। হউক তা প্রথম অথবা শেষ তাশাহ্হুদ।

৪. সালাম ফিরানোর সময় ডানে ও বামে তাকানো।

৫. জালসাতুল ইসতিরাহা : ১ম ও ৩য় রাকাআতের ২য় সিজদার পরে খুবই সংক্ষিপ্ত বৈঠক রয়েছে, তাহা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে দুই বার আসবে।

৬. 'আত-তাওয়াররুক' : ডান পা খাড়া রেখে বাম পা কে ডান পায়ের নিচে রাখবে। নিতম্বকে জমিনের উপর রেখে বসবে। এই 'তাওয়াররুক' বৈঠকটি দুই তাশাহ্হুদ বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় তাশাহহুদে বৈঠকের জন্য। তবে কেউ এমনভাবে (অর্থাৎ:-'তাওয়াররুক' বৈঠক) বসতে সক্ষম না হলে প্রচলিত নিয়মে যেভাবে সবাই বসে সেভাবে বসবে। উপরোক্ত সুন্নাতসমূহ নামাজের মধ্যে একবার পালন করতে হয়, কিন্তু তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে

ইশারার ক্ষেত্রে ফজরের নামায ব্যতীত সকল ফরজ নামাযে ২ বার করে (শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা) ইশারার আমলটি করতে হয়। অনুরূপভাবে চার রাক্বাত বিশিষ্ট নামাযে জালসাতুল ইসতিরাহা দুই বার করে পালন করা যায় (প্রয়োজন হলে)। এই স্থলে সর্বমোট সুন্নাতের সংখ্যা দাঁড়ায়। =৩৪ টি।

৭. এই স্থলে ৩য় রাকাতের উদ্দেশ্য দাঁড়ানোর সময় দু হাত উত্তোলন এবং 'আত্-তাওয়াররুক' বৈঠক ব্যতীত উপরোক্ত যে সব সুন্নাতসমূহ শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা (শারিরিক) আমল করতে হয়, (মুখে উচ্চারনের মাধ্যমে নহে) সে গুলো বারবার নফল সালাতেও আমল করতে হয়, এই হিসাবে এ সব সুন্নাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮ টি।

অতএব, হে প্রাণপ্রিয় ভাই জান ! আপনি নামাযের যে সব সুন্নাতসমূহ মুখে উচ্চারণ করে আমল করতে হয়, আর যে সব সুন্নাতসমূহ শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা (শারিরিকভাবে) আমল করতে হয়, এইসব সুন্নাতসমূহ পালন করে আপনার সালাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে

তুলুন। এতে আপনি বিশাল সাওয়াবের মালিক হতে পারেন এবং আল্লাহর তায়ালার নিকট হতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রঃ) বলেন : বান্দা দুবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়ায় এবং দাঁড়াবে। ১ম বার ঃ বান্দা দুনিয়ার নামাযে আল্লাহ তা''লার সামনে দাঁড়ায়, ২য় বার ঃ কিয়ামতের কঠিন দিবসে বান্দ আল্লাহ তা''লার সামনে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি সুন্দর ভাবে এবং যাবতীয় হক আদায় করে সালাত আদায় করবে, কিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহর তা''লার সামনে দাঁড়ানোর মত অসহনীয়, কঠিন পরিস্থিতিও তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু উত্তম ভাবে ও সুন্দর পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেনি, সালাতের কোন গুরুত্বই নেই তার কাছে, তার জন্য কঠিন কিয়ামতের দিবসের অসহনীয় বিপদের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়ানোকে আরো কঠিন করে দেয়া হবে।

ফরয নামাযের পর পাঠ করার সুন্নাতসমূহ

(১) আসতাগ্‌ফিরুল্লাহ- أَسْتَغْفِرُ اللهَ ৩ বার। শুধু বলবে: "আসতাগ্‌ফিরুল্লাাহ" "আসতাগ্‌ফিরুল্লাাহ", "আসতাগ্‌ফিরুল্লাাহ" (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই)।

«عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ:«اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: "كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ »

এবং এর সাথে আরো পাঠ করবেঃ

«اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

'আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌সালাম ওয়া মিনকাস সালাম,

তাবারাকতা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল ইকরা-ম'।[৮১]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনি শান্তিময়, আর আপনার নিকট হতেই শান্তির আগমন, আপনি কল্যাণময়, হে মহামহিম ও মর্যাদাবান"।

(২) ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত যিক্‌র ও দোয়াটি পাঠ করাও সুন্নাত ঃ

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদী-র, আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা

৮১ [দ্রষ্টব্যঃ সহীহ মুসলিম (৫৯১)]।

ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দি।'[৮২]

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন প্রভাবশালীর প্রভাব আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারেনা।"

(৩) ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত যিক্‌রটি পাঠ করাও সুন্নাত:-

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ

---

৮২ [সহীহ আল-বুখারী (৮৪৪, باب الذكر بعد الصلاة) ও মুসলিম(৫৯৩))]।

الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুউয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্ নিয়মাতু, ওয়ালাহুল ফাদলু, ওয়ালাহুস সানাউল হাসান, ওয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসিইনা লাহুদ্ দ্বীন, ওয়ালাও কারীহাল কাফেরুন'[৮৩]

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও (তাঁর আদেশ) পালন করার ক্ষমতা লাভ করা

---

৮৩ [সহীহ মুসলিম৫৯৪)]।

যায়না।আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।আমরা তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করিনা।একমাত্র তাঁর কাছেই সমস্ত নে'মত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান-মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আমরা তাঁর জন্যই একনিষ্ঠভাবে (তাঁর দেয়া) বিধানসমুহ পালন করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

(৪) ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত যিক্‌র করাও সুন্নাত ঃ-

ছুবহাানাল্লাহ=৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ =৩৩বার। আল্লাহু আকবার= ৩৩ বার (সর্বমোট= ৯৯ বার), এরপর পড়বে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর'। ১ বার পড়লে ১০০ পূর্ণ হয়ে গেল।[৮৪]

৮৪ (দ্রঃ-সহীহ মুসলিম)।

(৫) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলবেন ঃ-

«اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

'আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা জিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'।[৮৫]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ! আমাকে আপনার যিকর করার, শোকর করার, এবং সুন্দরভাবে এবাদত করার শক্তি দিন।"

(৬) ফরয নামাযের পর বলবেন ঃ-

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا،

---

৮৫ (দ্রঃ-আবূ দাউদ (১৫২২) ও নাসায়ী)। হাদীসটি সহীহ (আল্লামা আলবানী)।

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

'আল্লাহুম্মা ইন্নি ইউজুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়াআ'উজুবিকা আন আরুদ্দ্যা ইলা আরযালিল 'উমরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিত্ দুন্‌য়া, ওয়া আ'উজুবিকা মিন আ'যাবিল কাব্‌রি।'[৮৬]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা (কাপুরুষতা) থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই নিষ্কর্মা (অত্যধিক দুর্বল) বয়সে উপনিত হওয়া থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়াবী যাবতীয় ফিত্না থেকে (আখেরাতের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ায় যাবতীয় সম্পদ ও মান-সম্মান, ক্ষমতা, দাপট লাভ করা) , আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।"

(৭) ফরয নামাযের পর সাহাবীদের দিকে ফিরে

---

৮৬ (সহীহ আল-বুখারী (২৮২২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দোয়াটিও পড়তেন :

"رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ."

“রাব্বি ক্বিনীই ‘আযাবাকা ইয়াওমা তুবআচু ইবাদাকা” এই দোয়াটি পাঠ করা।

অর্থাৎ ঃ- “হে আল্লাহ! যে দিন আপনার বান্দাদিগকে (একত্রিত করার জন্য) কবর থেকে উঠানো হবে, তখন আমাকে আপনার আযাব থেকে বাঁচান”।

এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমে সাহাবী বারাা বিনুল ’আযিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে সালাত আদায় করার সময় তাঁর ডান দিকের কাতারে দাঁড়াতে ভালবাসতাম, যাতে তিনি আমাদেরকে চেহারা দেখান, এরপর তাকে বলতে শুনেছি ঃ “রাব্বি ক্বিনীই ‘আযাবাকা ইয়াওমা তুব্আচু ইবাদাকা”[৮৭]

---

৮৭ [সহীহ মুসলিম (৭০৯)]।

(৮) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়বেনঃ-

সূরা এখলাস (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।"

ও সূরা ফালাক (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ),

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)﴾.

"বল, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের

কাছে; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়। আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে; আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’”

এবং সূরা নাস (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) ﴾.

“বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ-এর কাছে, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে। যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় জিন ও মানুষ থেকে।”

প্রত্যেকটি একবার করে পাঠ করা (দ্রঃ-আবূ দাউদ, তিরমিজি এবং নাসায়ী)।

তবে, ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর এই ৩টি সূরার প্রত্যেকটি ৩ বার করে পড়তে হবে।

(৯) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়বেন ঃ-

আয়াতুল কুর্‌সী। (সুরা আল-বাক্বারা আয়াত নং-২৫৫)।

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ-

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ».

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।" (হাদীসটি হাসান)[৮৮]

(১০) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়বেন ঃ-

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ".

---

৮৮ [দ্রঃ- আন-নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা (৯৮৪৮)]।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইউহ ইই ওয়া ইউমিইতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীইর'।

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

যে ব্যক্তি এই জিকরটি মাগরিবের পর ১০ বার পড়বে, আল্লাহ তা'লা ঐ ব্যক্তির জন্য সশস্ত্র (ফিরিস্ত াদল)পাঠাবেন, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের (অনিষ্ট) হতে পাহারা দিয়ে রাখবেন এবং এমন ১০টি নেকী তার জন্য লিখে দিবেন যা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে, এবং ১০টি ধংসাত্মক গুনাহ (আমলনামা হতে) মুছে দেবেন, ১০টি মুমিন গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব তাকে দেয়া হবে।"[৮৯]

---

৮৯ (তিরমিযী :৩৫৩৪)।

এই জিকরটি মাগরিব ও ফজর নামাযের পর ১০ বার করে পড়তে হবে।

উপরে বর্ণিত তাছবীহসমূহ হাতের আঙ্গুলে পড়তে হয়। অন্য এক হাদীসে রয়েছে ঃ ডান হাতের রেখায় পড়তে হবে। (তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।) হাতের আঙ্গুলীর রেখায় পড়ুন, আদায়ে হয়ে যাবে সুন্নাতের সওয়াব পাবেন, ইনশাল্লাহ।

(১১) যে স্থানে নামায (সালাত) আদায় করেছেন, ঐ স্থানে বসেই পড়তে হয়। কোন সমস্যা ছাড়া নামাযের স্থানটি ত্যাগ করে অন্যত্র আদায় করা যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাসবীহ পাঠের সময় তাঁর নামাযের জায়গা ত্যাগ করেননি।

📖 এইভাবে ফরয নামাযের পর প্রায় ৫৫ টি সুন্নাত প্রত্যেকদিন সালাতের পর আদায় করতে হয় আর ফজর ও মাগরিবের সালাতে সুন্নাত বাড়বে যেমনটি উপরে ৮ ও ১০ নং সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উপরে বর্ণিত

সুন্নাতসমূহ আমল করলে কি কি সাওয়াব পাবেন ? নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো ঃ

১. যদি কোন মুসলিম রাতে ও দিনে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর উপরোক্ত তাসবীহ (ছুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সহ অন্যান্য তাসবীহ) পড়বে, তার জন্য ৫০০ সাদাকাহর সাওয়াব রয়েছে। যেমনটি হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ -

«إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». (رواه مسلم:١٠٠٦).

অর্থাৎ ঃ "প্রতিবার 'ছুবহানাল্লাহ' পড়লে একটি সাদাকার (দান করার) সাওয়াব, তদ্রূপ প্রতিবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ল একটি সাদাকার (দান করার

সওয়াব), আর প্রতিবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে একটি সাদাকার (দান করার) সাওয়াব রয়েছে......."[৯০]

এভাবে, ৫ ওয়াক্ত নামাজে ১০০ বার করে (৫×১০০)=৫০০ সাদাকার সমান সাওয়াব রয়েছে (আল্লাহু আকবার)।

২.এই তাসবীহসমূহ পাঠকারীর জন্য জান্নাতে ৫০০ গাছ রোপন করা হবে। প্রত্যেহ দিনে-রাতে ফরজ নামায শেষে যে ব্যক্তি এই তাসবীহসমূহ পাঠ করবে, তার জন্য ৫০০ গাছ জান্নাতে রোপন করা হবে। এ কথার প্রমাণ হল ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গাছ লাগাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে আবূ হুরায়রা! আমি কি তোমাকে (গাছ লাগানোর) চাইতে উত্তম পদ্ধতি জানিয়ে দিব না? আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

---

৯০ (সহীহ মুসলিম: ১০০৬)।

বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (অবশ্যই জানিয়ে দিন)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বলো ঃ

«سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ»

"ছুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার" এই যিকরের প্রত্যেকটির বিনিময়ে আপনার জন্য বিহিশতে একটি করে গাছ রোপন করা হবে।[৯১]

৩. ঐ ব্যক্তি মৃত্যু হওয়ার পর পরই জান্নাতে চলে যাবেন, যিনি প্রত্যেক ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন এবং নিয়মিতভাবে নামাজের পর আমলটি পালন করবেন।

৪. যে ব্যক্তি উপরোক্ত তাসবীহ সমুহ

---

৯১ {দ্রঃ- ইবনে মাযাহ (৩৮০৭)}। আল্লামা আল-আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

(যিক্‌রসমূহ) নিয়মিত পাঠ করবে, তার গুনাহ যদি সাগরের ফেনা রাশির মত (অগণিত ও অসংখ্য হলেও) আল্লাহ তা'লা তার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৯২]

৫. প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উপরোক্ত যিকরসমূহ নিয়মিত আমলকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঠকবেনা এবং লাঞ্ছিত ও হবে না। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

«مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً»

উপরোক্ত নেক আমলের সওয়াব, যা মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর প্রাপ্ত হবে "ঐ (যিকরসমূহ) পাঠকারীগণ দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো ক্ষতিগ্রস্থ

---

৯২ (সহীহ মুসলিম)

হবেনা এবং ঠকবেনা।সেগুলো প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আদায় করতে হয়। ছুবহানাল্লাহ=৩৩ বার . আলহামদুলিল্লাহ =৩৩বার। আল্লাহু আকবার= ৩৪ বার (সর্বমোট= ১০০ বার)।"[৯৩]

৬. ফরয ইবাদতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি থাকলে, উপরোক্ত সুন্নাত যিক্‌রসমুহ দ্বারা তাহা সেরে যাবে। অর্থাৎ ফরয ইবাদত ত্রুটি মুক্ত হয়ে যাবে।

যে সব জিকির সমুহ প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায় পড়া সুন্নাত

(১) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত। আয়াতুল কুরসী হচ্ছে ঃ-

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

৯৩ (সহীহ মুসলিম শরীফ (৫৯৬)।

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٢٥٥)

(সুরা আল বাকারার ২৫৫ নং আয়াত)।

«من قالها حين يصبح أجير من الجن ......حتى يصبح»

"যে ব্যক্তি সকাল হওয়ার পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন বা শয়তানের কবল হতে সে হিফাজতে থাকবে। আর যদি সে সন্ধ্যা হওয়ার পর পাঠ করে, সকাল হওয়া পর্যন্ত সে জ্বীন বা শয়তানের কবল হতে হিফাজতে (নিরাপদে) থাকবে"।[৯৪]

---

৯৪ (দ্রঃ নাসায়ী), (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(২) সুরা আল ইখলাছ, সুরা আল ফালাক্ব, সুরা আন-নাস সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতে হয়। (দ্রঃ আবুদাউদ, ও তিরমীযি)। "এ সুরা গুলোর প্রত্যেকটি যদি কেউ সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বেন, সে যাবতীয় অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা হতে সে নিরাপদে থাকবে।" এই সুরাগুলোকে "المعوذات" (আশ্রয় দানকারী)।

(৩) অথবা, নিম্নের দোয়াটি সন্ধ্যায় ও সকালে পড়বেন ঃ-

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ".

"আমছাইনা ওয়া আমছাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীইর'। রাব্বি আছআলুকা খায়রা মা ফিই হাযাল ইয়াওমি, ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররী মা ফিই হাযাল ইয়াওমি, ওয়া শাররী মা বা'দাহু, রাব্বি আউযুবিকা মিনাল কাচলি, ওয়া ছুউ ইল কিবার, রাব্বি আউযুবিকা মিন আযাবিন্নারী ওয়া আযাবিল ক্ববর"[৯৫]

অর্থাৎ ঃ- "সন্ধ্যা হলো, আমাদের জীবনে, আমরা ও সকল বিশ্বরাজ্যে সবকিছু আল্লাহর জন্য রাতের মাঝে প্রবেশ করলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই।

---

৯৫ {দ্রঃ - সহীহ মুসলিম (২৭২৩)}।

তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এই রাত্রির মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে এবং এই রাত্রির পরে যত কল্যাণ রয়েছে তা সবই।আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে যা এই রাত্রির মাঝে রয়েছে এবং এই রাত্রির পরে রয়েছে।হে আমার প্রভু, আমি আপনার আশয় গহণ করছি অলসতা ও বার্ধক্যের খারাপি থেকে। হে আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে।"

আর সকাল বেলায় "আমছাইনাা ওয়া আমছাল মুলকু . «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ»...." এর পরিবর্তে "আছবাহনা ওয়া আছবাহাল মুলকু.. «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ»......." বলতে হবে। আর خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ "খায়রা মা ফিই হাযীহিল লাইলাতি এর পরিবর্তে " خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيوم "খায়রা মা ফিই হাযাল ইয়াওমি" বলতে হবে।

৪. অথবা, সকালে পড়বেন ঃ-

«اللهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ».

'আল্লাহুম্মা বিকা আস্‌বাহনা, ওয়া বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়াবিকা নামূউতু, ওয়া ইলাইকান নুশূউর'।[৯৬]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সকাল হয়েছে, এবং আপনার অনুগ্রহে আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, আপনার করুণায় জীবন লাভ করি এবং আপনার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর কিয়ামত দিবসে আপনার কাছেই পুনরুত্থিত হবো"।

সন্ধ্যায় পড়বেন ঃ

«اللهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا،

---

৯৬ (দ্রঃ- আবু দাউদ (৫০৬৮)}। (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ» .

'আল্লাহুম্মা বিকা আমছাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু, ওয়া ইলাইকাল মাছীইর'।[৯৭]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, এবং আপনার অনুগ্রহে আমাদের সকাল হবে, আপনার মাধ্যমেই জীবন লাভ করি এবং আপনার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো"।

৫। নিম্নের দোয়াটি সকাল- সন্ধ্যায় পাঠ করবেনঃ-

«اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ

৯৭ {দ্রঃ- আত্ তিরমিযী (৩৩৯১)}, (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।।

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

"আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা আংতা, খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাছতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ লাকা বিঝাম্বি, ফাগফিরলি, ফাইন্নাহু লাা ইয়াগফিরুয ঝুনুউবা ইল্লা আংতা"। (এটিকে 'সাইয়্যেদুল ইসতিগফার' বলে)।

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ (মা'বুদ) নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা। আর আমি আপনার সাথে (রুহ জগতে) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (অর্থাৎ আপনাকে আমাদের প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে আপনার উপর, আপনার রাসূলের উপর, আপনার কিতাবের

উপর অটল-অবিচল ঈমান বজায় রাখা।) (আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার সাথে কৃত ওয়াদা (অঙ্গীকার) রক্ষা করছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট (ক্ষতি) থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নে'মত স্বীকার করছি এবং আপনার দরবারে আমার গুনাহের কাজের ও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমায় ক্ষমা করুন, কেননা আপনি ছাড়া গুনাহ (পাপরাশী) কেহই ক্ষমা করতে পারে না"।[৯৮]

সাওয়াব ও ফযীলত ঃ 'যে ব্যক্তি এই ইস্তেগফার সাওয়াবের আশায়, দৃঢ় বিশ্বাসও আন্তরিকতার সহিত সকাল ও সন্ধ্যায় ১ বার পাঠ করবে, যদি সকালে পাঠ করার পর দিনের বেলায় তার মৃত্যু হলে অথবা সন্ধ্যায় পাঠ করার পর রাতের মধ্যে তার মৃত্যু হলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।'(এই ফযীলত টি উপরোক্ত হাদীসেই রয়েছে)।

---

৯৮ {(সহীহ আল বুখারী (৬৩০৬), (আবুদাউদ ৫০৭০), (তিরমিযী ৩৩৯৩) (নাসায়ী ৫৫২২), (ইবন মাযাহ ৩৮৭২)}।

৬। নিম্নের দোয়াটি সকাল - সন্ধ্যায় সর্বমোট ৪ বার পাঠ করবেন ঃ-

« اللهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ».

"আল্লাহুম্মা ইন্নীই আসবাহতু উশহীদুকা ওয়া উশহীদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালাইকাতাকা, ওয়া জামীই খালক্বিকা, আন্নাকা আংতাল্লাহু লা- ইলা-হা ইল্লা আংতা, ওয়া'হদাকা লা শারীইকা লাকা ওয়া আন্না মু'হাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূ-লুকা।"

আর সন্ধ্যার সময়: ('আল্লাহুম্মা ইন্নী আম্ছাইতু উশহিদুকা'....হতে...... ওয়া রাসূলুকা')পর্যন্ত বলবে।

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনার অনুগ্রহে (রাত

অতিক্রম করে) আমি সকালে উপনীত হয়েছি, আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আপনার আরশ বহনকারী ফেরেশতা, ফেরেশেতাকুল এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে সাক্ষী রেখে বলছি ঃ নিশ্চয় আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নাই। আপনি এক, আপনার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আপনার বান্দা ও রাসূল।"[৯৯]

সাওয়াব ও ফযীলত ঃ "যে ব্যক্তি এই জিকরটি সকালে পড়বে ঐদিন যত (ছোট গুনাহ) হবে, আল্লাহ তা'লা সবগুলো মাফ করে দিবেন বা সন্ধ্যায় পড়লে ঐ রাতে যত (ছোট গুনাহ) হবে, আল্লাহ তা'লা সবগুলো মাফ করে দিবেন"। এটি ৪ বার পাঠ করবে।

৭। নিম্নের দোয়াটি সকাল - সন্ধ্যায় পাঠ করবেন ঃ-

---

৯৯ {দ্রঃ- আবূ দাউদ (৫০৭৮) ও নাসায়ী ঃ রাত ও দিনের আমল অধ্যায়ে (১০)}। (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে দাঈফ বলেছেন)।

«اللهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ».

"আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বীই মিন নি'মাতিন আও বি আহাদিম মিন খালক্বিকা, ফামিনকা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ্ শুকরু।"

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আমার সাথে যে নে'মত সকালে উপনিত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, এর সবই এককভাবে আপনার পক্ষ হতে, আপনার কোন শরীক নাই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্র আপনারই জন্য।"

আর সন্ধ্যার সময় ঃ 'মা আসবাহা বীই' এর পরিবর্তে 'মা আমসাা বীই' ....) বলবে।[১০০]

---

১০০ {দ্রঃ- আবূ দাউদ (৫০৭৩) ও নাসায়ী ঃ রাত ও দিনের আমল অধ্যায়ে (৭)}।

সাওয়াব ও ফযিলত ঃ "যে ব্যক্তি এই জিকরটি সকালে ১ বার পাঠ করবে, তার ঐ দিনের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে ও আর সন্ধ্যায় ১ বার করে পাঠ করলে ঐ রাতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে।"[১০১]

৮। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবেনঃ-

«اللهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

"আল্লাহুম্মা আ'ফেনীই ফিই বাদানীই' 'আল্লাহুম্মা আফেনীই ফীই সামঈই, আল্লাহুম্মা আ'ফেনীই ফিই বাচারীই, লা ইলাহা ইল্লা আংতা, আল্লাহুম্মা ইন্নীই 'আউযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাকরি, ওয়া

---

১০১ (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে দাঈফ বলেছেন)।

আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আংতা"[১০২], (الأدب المفرد مخرجا(٧٠١), (عمل اليوم والليلة للنسائي(٥٧٢))।

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে শারিরিক পূর্ণ সুস্থতা দান করুন, আমার শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণ সুস্থ রাখুন। আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ (মা'বুদ) নাই। হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দারিদ্রতা হতে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন সত্য ইলাহ (মা'বুদ) নাই।"

ছওয়াব ও ফযীলত ঃ রাসূলুল্লাহ দোয়াটি সকালে ৩বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে পাঠ করেছেন।

৯। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবেনঃ-

«حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

১০২ (আবূ দাউদ (৫০৯০) ও আহমাদ (২০৪৩০)

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

"হাছবিয়াল্লাহু লা ইলাাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আযীইম।"

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তার উপর ভরসা (নির্ভর) করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।"[১০৩] এই জিকরটি সকাল-সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করা। (আল্লামা আলবানী বলেছেনঃ হাদীসটি বানোয়াট)।

ফযিলাত ঃ "আল্লাহ তা'লা ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দুঃচিন্তা ও উৎকণ্ঠা হতে রক্ষা করবেন।" ফলে, এই জিকর পাঠকারী যাবতীয় দুঃচিন্ত া ও উৎকণ্ঠা মুক্ত থাকবে। আর এই জিকরটি সকালে ৭ বার এবং সন্ধ্যায় ৭ বার পাঠ করতে হবে। (এই ফযীলত টি উপরোক্ত হাদীসেই রয়েছে)।

---

১০৩ (ইবনুস্সুন্নী এই হাদীসটিকে মারফু' (৭১), অন্যদিকে আবূ দাউদ এই হাদীসটিকে মাওকুফ বলেছেন (৫০৮১)।

১০। সাহাবী ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিছের দোয়াটি সর্বদা সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করতেন ঃ

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». [حكم الألباني] : صحيح.

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ দুন্ইয়া ওয়াল আাখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নিই আছআলুকা 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিই দ্বীইনি ওয়া দুনয়াইই ওয়া আহলিই ওয়া মালিই। আল্লাহুম্মাছতুর আওরাাতিই, ওয়া আামিন রাওয়াাতিই,

আল্লাহুম্মাযনিই মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফীই, ওয়া 'আন ইয়ামিইনীই ওয়া 'আন শিমালিই, ওয়ামিন ফাওক্বীই, ওয়া 'আউযু বি'আযামাতিকা আন উগতালা মিং তাহতীই)'[১০৪]

অর্থাৎ : 'হে আল্লাহ! আমি আমার গুনাহ মাফ চাই এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় রোগব্যাধি ও বিপদাপদ হতে আমাকে নিরাপদে রাখুন। হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা, আমার দ্বীনের (ইসলাম ধর্ম), দুনিয়ার, পরিবার পরিজনের এবং সম্পদের নিরাপত্তা। আর আমি আপনার নিকট চাই বিপদাপদমুক্ত জীবন। হে আল্লাহ! আমার দোষত্রুটি গোপন রাখুন, এবং আমাকে ভয়ভীতি হতে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, পিছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে।

১০৪ {দ্রঃ- আবূ দাউদ (৫০৭৪) ও ইবনে মাযাহ)৩৮৭১)}।

আর আপনার বিশালতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের উসীলা দিয়ে আপনার নিকট আমার এই নিবেদন যে, যাতে আমি পায়ের নিচের দিক হতে হঠাৎ (মাটি ধসে বা দেবে গিয়ে) মৃত্যুবরণ না করি, এমন অপমৃত্যু হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই'। (উপরে বর্ণিত ৬ দিক হতে নিরাপত্তা চাই আল্লাহর কাছে)।

১১। আবুবকর (রা:)যখন কে বললেন :ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে শিখিয়ে দিন আমি সকাল সর্বদা সকাল ও সন্ধ্যায় কি পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ এই জিকরটি শিখিয়ে দিলেন ঃ

«اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

'আল্লাহুম্মা 'আলিমিলগাইবি ওয়াশ শাহাদাতী,

ফাতিরাছ ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদি, রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন, ওয়া মালিইকাহু, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা, আউযুবিকা মিং শাররি নাফছীই, ওয়া মিং শাররিশ শায়তান ওয়া শিরকীহি, ওয়া আন আকতারিফা 'ধালা নাফছীই ছুউআন, আও আজুররাহু ইলাা মুছলিম'।[১০৫]

অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ আপনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, আপনি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা।আপনি সকল কিছুর প্রতিপালক, সবকিছুরই মালিক, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহা (মা'বুদ)নাই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিজের উপর ক্ষতিকর কিছুর অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার সহযোগীদের অনিষ্ট থেকে এবং নিজে কোন পাপকাজ (অপরাধ) সম্পাদন করা অথবা জড়িত হওয়া অথবা কোন অপরাধের (পাপের) অপবাদ অন্যায়ভাবে কোন

---

১০৫ (দ্রঃ- আত-তিরমিযী (৩৫২৯, শায়খ বাশ্শারের তাহকীক)) ও আবূ দাউদ (৫০৮৩)}।

মুসলিমের উপর আরোপ করা হতে।' জিকরটি ১ বার করে পড়বে'।

১২। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবেনঃ-

«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ»

"বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামাাই ওয়াহুয়াস সামিউল আলীইম"।[১০৬]

অর্থাৎ ঃ 'শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

ফযিলত :

«مَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ، أَوْ فِي أَوَّلِ لَيْلَتِهِ: بِسْمِ

১০৬ {আবূ দাউদ (৫০৮৮), আত তিরমিযী (৩৩৮৮), ইবনে মাযাহ (৩৮৬৯)ও আহমাদ (৪৭৪)}

اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ»

"যে ব্যক্তি এই যিকরটি সকালে ৩ বার ও বিকালে ৩ বার পাঠ করবে, দুনিয়ার কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। (এই ফযীলত টি উপরোক্ত যিকরটিতেই রয়েছে)।[১০৭]

১৩। অথবা, নিম্নের দোয়াটি সকাল - সন্ধ্যায় পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، »

---

১০৭ {আবূ দাউদ (৫০৮৮), আত তিরমিযী (৩৩৮৮) ও অন্যান্য}

"রাদিইতু বিল্লাহি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলামি দিনাঁও ওয়া বি মুহাম্মাদিন ﷺ নাবিয়্যা"[১০৮]

অর্থাৎ : "আমি আল্লাহকে প্রতিপালক এবং ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নবি ও রাসূল হিসাবে গ্রহন করে সন্তুষ্ট হলাম।"

এই যিকরটি সকালে ৩ বার এবং সন্ধ্যায় তিনবার পড়তে হয়।

ফযিলত : 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৩ বার করে এ যিকরটি পড়বে, আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যায় যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে সন্তুষ্ট করে দিবেন'। (যেমনটি জিকরটিতে বর্ণিত আছে)'।

১৪। অথবা, নিম্নের দোয়াটি সকাল - সন্ধ্যায় পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي

---

১০৮ {আবূ দাউদ, (আত-তিরমিযী, শায়খ বাশ্‌শারের তাহকীক, ৩৩৮৯), আসসুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী (৯৭৪৭)ও মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৬৮)}

شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ» .

উচ্চারণ ঃ 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীইছু, আছলিহ লিই শাানী কুল্লাহ, ওয়ালা তাকিলনীই ইলাা নাফছীই তারফাতা আইনিন'। (দ্রঃ হাকেম (২০০০)এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং এ হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন)।

অর্থ ঃ "হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আপনার রহমতের মাধ্যমে ফরিয়াদ করছি, আপনি আমার সকল কিছু ঠিক করে দিন, চোখের এক পলকের জন্য হলেও আমার দায়িত্ব আমার নিজের উপর ছেড়ে দিবেন না।"

«لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ».(الحاكم : ١٨٥٦)

এই হাদীসে يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ (অর্থাৎ ইসমে 'আযম) দ্বারা দোয়া করা হয়েছে, "ইসমে 'ধাযম দ্বারা দোয়া করলে আল্লাহ তা'লা কবুল করবেন, এবং যাহা চাইবে তাহাই পাইবে।"

এ দোয়াটি সকালে ১ বার এবং বিকালে ১ বার পড়তে হয়।

১৫। অথবা, নিম্নের দোয়াটি সকালে পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

"আসবাহনা 'আলা ফিৎরাতিল ইসলামি, ওয়া 'আলা কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া দ্বীনে নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা মিল্লাতি আবীইনা ইবরাহীমা

হানীফাম-মুসলিমা ওঁয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীইন।'[১০৯]

অর্থাৎ ঃ- "ধাপনার অনুগ্রহে (রাত অতিক্রম করে) ইসলামের ফিৎরাতের উপর আমি সকালে উপনীত হয়েছি, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদেও নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ধর্মেও (দ্বীনের) উপর এবং আমাদেও পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের উপর, তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন, তিনি মুশরিকদেও অর্ন্তভূক্ত ছিলেন না।"

এ জিক্‌রটি রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে এশবার পাঠ করতেন। আমরাও পাঠ করি।

১৬। অথবা, নিম্নের দোয়াটি সকাল - সন্ধ্যায় পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ: "সুবাহাানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী"

(সহীহ মুসলিম)।

---

১০৯ {মুসনাদে আহমাদ (১৫৩৬৭)}।

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

ফযীলত ঃ এতে দুটি ফযীলাত রয়েছে ঃ ১) "তার যাবতীয় গুনাহসমূহ মুছে দেয়া হবে, যদিও গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা বা বুদ বুদ পরিমাণ (অসংখ্য অসণিত) হলেও।"

২) যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার এই তাসবীহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না। তবে, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যিনি অনুরূপ তাসবীহ পাঠ করেছে অথবা তার চাইতে বেশি আমল করেছে।

(১৭) অথবা, নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর"।[১১০]

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

ফযীলতঃ- যে ব্যক্তি দৈনিক এই যিকরটি ১০০ বার পাঠ করবে তার জন্য ৪ টি মহা পুরস্কার রয়েছেঃ-

(ক) সে ১০ জন কৃতদাস মুক্ত করার সাওয়াব পাবে।

(খ) তার আমলনামায় ১০০ টি নেকী লেখা হবে।

(গ) তার ১০০ টি গুনাহ মাফ করা হবে।

(ঘ) ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তানের (অনিষ্ট) হতে নিরাপদে রাখা হবে।

---

১১০ {সহীহ বোখারী (৩২৯৩) ও মুসলিম (২৬৯১)}।

(১৮) অথবা, নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

"আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়াআতুবু ইলাইহি।" (অর্থাৎ : আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, এবং তার কাছে তাওবা করি)।

এ জিকরটি দৈনিক ১০০ বার পড়তে হয়। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম),

«إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "ধামি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট ১০০ বার তাওবা ও ইস্তিগফার করি"।[১১১]

(১৯) অথবা, নিম্নের দোয়াটি সকালে পাঠ করা সুন্নাত ঃ –

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

---

১১১ (ইবনে মাযাহ (৩৮১৫)। আল্লামা আলবানী (রঃ) ইহাকে হাচান ও সহীহ বলেছেন)।

"আল্লাহুম্মা ইন্নিই আছআলুকা ইলমান নাফিয়ান, ওয়া রিজ্‌কান তাইয়্যেবান, ওয়া আমালান মুতাকাব্বালান।"

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনার নিকট চাই উপকারী জ্ঞান, হালাল ও পবিত্র রিয্‌ক, এবং এমন 'আমল যা আপনি কবুল করবেন।"

সকালে ফজরের সালাতের সালাম ফিরানোর সময় এই দোয়াটি পড়তে হয় (দ্রঃ ইবন মাযাহ (৯২৫)উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীস। (হাদীসটি সহীহ ঃ আলবানী রহ.।

(২০) নিম্নের দোয়াটি সকালে পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, 'ধাদাদা খালকিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'ধারশিহী, ওয়া

মিদাাদা কালিমাতিহী"।[১১২]

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর (অসংখ্য) সৃষ্টির সমপরিমান, তাঁর (বিশাল) 'আরশের ওজনের সমপরিমান। তাঁর (অগণিত) বাণী লেখার কালির পরিমান (যা কখনো শুকাবেনা)"।

এ যিকরটি সকালে ৩ বার পড়তে হয়।

(২১) নিম্নের দোয়াটি সন্ধ্যায় পাঠ করা সুন্নাত ঃ-

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

'আউযুবিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব"।

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সৃষ্টির সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে"।[১১৩]

---

১১২ (দ্রঃ- সহীহ মুসলিম (২৭২৬)।

১১৩ (সহীহ মুসলিম (২৭০৮), আত-তিরমিযী (৩৪৩৭), ইবনে মাযাহ (৩৫৪৭), আহমাদ (২৭১২২)।

এ যিকরটি সন্ধ্যায় তিন বার পড়তে হবে।

উপরোক্ত যিকর সমূহের যে কোন একটি যিকির পাঠ করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

অতএব, প্রতিটি ঈমানদার মুসলিমের উচিৎ সকাল-সন্ধ্যায় উপরোক্ত যিকির সমুহ পাঠ করা, যাতে বিশাল পরিমানে সুন্নাতের উপর আমল করা সম্ভব হয়, মেহেরবানী করে সবাই ইখলাসের সহিত আমল করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কবুল কবুন, আামিন।

এ ছাড়াও, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী যেন উপরোক্ত যিকির সমুহের উপর ইয়াকীন রেখে ও দৃঢ় বিশ্বাস করে, ইখলাছের সহিত জিকির সমুহ পাঠ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই যিকির গুলোর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। আর এইভাবে তারা তাদের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে, জীবন বদলে যাবে এবং সমাজকেও বদলে দিতে পারবে। এই আমলগুলো তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে, উপরোক্ত যিকির সমুহের প্রভাবে আমাদের চরিত্র আরো উত্তম এবং সুন্দর আচার ব্যবহারে জীবন আলোকিত হয়ে উঠবে।

মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় পালনীয় সুন্নাতসমুহ

১. সালাম দেয়া-নেয়া ঃ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

অর্থাৎ ঃ- "রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ ইসলামে সবচেয়ে ভাল কাজ হলোঃ খানা খাওয়ানো, তুমি কাউকে চিনতে পারো বা না পারো তবুও সালাম দিবে"[১১৪]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺএর নিকট এসে বললোঃ- "আসসালামু আলাইকুম", রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের জবাব দিলেন, এরপর লোকটি বসলে

---

১১৪ {দ্রঃ-সহীহ আল-বুখারী (১২) ও মুসলিম (৩৯)}।

রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ- ১০ নেকী। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ-"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ", রাসূলুল্লাহ তার সালামেরও জবাব দিলেন, এরপর লোকটি বসলো। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ ২০ নেকী হলো। এরপর আরোএক ব্যাক্তি আগমন করলো এবং রাসূলুল্লাহ কে লক্ষ্য করে সালাম দিলো ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" রাসূলুল্লাহ লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং লোকটি বসলো, এরপর রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ- ৩০ নেকী হলো।[১১৫]

১. পরিপূর্ণ সালাম অর্থাৎঃ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

---

১১৫ (দ্রঃ আবূ দাউদ (৫১৯৫), ইমাম তিরমিযী (২৬৮৯) হাদীসটিকে হাসান বলেছে। আল্লামা আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ)।

না বলে অনেকে শুধু মাত্র السَّلَام বা السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে থাকেন, এভাবে তারা ৩০টি নেকী অর্জন হতে বঞ্চিত রয়ে যায়। আর এভাবে প্রতিটি নেকী সর্বনিম্ন ১০ নেকীতে রুপান্তরিত হয়। যেমনটি কোরআনুল কারীমের সুরা আল-আনয়ামের ১৬০ নং আয়াতে এসেছে ঃ

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ....﴾

এইভাবে প্রতিটি নেকী কে ১০ গুন করে বাড়িয়ে দেয়া হয়।এই ভাবে (৩০×১০) = ৩০০ নেকী তার আমল নামায়, লেখা হয়। তবে, আল্লাহ তা'আলা এর চাইতেও বহুগুন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

২. হে ভাই ! আপনার প্রতি দাওয়াত রলো যে, আপনি সালাম দেওয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলবেন। কেবলমাত্র "আসসালামু আলাইকুম" অথবা "আসসালামু আলাইকুম ওয়া

রাহমাতুল্লাহ” বলেই শেষ করবেন না, বরং “ওয়া বারাকাতুহু” সহকারে বলবেন। পরিপূর্ণ সালামের সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা আপনার আমল নামায় দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি নিজেকে এমন বিশাল সাওয়াব হতে মাহরুম করবেন না। শুদ্ধ ও যথাযথভাবে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করুন।অনেক মুসলমান আজও সালাম দিতে শিখে নাই। অনেক জাহেল মুসলমান (দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জাহেল) কে সালাম দিলে শুধু -وَعَلَيْكُمْ (**ওয়া আলাইকুম**) বলে, অথচ তাদের জানা ফরয ছিল যে, কাফের ব্যক্তি সালাম দিলে জবাবে শুধু وَعَلَيْكُمْ (**ওয়া আলাইকুম**) বলতে হয়। কোন মুসলমান সালাম দিলে শুধু “ওয়া আলাইকুম” বলা ভূল এবং বদঅভ্যাস। দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হলো:

«عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ».(الصحيح البخاري : ٦٠٢٤)

৩. মুমিন ও মুসলিম ব্যক্তি রাতে ও দিনে অনেকবার অপর মুসলমানকে সালাম দিয়ে থাকে। যেমন ঃ- মাসজিদে প্রবেশের সময় মুসল্লিদের উপর

এবং বাড়ীতে প্রবেশ ও বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় বিদায় নেয়ার সময় সালাম দিয়ে থাকে, এছাড়া দেখা সাক্ষাৎ হলে এবং বারবার দেখা সাক্ষাৎ হলেও সালাম দিতে হয়।

৪. কোন মুসলিম ভাই এর নিকট হতে বিদায় নেয়ার সময় পরিপূর্ণ ভাবে সালাম প্রদান করবো, এ কথা আমরা যেন না ভুলি। হাদীসে রয়েছে ঃ

«إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».

(তোমাদের কেউ কোন জনসমাবেশে পৌঁছলে যেন সালাম প্রদান করে, এরপর ঐ জনসমাবেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় ও যেন সালাম প্রদান করে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালামের জন্য যথেষ্ট নয়)[১১৬]

---

১১৬ আবূ দাউদ (৫২০৮) ও তিরমিযী (২৭০৬)

৫. প্রতিদিন ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়া এবং মসজিদে প্রবেশ করা ও বাহির হওয়ার সময় কমপক্ষে ২০ বার সালাম প্রদান করা হয়। আমরা যখন কাজের জন্য বের হই এবং রাস্তায় কারো সাথে যখন সাক্ষাৎ হয়, এবং টেলিফোনে/মোবাইলে কথা বলার সময়ও অনেক বার সালাম দেয়া নেয়া হয়।

২. মুচ্‌কি হাঁসি

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ-

«لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»

অর্থাৎ ঃ- "সামান্যতম ভালো কাজকে ও ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট মনে করোনা, যদিও ঐ ভাল কাজটি হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা"[১১৭]

---

১১৭ {দ্রঃ- সহীহ মুসলীম (২৬২৬)}।

৩.মুসাফাহা (হাত মিলানো)

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ-

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». [حكم الألباني: صحيح].

অর্থাৎঃ- "দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের পর হাত মিলায়, (অর্থাৎ মুসাফাহ করে) তারা উভয়ে তাদের সাক্ষাতের স্থান হতে বিদায় নেয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দেন"।[১১৮]

আল্লামা নববী বলেন ঃ- "প্রত্যেক বার সাক্ষাতের সাথে মুসাফাহ করা মুস্তাহাব"।

অতএব, সালাম দিয়ে মুচকি হাসি মুখে মুসাফাহ করুন। এভাবে আপনি ৩টি সুন্নাত একই সময়ে আদায় করতে পারলেন।

১১৮ {দ্রঃ- আবূ দাউদ (৫২১২), আত-তিরমিযী (২৭২৭) ও ইবনে মাযাহ (৩৭০৩)}।

৪.ভালো কথা বলা

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء: ٥٣)

অর্থাৎঃ-"আর আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে, নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধায়, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরা আল ইসরা : ৫৩)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ-

«الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»

অর্থাৎঃ- "উত্তম / ভালো কথা বলা সাদাকাহ"[১১৯]

---

১১৯ (বুখারী৮ /১১)ও (মুসলিম)।

এখন উত্তম বা ভালো কথা বলতে কি বুঝায়?

ভালো কথা হলো ঃ- যে কোন যিকির, দোয়া, সালাম দেয়া-নেয়া, এবং সত্য প্রশংসা, আলাহর প্রশংসা, উত্তম ও উন্নত চরিত্র, আচার ব্যবহার বা উত্তম / ভাল কথাবার্তা, দ্বীনি আলোচনা, প্রশংসনীয় এবং সুন্দর আদাব (শিষ্টাচার) ও সুন্দরতম সকল কাজকর্ম।

উত্তম বা ভাল কথাবার্তা মানুষের মধ্যে জাদুর মত কাজ করে, মানুষের রুহ কে আনন্দ দেয় এবং আত্মার মধ্যে প্রশান্তির শীতলতা ঢুকিয়ে দেয়।

উত্তম বা সুন্দর কথাবার্তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপনার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত নূর (আলো), হেদায়েত (সঠিক পথ) এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণতা রয়েছে।

অতএব, আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার সারা জীবনকে ভাল কথাবার্তা দ্বারা সাজিয়ে নিয়েছেন কি ? এবং সুন্দর আচার ব্যবহার দ্বারা জীবন পরিচালনা করতেছেন কি ? আপনার স্বামী, স্ত্রী, সন্ত

নরা, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবগণ, এবং আপনার বাসা বাড়ীর কাজের লোক বা মেয়ের সাথে আপনি কি সুন্দর আচার ব্যবহার করেছেন? যারা আপনার নিকট হতে সুন্দর ও উত্তম কথাবার্তা আশা করে।

খাদ্য গ্রহণের সময় করণীয় সুন্নাতসমূহ

খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও খাদ্য গ্রহণের সময় করণীয় সুন্নাতসমূহ ঃ-

৮. বিছমিল্লাহ বলা।

৯. ডান হাত দ্বারা খাওয়া।

১০. খাদ্য গ্রহণকারী পাত্রের নিজের দিক হতে শুর"করা।

এ সুন্নাত সমূহের দলীল হল ঃ- সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর বিন আবূ সালমাকে পানাহারের আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন-

«يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

অর্থাৎঃ- "হে বালক, তুমি বিসমিল্লাহ বল, এবং ডান হাতে খাও, এবং তোমার পাত্রের তোমার দিক হতে শুর"করো।"[১২০]

এই নিয়মটি সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য চিরাচরিত ইসলামী বিধান।

১১. হাত হতে লোকমা বা খাদ্য পাত্রের বাইরে পড়ে গেলে যদি অপরিস্কার হয়ে যায়, তবে পরিস্কার করে খাওয়া ঃ-

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ  বলেন ঃ

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ،

১২০ (সহীহ মুসলিম ২০২২)।

فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".

অর্থাৎঃ- “শয়তান তোমাদের সকল কাজের সময় হাজির হয়, এমনকি খাওয়ার সময়ও। তোমরা হাত হতে লোকমা বা খাদ্য পড়ে গেলে, যদি ময়লা লেগে যায় তবে ময়লা দূর করে নিবে এরপর তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলবে, শয়তানের জন্য রেখে দিবেনা।”

১২. তিন আঙ্গুলি দ্বারা খাদ্য গ্রহণ ঃ-

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا».

অর্থাৎঃ “রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুলী দ্বারা খানা

খেতেন, এবং আঙ্গুল চেটে খেতেন।"[১২১] এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রায় সব সময়ের অভ্যাস। আর এটাই উত্তম। তবে, প্রয়োজন হলে এর ব্যতিক্রম ও হয়।

খাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত বসারদুটি সুন্নাত পদ্ধতি ঃ-

১. দুই হাটু এবং দুই পায়ের পিঠের উপর নতজানু হয়ে বসা।

১৩. ডান পা খাড়া করে, বাম পায়ের উপর বসা।।

(হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানী "ফাতহুল বারী" তে ২য় পদ্ধতিটিকে মুস্তাহাব উল্লেখ করেছেন)।

খানা খাওয়ার পর করণীয় সুন্নাতসমূহ

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পর হাতের আঙ্গুলসমূহ এবং প্লেট লেহন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১২১ (সহীহ মুসলিম)২০৩২)।

এরপর তিনি আরও বলেছেন ঃ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ».

অর্থাৎ ঃ- "বরকত কোথায় রয়েছে তা তোমরা জানোনা।"[১২২]

১৫. খাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় "আলহামদুল্লিাহ" বলা। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»

অর্থাৎ ঃ- "বান্দা যখন খাদ্য গ্রহণ করে আল্লাহ

---

১২২ দ্রঃ- সহীহ মুসলিম ২০৩৩

তা'আলার প্রশংসা করলে, তিনি বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"[১২৩]

১৬. আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়া গ্রহণের পর নিয়মিত বলতেন ঃ

«الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ»

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আত'আমানি হাযা ওয়া রাযাকানি-হি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নিই ওয়ালা কুউয়্যা।"

অর্থাৎ ঃ- "সমস্ত প্রশংসা ঐ আলাহ ত'আলার জন্য যিনি আমাকে খাওয়াইয়াছেন এই খাদ্য এবং আমার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে এই রিজ্‌ক দিয়েছেন "।

---

১২৩ সহীহ মুসলিম ৭১০৮

১৭. এই দোয়ার ফজিলত ঃ- যে ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করবে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

«غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [حكم الألباني] : حسن.

"আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন "।[১২৪]

১৮. অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেহ দিন - রাতে মোট ৩ বেলা খানা খায়, খাওয়ার আগে-পরে দৈনিক কমপক্ষে ১৫ টি সুন্নাত পালন করতে হয়। আর যদি এই ৩ বেলার পাশাপাশি মাগরিবের পর বা আসরের পর অথবা অন্য সময়ে হালকা খাবার গ্রহণের অভ্যাস কারো থাকে, সেক্ষেত্রে তার ১৫ টির চাইতেও অধিক সুন্নাত পালন করতে হয়।

---

১২৪ {আবূ দাউদ (৪০২৩), আত-তিরমিযী (৩৪৫৮), ইবনে মাযাহ (৩২৮৫), আল্লামা আলবানী (রঃ) ও ইহাকে হাচান বলেছেন)}। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাযার আল আসকালানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

পানীয় গ্রহণের সময় করণীয় সুন্নাতসমূহ

১৯. বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

২০. ডান হাতে পান করা। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ

«يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

অর্থাৎ ঃ- "হে বৎস! তুমি বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে পানাহার কর, এবং তোমার দিক হতে পানাহার শুর"কর।"[১২৫]

২১. পান করার সময় পান পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা, ৩ বার হালকা নিশ্বাস ফেলে পান করা অর্থাৎ একেবারে পান করবে না।

«كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب مرة واحدة».

অর্থাৎ ঃ- "রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার হালকা

---

১২৫ {সহীহ আল-বুখারী ঃ ৫৩৭৬}।

নিঃশ্বাস ফেলে পান করতেন"।[১২৬]

২২. বসে পান করা। হাদীসে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» (صحيح مسلم)

অর্থাৎ ঃ- "তোমাদের কেউ যেন দাড়িয়ে পান না করে, যদি ভূলে করে, সে যেন বমি করে ফেলে দেয়"[১২৭]

২৩. পান করার পর বলুন: الْحَمْدُ لِلّٰهِ "আলহামদুল্লিাহ"(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ

---

১২৬ {দ্রঃ- সহীহ মুসলিম)}।

১২৭ {দ্রঃ- সহীহ মুসলিম (২০২৬)}।

فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» .

অর্থাৎ ঃ- "বান্দা যখন খাদ্য গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে, তিনি বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তদ্রুপ পানীয় গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে, তিনি ঐ বান্দার উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে যান"।[১২৮]

২৪. পান করার বিষয়ে প্রত্যেহ দিবারাত্রিতে কমপক্ষে ২০ টি সুন্নাত পালন করতে হয়। কখনো কখনো সুন্নাত আরো বেড়ে যায়, যখন আমরা যাবতীয় ঠান্ডা ও উষ্ণ কোমল পানীয় গ্রহণ করি। অনেক মানুষ এসব সুন্নাতের ব্যাপারে গাফিল, তাই, আমরা যেন গাফেল না হই, বরং এগুলো পালনে যেন সর্তক থাকি।

---

১২৮ {দ্রঃ- সহীহ মুসলিম (২৭৩৪)}।

নিজ ঘরে নফল সালাত আদায়

২৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ-

«فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ»

অর্থাৎ ঃ-"কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম হচেছ তার ঘরে নামায আদায় করা, তবে ফরজ নামায ব্যতীত"।[১২৯]

২৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ-

«صلاة الرجل تطوعاً حيث يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين».

অর্থাৎ ঃ- "মানুষের মাঝে (মসজিদে) নফল সালাত আদায় করার চাইতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে

---

১২৯ {সহীহ আল-বুখারী (৬১১৩) ও মুসলিম শরীফ (৭৮১)}।

(অর্থাৎ নিজ গৃহে) নফল নামায আদায় করার সাওয়াব ২৫ গুণ বেশী"।[১৩০]

২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে বলেন ঃ- "মানুষের মাঝে (অর্থাৎ মাসজিদে) নফল সালাত আদায় করা অন্যদিকে নিজ বাড়ীতে (অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে) নফল নামায আদায় করা উভয়ের সাওয়াবের তুলনা যেমন নফল সামাযের সহিত ফরয নামাযের সাওয়াবের তুলনা, অর্থাৎ ফরয নামাযের সাওয়াব ও মর্যাদা যেমন অতুলনীয়, তেমনি নফল মসজিদে না পড়ে বরং বাড়ীতে নফল নামাজ পড়ার সাওয়াব ও ফযিলত তেমনি অতিশ্রেষ্ট ও তুলনীয়"।[১৩১]

২৮. এভাবে ফরয নামাযের আগে ও পরে

---

১৩০ {দ্রঃ মাসনাদে আবি ইয়ালা, (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)}।

১৩১ (দ্রঃ- আততাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন)

পালনীয় সুন্নাত সমুহ (যেগুলোকে সুনান-ই রাতিবা বলা হয়), চাশতের (অর্থাৎ আউয়াবিনের) নামায, বিতরের নামায, রাতে ও দিনে বারবার আদায় করতে হয়, এসব সুন্নাত নামায যেন আমরা নিজ বাড়ীতে আদায় করে বিশাল সাওয়াব লাভ করি এবং সুন্নাত মাফিক 'আমল হয়ে যায়।

বাড়ীতে নফল নামায আদায় করলে কি কি দ্বীনি উপকার রয়েছেঃ

২৯. পরিপূর্ণ বিনম্রতা (خُشُوع), একনিষ্টতা (إِخْلَاص), একাগ্রচিত্ততার সাথে নামায আদায় করা সম্ভব হয়, এবং রিয়া (ইবাদতে লোক দেখানো ভাব) আসেনা।

৩০. বাড়ীতে এই নফলের কারণে রহমত নাযিল হয়, এবং বাড়ী হতে শয়তান দূর হয়।

৩১. দ্বিগুন হতে বহুগুন সাওয়াব হাছিল করা যায়, যে ভাবে মসজিদে ফরয নামায আদায় করলে বহুগুন সাওয়াব পাওয়া যায়।

বৈঠকে বা মিটিং (মজলিস) হতে উঠার সময় পালনীয় সুন্নাত

৩২. মজলিস (বৈঠক) হতে উঠার সময় এই জিকিরটি পাঠ করা সুন্নাত। এটিকে কাফফারাতুল মাজলিস ও বলা হয়। জিকিরটি হলো ঃ-

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুউবু ইলাইকা।"[১৩২]

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি

---

১৩২ {আসহাবুস সুনান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন), (আবূ দাউদ ঃ ৪৮৫৯) (তিরমিযী : ৩৪৩৩)}।

ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা চাই, এবং আপনার নিকট তাওবা করছি"।

দিনে ও রাতে আমরা অনেক বার অনেক স্থানে জমায়েত হয়ে আড্ডা দিয়ে থাকি। এমন আড্ডাস্থলের কিছু উদাহরণ হল ঃ-

৩৩. অধিকাংশ মানুষই তিন বেলা পানাহার করে, আর এ জন্য সে কখনো একা, আবার কখনো জামায়াতবদ্ধ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে এবং তাদের মাঝে অনেক কথাবার্তা হয়।

৩৪. আপনার কোন বন্ধু বা প্রতিবেশী বসাবস্থায় আপনার সাথে কথা বলছে, আর আপনি দন্ডায়মান অবস্থায় কথা বলছেন।

৩৫. আপনার সহকর্মী বা সহপাঠি এবং আপনার কর্মস্থলের সাথী, যার সাথে একই অফিসে কর্মরত আছেন, অথবা ক্লাসরুমে একই সাথে বসে আছেন;

৩৬. স্ত্রী, সন্তান, যাদের সাথে আপনি একজায়গায়

বসে কথাবার্তা বলছেন, আর তারাও আপনার সাথে সত্যঘটনা বা আষাঢ়ে গল্প করছে।

৩৭. গাড়ীতে বসা আছে আপনার সাথে আপনার স্ত্রী, অথবা বন্ধুসহ গাড়ীতে কোথাও যাচ্ছেন, এমতাবস্থায়।

৩৮. কোন মিটিং, বৈঠকস্থল, পার্লামেন্ট (জাতীয় সংসদ) এবং ওয়াজ মাহফিলে বা শিক্ষাদান কেন্দ্রসহ উপরোক্ত সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় মিটিং, বৈঠকস্থল হতে উঠার সময় আপনি এই জিকর পড়ুন। এভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে আপনার সার্বজনীন সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে। যখন আপনি উক্ত মজলিশ, বসার স্থান, পাঠদানের স্থান, গাড়ীর সিট, বনেট, আলং, পালং, সোপা, খাট, পিড়ি ইত্যাদি যাবতীয় স্থান থেকে উঠে দাড়ানোর সময় উপরোক্ত জিকরটি পড়বেন। জিকরটির নিগুঢ় রহস্য : "সুবহানাকা আল-াহুম্মা ওয়া বিহামদিকা" অর্থ ঃ- "পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ, আপনার প্রশংসার সহিত।"এর সঙ্গে সঙ্গে

আপনি তাওবা ও ইস্তিগফারকে নবায়ন করার জন্য বারবার পড়লেন : "আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুউবু ইলাইকা" অর্থ ঃ- "আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং তাওবা করছি।" আর আপনি যখন "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা"বললেন ঃ তখন যেন মাত্র এক দিনে বহুবার আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদকে স্বীকার করে নিলেন।

এভাবে পুরো দিনই (২৪ ঘণ্টা) আপনি আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ এর স্বীকারোক্তি ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা এবং তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে সারাদিনের মধ্যে হওয়া যাবতীয় গুনাহ, ভুল ত্রুটি মাফ চেয়ে নেয়ার সুযোগ পেলেন। এটি একটি অপূর্ব ও সূবর্ণ সুযোগ।

আমাদের দেশের অনেক সামাজিক পার্টি/ রাজনৈতিক পার্টির মিটিং হয়, তাদের দলের প্রধানসহ অধিকাংশই মুসলমান হওয়া সত্বেও তাদের মিটিং এর শুরুতে বিসমিল্লাহ বললেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ একেবারেই পড়া হয়না এবং শেষে আল্লাহর নামও একেবারেই নেয়া হয়না, হাদীসেবর্ণিত জিকরের/দোয়ার কিছুই ঐ মিটিং এ পড়া হয়না, বরং এ সব রাজনৈতিক সমাবেশে এমন অবস্থা বিরাজ করে, মনে হয় তারা যে মুসলমান, একথা সবাই ভূলেই গেছে বেগানা নারী পুরুষ এসব সমাবেশে মিলে মিশে এশাকার হয়ে যায়, (নাউজুবিল্লাহ)।

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ». [حكم الألباني] : صحيح.

অর্থাৎ ঃ- "কোন জনগোষ্ঠী কোন সমাবেশে বসেছে অথচ আল্লাহর জিকর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করেনি, এই সমাবেশ তাদের জন্য (হাশরের দিন) আফসোস,

দু:খ-কষ্ট ও লজ্জার কারণ হবে। আল্লাহ তাদেরকে সাজা ও দিতে পারেন, মাফও করে দিতে পারেন।"[১৩৩]

ভন্ডদের মাজারেও এমন দেখা যায়। বর্তমানে অনেক পীর অথবা দলের নেতারা তার মুরিদকে/কর্মীকে আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, হাদীসমাফিক জিকির শিক্ষা দেয়না, অনেক কমী ও মুরিদের মাথা গরম, বড়-ছোট ভেদাভেদ করে কথা বলতে শিখায়নি।অন্যেকে মুসলমানই মনে করেনা। ছোটমন নিয়ে থাকে। মোটকথা, পীর জানেইনা যে, মুরিদ কোথায় চলছে? কি করছে? মুরিদের নামের লিষ্ট নেই পীরের দরবারে। মুরিদ পীরের কাছে বয়াত হয়, পীরের কাছে যাতায়াত করে।। পীর যদি মুরিদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা ইত্যাদি খতিয়ে দেখতে লিষ্টমাফিক গ্রামে গিয়ে অথবা গোপনে লোক পাঠিয়ে মানুষের নিকট হতে খবর নিতো, তাহলেই,

১৩৩ (তিরমিযী, ৩৩৮০)। হাদীসটি সহীহ (আলবানী রঃ)।

মুরিদেরগোমর ফাঁক হয়ে যেত।আমাদের এই আলোচনা একথা প্রমাণ করার জন্য যে, ভন্ড পীর যেমন রয়েছে, তেমনি ভন্ড মুরিদ ও আছে। খারাপ লোককে মুরিদ করার কারণে পীরেরই দূর্ণাম হচ্ছে। অথচ পীর তা খতিয়ে দেখছেনা। মুরিদের কাজের জন্য পীরকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।{প্রমাণ} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ-

«كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

"তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক

(তত্ত্ববধানকারী), তোমাদের অভিভাবকত্ব সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[১৩৪]

তবে, ফার্সী 'পীর' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আলেম' 'উস্তাদ', শিক্ষক, বলাই সঠিক।

এই সুন্নাতটি পালন করলে কি কি ফল পাওয়া যায়?

৩৯. যে বৈঠক বা মাজলিস হতে তারা উঠেছেন, এ জিকির পাঠের কারণে এই বৈঠকে যত গুনাহের কথা বা কাজ হয়েছে সব কিছুই মাফ হয়ে যাবে। (যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে)।

৪০. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ- বন্ধু বান্ধবের সাথে ইজতেমা দু'প্রকার ঃ-

---

১৩৪ (সহীহ আল-বুখারী, ২৫৫৪)। সে অনুযায়ী, পীর মুরিদের অভিভাবক (তত্ত্ববধানকারী)।

১. অভ্যাসগত মনের টান এবং সময় কাটানোর জন্য মানুষ পরস্পর একত্রিত হয়, আড্ডা দেয়, এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যানই বেশী আসে (ক্ষতির দিক বেশী)। কারণ, কোনরকম ফায়েদা ছাড়াই আল্লাহর দেয়া নে'মত "সময়"কে নষ্ট করা হয় খোশগল্পে, গিবতে(পরর্চচায়), বেহুদা কথায়। এতে অন্তর ভাল কাজের প্রতি আর আগ্রহী হয় না। বরং অন্তর বরবাদ হয়ে যায়, এবং সময় ও অযথা নষ্ট হয়। (আপনার জীবনের সময় কোথায় কাটিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে)।

২. আখেরাতে কিভাবে নাজাত লাভ করা যায়? এই পন্থা বের করতে একজন অপর জনকে সহযোগিতা করা এবং সত্যে পথ গ্রহণ ও সহীহভাবে আমলের উপদেশ (অছীয়ত) করার জন্য জমায়েত (একত্রিত) হওয়া। এটা সবচেয়ে বড় দামী মিটিং এবং সবচেয়ে বেশী উপকারী।

সর্বদা সাওয়াবের (নেকের) নিয়ত করা

অর্থাৎ ঃ- (যে কোন স্বাভাবিক কাজ নেকী লাভের নিয়তে করবেন)।

জেনে রাখুন! আপনার ঘুম, খাওয়া-পান করা, রিজ্‌কের সন্ধানে কাজ করা সহ যাবতীয় দুনিয়াবি স্বাভাবিক কাজ কর্ম (যেগুলিকে আমাদের শরীয়তে মুবাহ বলাহয়) সেগুলো করার সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের নিয়ত করুন। তাহলেই যে কোন স্বাভাবিক কাজকর্ম করেই আপনি অসংখ্য অগনিত নেকী লাভে সক্ষম হবেন এবং আপনার যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকর্ম ইবাদতে পরিনত হয়ে যাবে।

কেনেনা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى......»

অর্থাৎ ঃ- "যাবতীয় কর্মের সাওয়াব নিয়ত অনুযায়ী হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত (মনের ইচ্ছা) করে, তাহাই পাবে"।[১৩৫]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঃ-

ফজরের নামায অথবা শেষরাতে উঠে নামায পড়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি এশার নামাযের পর রাত না জেগে তাড়াতাড়ি ঘুমায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির ঘুম ইবাদতে পরিনত হবে, অর্থাৎ তার এই তাড়াতাড়ি ঘুমানোর জন্য (সে যতক্ষন ঘুমের মধ্যে থাকে) ততক্ষন তার আমল নামায় সাওয়াব লেখা হবে। যদিও ঘুম একটি মুবাহ কাজ ও দুনিয়াবী স্বাভাবিক কর্ম, তবুও ভাল নিয়ত ও নামাযের ঠিক সময়ে যাতে জাগতে সক্ষম হয়, আপনি এই নিয়ত করে তাড়াতাড়ি নিদ্রা যাওয়াতে আপনার এই নিদ্রা বা ঘুমের জন্য

---

১৩৫ (সহীহ বুখারী (১) ও মুসলিম শরীফ (১৯০৭)।

আপনি সাওয়াব পেলেন। যদিও ঘুম কোন ইবাদত নয়। তবুও নেক নিয়তের কারণে আপনাকে সাওয়াব দেয়া হল। এভাবে অন্যান্য যাবতীয় স্বাভাবিক দুনিয়াবী মুবাহ কাজকর্মও তদ্রুপ, আপনি যদি নেক নিয়াত করে এসব কাজ-কর্ম করেন (ইবাদতের নিয়তে বা সাওয়াবের আশায়) তাহলে আপনি সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন (ইনশাল্লাহ)।

একটি ইবাদতের সাথে আরও কয়েকটি ইবাদত করার সুযোগ

- যারা সময়ের প্রতি যত্নবান ও সময়কে বিনিয়োগ (ইনভেষ্ট) করেন, তারাই কেবল এক সময়ে একাধিক ইবাদতে তাদের মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ঃ-

১. মসজিদে (হেঁটে বা গাড়ীতে) যাওয়া একটি

ইবাদত। এই ইবাদতে রয়েছে বিশাল ছাওয়াব। এস্থলে ২ বা তদোর্ধ ইবাদত করা যায় ঃ-

(ক) আপনি মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন, এটি একটি ইবাদত।

(খ) অপরদিকে চলতে চলতে আলাহ তা'আলার জিকর করলেন (অর্থাৎ মসজিদে যাওয়ার পথে চলতে চলতে যে জিকরটি রাসূলুল্লাহ করতেন, তা পাঠ করলেন, অথবা তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর বা তাহলীল পাঠ করতে করতে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন, এতে ২টির বেশী ইবাদত একই সঙ্গে একই সময়ে একটি ইবাদতের সাথে পালন করে বিশাল সওয়াবের মালিক হতে পারলেন।

২. কোন ওয়ালীমা বা বিবাহোত্তর বৌ-ভাত প্রোগ্রাম (যে ওয়ালীমাতে হারাম বা নাজায়েজ কাজ হয় না) এমন অনুষ্ঠানে কোন মুসলমান ভাই হাজির হলেন এস্থলে ২ বা তদোর্ধ ইবাদত করা যায় ঃ-

(ক) ওলীমা অনুষ্ঠানে হাজির হওয়াটা একটি ইবাদত।

(খ) ওলীমা অনুষ্ঠানে আপনি যতক্ষন রয়েছেন, ততক্ষন মানুষের মাঝে ইসলামের বিভিন্ন আহকামও দিক আলোচনা করতে পারেন এবং আল্লাহর দ্বীনে পরিপূর্ণ ভাবে মানুষ যাতে এসে যায়, সে জন্য দাওয়াতী কাজ করে যান অথবা আপনি অধিক পরিমানে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্ল-াহ, আলাহু আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তে পারেন। এতে একটি ইবাদত করতে এসে আপনি একাধিক ইবাদত করে আপনার মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে সক্ষম হলেন এবং এক সময়ে বহু ইবাদতে সময় দিতে পারলেন। এভাবে জন্য বহু নেকী ও অফুরন্ত সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন (ইনশাল্লাহ)।

অথবা, ওয়ালীমাতে যদি গুনাহের কাজ হয় তাতে বাধা দিলেন (যদি আপনার কথা তারা মান্য করে) তাহলে ঐ ওলীমাতে আপনার যাওয়া ওয়াযিব। এতে আপনি অসংখ্য সাওয়াব পাবেন এবং আপনার দায়িত্ব ও আদায় হয়ে যাবে।

৩. স্ত্রী কর্তৃক গৃহের যাবতীয় কাজ করা একটি এবাদত, তার জন্য রয়েছে সাওয়াব। যদি বাড়ীর কাজ করার সময় এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে, "আমি এই কাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করিতেছি।" ভাল নিয়ত বা মনের নেক আশা পোষণ করার কারণে এই সাংসারিক দুনিয়াবী কাজটিও ইবাদতে পরিণত হল। ঠিক একই সময়ে স্ত্রী অন্যান্য নেকীর আমল ও করতে পারেন। যেমনঃ বিভিন্ন জিকিরে অর্থাৎ তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্ল-াল্লাহ, আলাহু আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে পড়তে) সময় ব্যয় করে এক সময়ে একাধিক সওয়াবের আমল করতে পারেন। অথবা স্ত্রি তার সাংসারিক রান্নাবান্না, সেলাই, অফিসের কাজ, ইত্যাদি কাজের সময় যে কোন একটি কোরআন-হাদীসের বয়ান সম্বলিত ইসলামী ওয়াজের ক্যাসেট অথবা উপকারী জ্ঞানের যে কোন ক্যাসেট শুনতে পারেন, এর দ্বারা তিনি সাওয়াব পাবেন।

প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে কোন মাজলীসে (বৈঠকে) বসলে তিনি ১০০ বার বলতেন:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». [حكم الألباني] : صحيح.

(রাব্বিগ ফিরলিই ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত তাউয়াবুর রাহি-ম)।[১৩৬]

অতএব, হে সুপ্রিয় মুসলিম ! আপনি লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিভাবে একই সময় দু'টি ইবাদত করেছিলেন? এটা ও উম্মতের জন্য শিক্ষা। তিনি একই সময় যে দু'টি ইবাদত করেছিলেন, তা হল :

- আলাহ তা'আলার জিকর করতেন ও তার নিকট ইস্তিগফার (ক্ষমা) চাইতেন।

---

১৩৬ {দ্রঃ- ইবনে মাযাহ (৩৮১৪) আবূ দাউদ (১৫১৬) ও তিরমিযী} ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ- হাদিসটি সহীহ।

- তার সাহাবীদের সাথে বসতেন এবং তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার জিকির করা

১ আল্লাহর ইবাদতের মূল ভিত্তিই হলো ঃ- আল্লাহর জিকির, কেননা সকল সময়ে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্কের আলামত বা (নিদর্শন) হলো জিকর। আইশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ-

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»

অর্থাৎ ঃ- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার জিকর করতেন"[১৩৭]

---

১৩৭ {সহীহ মুসলিম৩৭৩))}।

অতএব, আল্লাহর সহিত সর্বদা সম্পর্ক রাখাই জীবন, বিপদ-আপদ, সুস্থ্য, অসুস্থ্য সকল অবস্থায় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার মধ্যেই নাজাত রয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের মধ্যেই রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টি ও দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আর আল্লাহ তা'আলা হতে দূরে থাকলে আপনি হবেন পথভ্রষ্ট ও উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্থ।

২ মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য কারী জিনিস হলো ঃ- জিকির। কারণ মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহর জিকির করে।

প্রশ্নঃ জিকির কি শুধু আল্লাহ, আল্লাহ বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

উত্তরঃ- না, কখনোই না। বরং সংক্ষেপে বলা যায় যে, জিকির হলোঃ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, আল্ল-াহু আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সকাল-সন্ধ্যায়, বাড়ীতে, মসজিদে, মসজিদে যাওয়ার সময়, অযু করার পরে, নামাযের পর, ইত্যাদি পবিত্র বাক্য সমুহ, যে গুলি পাঠ করার জন্য আমাদেরকে

আল্লাহ তা'লা ও রাসূলুল্লাহ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তবে আল্লাহ, আল্লাহ জিকির, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদিও জিকিরের অর্ন্তভূক্ত। আমরা দেখি যে, আমাদের দেশের মানুষগণ সব সময় শুধু এই ২/৩ টি জিকিরই করে থাকে, উপরে বর্ণিত জিক্‌র (তাসবীহ্) গুলোর আমল অনেকের কাছেই নাই।আমার এই কিতাবটি লেখার অন্যতম কারণ হলো : মানুষকে আল্লাহর জিকির শেখানো। আমরা আরও দেখি যে, আমাদের দেশের কিছু জাহেলের অপরাধ হলো ঃ জিক্‌র করতে করতে মৃগী রোগীর মত নাচানাচি করা, হুইসাল দেয়া, চিল্লাচিল্লি (চিৎকার) করা। তা ছাড়া জিকির কলবে জারী করার বিষয় ও নহে, (ভ্রষ্ট দেওয়ানবাগী নাকি কলবে জিকির জারী করে দেয়!?)। রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবীদের কালবে জিকির জারী করে দিয়েছেন, এমন কোন কথা কোরআনে, হাদীসে এমনকি ৪ টি বিখ্যাত মাযহাবের ইমামদের কোন কিতাবে ও নাই। অথচ দেওয়ানবাগী, ভান্ডারী, আটরশিসহ অন্যান্য ভন্ডরা তাদের মুরিদদের কলবে হাত দিয়ে জিকির জারীর নামে ভূয়ামি করে থাকে,

মুরিদদের কলবে আয়না বসিয়ে দেয়, এমন বেহুদা কাজ হতে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন। (আমি-ন)

৩ জেনে রাখুন .....শয়তান কোন মানুষের উপর আছর করে না। তবে, যখন মানুষ আল্লাহর জিকির পরিত্যাগ করে, তখনই মানুষটির মধ্যে শয়তানী আছর লেগে তাকে পাগল বানিয়ে ফেলে।

অতএব, আল্লাহর জিকিরই এমন একটি সুদৃঢ় বা অপ্রতিরোধ্য দূর্গ, যার প্রাচীর হচ্ছে সুদৃঢ়। শয়তান কখনোই তা ভেদ করে মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। এবং শয়তানের চক্রান্ত সেখানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

[বিঃ দ্রঃ- শয়তান ভালবাসে মানুষ যাতে আল্লাহর জিকির ভুলে থাকে]।

৪. ইহকালও পরকালের সৌভাগ্য অর্জনের পথ হলো ঃ জিকির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾(٢٨)

অর্থাৎ ঃ- "যারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তরসমুহ শান্তি পায়"[১৩৮]

৪ জিক্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঃ এটি সদা-সর্বদা করতে হবে। হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আরব বেদুঈনকে উপদেশ দিলেন ঃ

«لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

অর্থাৎ : "আল্লাহর জিকর দ্বারা সর্বদা তোমার জিহবাকে ভিজিয়ে রাখবে"।[১৩৯]

জান্নাতবাসীগণ কোন কিছুর জন্যই আফসোস করবেন না। হ্যাঁ, তবে সে সময়টুকুর জন্য আফসোস করবেন ; যে সময়টুকু তাদের দুনিয়ার জীবনে জিকির ছাড়া কেটেছে।

---

১৩৮ (আর-রা'দ ঃ ২৮)।

১৩৯ {ইবনে মাযাহ (৩৭৯৩)}। (আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে "সহীহ" বলেছেন)।

সদা-সর্বদা জিকির করা মানে সদা-সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন ঃ- ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, হায়েজগ্রস্থ, সন্তান প্রসবকারিণী মহিলা এবং যে কারণে গোসল ওয়াযিব হয়, এমন অপবিত্রতা রয়েছে (এমন মহিলা-পুরুষ), আর যে কারণে শুধু অযূ ওয়াযিব হয় এমন অপবিত্রতা রয়েছে (এমন মহিলা-পুরুষ), অন্তরে (মনে মনে/নিঃশব্দে) অথবা আওয়াজ করে আল্লাহর জিকির (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুরুদ পড়তে পারেন। এমনকি দোয়া ও করতে পারবেন। কিন্তু পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে করতে পারবেন কিনা, এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকর (স্মরণ) করে, আল্লাহ তা'আলা ও ঐ ব্যক্তিকে স্বরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ-

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .... ﴾.

অর্থাৎ ঃ- "অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো...." (সুরা আল বাকারা ঃ ১৫২ নং আয়াতাংশ)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ-

«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে সে জীবিত, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করেনা, সে মৃত।[১৪০]

পৃথিবীর রাজা বাদশাদের একজন যদি কোন মানুষের কথা তার রাজ দরবারে আলোচনা করে এবং

১৪০ [সহীহ আল-বুখারী ৬৪০৭]

তার প্রশংসা করে, তাহলে সে সীমাহীন খুশি হবে, তাহলে যিনি রাজাদের রাজা (রাজাধিরাজ, ম্যালিকুল মুল্‌ক) তিনি আল্লাহ তা'আলা যদি তার এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দরবারে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা সুচক আলোচনা করেন, তাহলে তার খুশীর আর কি কোন সীমা থাকার কথা ? অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির খুশীর কোন অন্ত থাকবে না।

২. গাফেল/অন্যমনস্ক অন্তর (কালব) নিয়ে আল্ল-াহর তা'জীম (শ্রেষ্ঠত্ব) উপলব্ধি না করে গাফেল (অন্যমনস্ক) হয়ে, যে কোন শব্দ বা বাক্যকে বারবার মুখে এনে জোরে চিল্লাপাল্লা করার নাম জিকির নয়, বরং জিকিরে কি বলিতেছে, তাহা মাথায় থাকতে হবে। এর সাথে সাথে যে বাক্য দ্বারা জিকির করিতেছে, ঐসব বাক্যের অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জিকির করবেন। (আজকাল বিভিন্ন মাজারে জিকরের নামে লাফালাফি, চিল্লাপাল্লা, চিৎকার, শরীরে আঘাত, গাছে উঠে যাওয়ার মত ভূল কাজ চলছে), আল্লাহ তা'লা

আমাদেরকে এমনকাজ হতে হেফাজত করুন, আমিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ-

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢٠٥)

অর্থাৎ ঃ- "আর আপনি নিজ মনে আপন পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাকুন, সকাল-সন্ধ্যায়, ক্রন্দনরত ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর জিকির হতে গাফেল (উদাসীন)দের অর্ন্তভুক্ত হয়োনা" (আল আ'রাফ : ২০৫)।

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٦)

সূরা আলবাকারার এই (১৮৬) নং আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তা'লা অতি নিকটে রয়েছেন, এ কথা বুঝা যায়। অতি নিকটে যিনি আছেন, তাঁকে উচ্চ আওয়াজে ডাকার দরকার নেই।

হাদীস শরীফে আছে ঃ-

(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ» ، وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)

সমন্বয়ে জিক্‌র করা হবে, ফলে মানুষ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক হতে তার প্রতিপালকের সাথে যোগাযোগ কায়েম করতে সক্ষম হবে।

التفكر في نعم الله

আল্লাহ তা'লার নে'মত ও অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ-

«تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللهِ، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ».

অর্থাৎ ঃ- "তোমরা আল্লাহর নে'মত ও অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা কর, আল্লাহ তা'আলাকে নিয়ে নয়।"[১৪২]

---

১৪২ (দ্রঃ- আত্তাবারানী, আল আওসাত গ্রন্থে (৬৩১৯) ও আল-বায়হাকী (রঃ) শুয়াবুল ঈমান কিতাবে হাদীসটি (১১৯)

একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহর নে'মত নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার সুযোগ দিনরাত ২৪ ঘন্টায় বারবার আসে। বহু ক্ষেত্রে, বহুস্থানে, বহু পরিস্থিতিতে, বহু পর্যায়ে সে আল্লাহর নে'মত লাভ করে এবং এমন নে'মতের কথা শুনে যার কোন শেষ নেই। এটা অহরহ ঘটছে আমাদের জীবনে যে, আমরা আল্লাহর অসংখ্য নে'মত ভোগ করছি, যে সব মানুষ নে'মত লাভ করছে তাদের সংখ্যাও অগণিত। আমাদের উপর ফরয হয়ে গেছে তাঁর নে'মতের ব্যাপারে চিন্তা, গবেষণা করা (আমরা এসব নে'মত ভোগ করছি অথচ চিন্তা করছিনা, তা কোথা হতে এল ? আমাদের উচিৎ আল্ল-াহর প্রশংসা করা, তা কি আমরা করছি ? এবিষয়ে দ্রষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ঃ-

৪. মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় আল্লাহর

বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে "হাসান" বলেছেন)।

প্রদত্ত নে'মত আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ? অথচ আপনার আশে পাশের মানূষ এই নে'মত হতে বঞ্চিত (অর্থাৎ মসজিদে যাওয়ার বিরাট নে'মত)। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় আপনার আশে পাশের মানূষগুলো মরা মানুষের মত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। আর আল্লাহ তা'লা আপনাকে মাসজিদে যাওয়ার নে'মত দান করেছেন।

৫. রাস্তায় চলতেছেন এমতাবস্থায় আপনি অতি মনোরম ও সুন্দর সুশোভিত দৃশ্য দেখে কি আল্লাহর নে'মত উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি ? অবশ্যই অনুভব করতে পেরেছেন তাঁর নে'মত। আর অন্যদিকে আপনি চলন্ত অবস্থায় দেখতেছেন যে, অমুক ব্যক্তির গাড়ী উল্টে গেছে, এক্সিডেন্ট হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গাড়ী এবং ঐ মানুষ। আর অন্য ব্যক্তি তার গাড়ীতে শয়তানের আওয়াজ (গান) জোরে বাজিয়ে দিয়ে উড়নচন্ডীর মত চলছে। এভাবে আরও কত কি.....? এবার কি আপনি আপনার উপর আল্লাহর প্রদত্ত

নে'মতের কথা উপলদ্ধি করতে পেরেছেন ? (আল্লাহর নে'মত ও অনুগ্রহে আপনি ঐ গাড়ীওয়ালা এবং গানওয়ালার মত নহেন)।

৬. আপনি নিয়মিত পৃথিবীর মানুষের খবরাখবর মিডিয়ার সংবাদেও মাধ্যমে শুনতেছেন অথবা পত্রিকার মাধ্যমে পড়তেছেন, আর জানতে পারছেন পৃথিবীর মানুষের কঠিন দূর্দশা, বন্যা-খরা, ক্ষুধা- দারিদ্র্যতা, অনাহার, ও যাবতীয় দূর্ঘটনা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, দাবানল, বৃহৎ শক্তিগলোর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ এবং প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো মাজলুমের কান্না (জালেমের হাত হতে বাঁচার জন্য), এবং শরনার্থী হওয়া, আমেরিকা-রাশিয়া-চীন ও ইহুদীদের চাপিয়ে দেয়া ষড়যন্ত্রে নিহত ও আহত হাজারো মানুষের কান্না, কাশ্মীরের স্বাধীনতা হরণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন, ইরাক ও আফগানিস্তানে গণহত্যা এবং সিরিয়ায় নাস্তিক আসাদ বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা, নির্মমভাবে আগুনে পূড়ে মানুষ মারার দৃশ্য, নারীদেরকে ধর্ষণের পর জবাই,

নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা, (বর্তমানে পবিত্র কা'বা শরীফে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে সিরিয়াবাসীদের রক্ষার জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছে) ফিলিস্তিনে নিষ্ঠুর জায়নবাদীদের গণহত্যা, ম্যাসাকার। বাংলাদেশের খুলনার দাকোপ সহ কিছু এলাকায় ঘূর্নিজড় "আইলা"র কারণে দীর্ঘ ৪/৫ বছর পার হলেও দূঃখী মানুষরা তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরে যেতে পারেনি আজও। তাছাড়া নিম্ন এলাকায় সব সময় বন্যা, নিত্য ও নির্বিচারে গাড়ী এক্সিডেন্টে মানুষহত্যা ইত্যাদি যাবতীয় দুর্দশার দিকে তাকালে আপনার নিশ্চয়ই উপলদ্ধি ও স্মরণ হবে আল্লাহ তা'আলার নে'মতের ; যার কারণে আপনি রয়েছেন নিরাপদে ও শান্তিতে।

৭. হ্যাঁ, আপনি শান্তিতেও আরামে সুন্দরভাবে রয়েছেন, আল্লাহর অনুগ্রহে (নে'মতে) পালন করতে পারছেন ইসলামী বিধানসমূহ, সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছেন আলাহর রহমতে, স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছেন আপনি, কোন কিছুর নেই অভাব, আছেন যুদ্ধ বিগ্রহ মুক্ত শান্ত

এলাকায়, যেখানে নেই যালেমের যুলুম, নেই বোমা হামলার ভয়, নেই প্রানের ভয়, যেখানে নেই সদাসর্বদা চালকবিহীন বিমান হামলায় মরে যাওয়ার ভয়সহ যাবতীয় অনিষ্টতা, অকল্যাণ হতে আপনি রয়েছেন বহুদূরে নিরাপদে যেন মায়ের কোলে আছেন। আপনি তাই প্রত্যেহ আল্লাহর শোকর (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) করুন এবং তার প্রশংসা করুন সদাসর্বদা। যেহেতু আপনি তারই নে'মতের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন।

হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদ ও রোগ ব্যধিগ্রস্থ মানুষকে দেখলে বলবে ঃ-

«الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلَاءُ».[حكم الألباني : صحيح].

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি 'আফা-নিই মিম্মাবতালাকা বিহি, ওয়া ফাদ্দালানি 'আলা কাসিরীম্ মিম্মান খালাকা তাফদি-লা"

অর্থাৎ ঃ- "আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তোমাকে যে বিপদে পরীক্ষা করতেছেন ঐ বিপদ হতে আমাকে পূর্ণ সুস্থ রেখেছেন, এবং তাঁর বহুসংখ্যক সৃষ্টির মধ্যে হতে আমাকে (সুস্বাস্থ্যের) নে'মতের জন্য প্রাধান্য(অগ্রাধিকার) দিয়েছেন। ঐ দোয়া পাঠ কারী ব্যক্তি কখনো এমন বিপদে আক্রান্ত হবে না"[১৪৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ-

﴿......فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ ঃ-"সুতরাং তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নে'মতসমুহকে, যাতে তোমরা সফলকাম হও"

{আয়াতাংশ, সুরা আল আ'রাফ : ৬৯}।

---

১৪৩ {দ্রঃ- আত-তিরমিযী (৩৪৩২)}। ঈমাম তিরমিযী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

প্রত্যেক মাসে কোরআন খতম করার পদ্ধতি

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন ঃ

«اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» ، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَالَ، حَتَّى قَالَ: «فِي ثَلاَثٍ».

অর্থাৎ ঃ-"প্রত্যেক মাসে কোরআন খতম করো", আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) বারবার বলতেছিলেন : আমি এর চেয়েও কম দিনেও পারবো, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ "(কমপক্ষে) ৩ দিনে"(কোরআন খতম করো)।[১৪৪]

প্রতি ১ মাসে কোরান খতম করার পদ্ধতি ঃ-

প্রত্যেক নামাযের আনুমানিক ১০ মিনিট আগে মসজিদে এসে ২ পাতা (৪ পৃষ্টা) পাঠ করুন। নামাযের আগে শেষ করতে না পারলে নামাযের পরে

---

১৪৪ {সহীহ আল-বুখারী শরীফ (১৯৭৮)}।

পড়ে শেষ করুন। এভাবে প্রত্যেকদিন ৫ ওয়াক্ত নামাযে ১০ পাতা (৫×২=১০)= (২০ পৃষ্টা) অর্থাৎ : ১ পারা পড়তে সক্ষম হবেন। (১ পারায়= ১০ পাতা অর্থাৎ ২০ পৃষ্টা থাকে) এভাবে ১ মাসে আপনি খুব সহজেই কোরান শরীফ খতম করতে সক্ষম হবেন।

ঘুমের আগে সুন্নাতমাফিক আমলসমূহ

১. ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে এই দোয়াটি পড়বেনঃ-

«بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»

'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুউতু ওয়া আহ্ইয়া'।

অর্থাৎ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি, এবং আপনার নামেই পূর্ণজীবিত হই।"[১৪৫]

ঘুম হতে জেগে এই দোয়া পড়বেন ঃ-

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

১৪৫ {দ্রঃ- সহীহ আল-বুখারী (৬৩১২)}।

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহ্-ইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশু-র।"

অর্থাৎ ঃ- "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, আমরা পূর্ণজীবিত হয়ে তার নিকটই ফিরে যাবো"।[১৪৬]

২. দুই হাতের তালু একত্র করে এর মধ্যে সুরা আল-ইখলাছ(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "), সূরা আল-ফালাক(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)،, সূরা আন-নাছ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ), পাঠ করে ফুঁ দিবে, এরপর পুরো শরীরের উপরিভাগ থেকে শুর"করে (অর্থাৎ মাথা, মুখমন্ডলসহ) শরীরের যতটুকু সম্ভব হয় মুছবে। এ কাজটি ৩ বার করে করবে অর্থাৎ ৩ বার মুছবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ একাজটি করেছেন। হাদীসে রয়েছে ঃ

---

১৪৬ {দ্রঃ- সহীহ আল-বুখারী (৬৩১২)}।

عَنْ عَائِشَةَ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» .

(দ্রঃ– সহীহ আল-বুখারী শরীফ (৫০১৭)।

৩. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।[১৪৭]

নিম্নের আয়াতটি আয়াতুল কুরসী :

﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا

১৪৭ {দ্রঃ– বুখারী শরীফ৩২৭৫))}।

الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٢٥٥)

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৫)।

আয়াতুল কুরসী পাঠ করার ফযিলত ঃ-

ক) সর্বদা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ১ জন (হেফাজতকারী) নিরাপত্তারক্ষী তাকে নিরাপত্তা দিবে।

খ) শয়তান তার কাছেও আসবে না। এ ব্যপারে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

«إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ».(الصحيح البخاري (٣٢٧٥.)

৪. অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়ুনঃ

«بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

'বিসমিকা রাব্বি ওয়াদা'তু যানবি, ওয়া বিকা

আরফাউহু, ইন আমছাকতা নাফছী ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস্ সালেহীন'।

অর্থাৎ- "হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার নামেই আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি, এবং আপনার নামেই তা উঠাবো। যদি ঘুমের মধ্যে আমার রুহ আর ফিরিয়ে না দেন, তাহলে আপনি উহার প্রতি রহমত করুন, আর যদি ফিরিয়ে দেন তাহলে উহাকে যাবতীয় খারাপ হতে হেফাজত করুন। যেভাবে আপনার নেককার (পূণ্যবান) ব্যক্তিদের রুহকে হেফাজত করেছেন"[১৪৮]

৫. অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়ুনঃ

«اللهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا

---

১৪৮ (দ্রঃ–সহীহ আল-বুখারী (৬৩২০) ও মুসলিম শরীফ (২৭১৪)।

وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»

'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা খালাকতা নাফছিই, ওয়া আংতা তাতাওয়াফ্‌ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা, ইন আহইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়া ইন আমিত্তাহা ফাগফির লাহা, আল্লাহূম্মা ইন্নি আসআলূকাল আফিয়াহ'।

অনুবাদ ঃ- "হে আল্লাহ ! আপনি আমার রুহকে সৃষ্টি করেছেন, এবং আপনি উহাকে মৃত্যু দান করেন, আপনার জন্যই এর জীবিত থাকা ও মৃত্যু হওয়া সবই, যদি উহাকে জীবিত রাখেন তাহলে তাকে (রুহকে) হেফাজত করুন (যাবতীয় গুনাহ ও অন্যায় হতে), আর যদি উহাকে মৃত্যুদান করেন তবে উহাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার কল্যাণ চাই"[১৪৯]

১৪৯ {সহীহ মুসলিম (২৭১২)}।

৬. এ দোয়াটি শোয়ার পর "যখন ডান হাত গালের নিচে রাখবেন, তখনই পড়ে নিবেন ঃ

«اللهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، عِبَادَكَ».

'আল্লাহুম্মা ক্বিনীই 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআচু ইবাদাকা'।

অনুবাদ ঃ- "হে আল্লাহ ! যে দিন আপনি আপনার বান্দাগণকে পূর্ণজীবিত করবেন। সে দিনের (পরকালীন) আজাব হতে আমাকে বাঁচান।"

এ দোয়াটি তিনবার পাঠ করতে হবে।[১৫০]

এ দোয়াটি শোয়ার পর "যখন ডান হাত গালের নিচে রাখবেন, তখনই পড়ে নিবেন।"হাদীসে আছে ঃ

(عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ

---

১৫০ {দ্রঃ– আবূ দাউদ (৫০৪৫) ও তিরমিযী (৩৩৯৮)}।

يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ»

আল্লামা আলবানী (রহ:) বলেন : (হাদীসটি সহীহ, তবে "৩ বার পড়তে হবে", এই কথাটি ব্যতীত।

৭. শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ (سبحان الله) ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ (الحمد لله) ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার (الله أكبر) ৩৪ বার পড়তে হবে।[১৫১]

(দলীল) হাদীসে আছে ঃ

«أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا

১৫১ (সহীহ বুখারী (৫৩৬২) ও মুসলিম শরীফ)২৭২৮)।

وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ»).(الصحيح البخاري : ٥٣٦٢)

৮. অথবা, নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়ুনঃ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ»

৯. 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আত্‌য়ামানা, ওয়া সাকা-না, ওয়াকাফা-না, ওয়া আওয়া-না, ফা কাম মিম্মান লা কাফিইয়ালাহুওয়ালামুউ-য়িয়া'।

অর্থাৎ- "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান এবং তিনি আমাদেরকে দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ দুনিয়াতে বহু মানুষ এমন রয়েছে যাদের দয়াপ্রদর্শনকারী এবং কোন বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল নেই"।[১৫২]

---

১৫২ [সহীহ মুসলিম শরীফ২৭১৫))]।

১০. অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়ুনঃ

«اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ» [حكم الألباني] : صحيح .

'আল্লাহুম্মা ফাতিরাছ ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদি, 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতী, লা ইলাহা ইল্লা আংতা, রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন, ওয়া মালিইকাহু, আউযুবিকা মিং শাররি নাফছীই, ওয়া মিং শাররিশ শায়তানি ওয়া শিরকীহি, ওয়া আন আকতারিফা 'আলা নাফছীই ছুউআন, আও আজুর্‌রাহু ইলাা মুছলিম'[১৫৩]

১৫৩ {দ্রঃ- আত-তিরমিযী (৩৫২৯) ও আবূ দাউদ (৫০৮৩)}।

অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ আপনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, আপনি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা।আপনি সকল কিছুর প্রতিপালক, সবকিছুরই মালিক, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহা (মা'বুদ)নাই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিজের উপর ক্ষতিকর কিছুর অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার সহযোগীদের অনিষ্ট থেকে এবং নিজে কোন পাপকাজ (অপরাধ) সম্পাদন করা অথবা জড়িত হওয়া অথবা কোন অপরাধের (পাপের) অপবাদ অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের উপর আরোপ করা হতে।' এই জিকরটি নিদ্রা যাওয়ার সময় ১ বার পড়বে।

১১. অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়া সুন্নাত ঃ-

«اللهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ،

رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» .

"আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসীই ইলাইকা, ওয়া ফাওয়াদতু আমরীই ইলাইকা, ওয়া আলজা-তু ঝাহরী ইলাইকা, রাগাবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজা ওয়ালা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা"।[১৫৪]

অর্থাৎ ঃ - "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার দেয়া যাবতীয় বিধানের কাছে সঁপে দিলাম (সারেন্ডার করলাম), আমার সকল বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার পৃষ্ঠকে আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে

---

১৫৪ (সহীহ আল বুখারী (৬৩১৩) ও মুসলিম (২৭১০)"।

দিলাম। এসব কিছু করলাম আপনার শাস্তির ভয়ে এবং আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এবং মুক্তিরও উপায় নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এবং যে নবীকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম।"

ফযিলত : যদি কেউ ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করল।

১. অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি ঘুমানোর সময় পড়ুনঃ-

«اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ

بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

"আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস সাবয়ি ওয়া রাব্বাল আরশিল আজি-ম, রাব্বানা ওয় রাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ওয়া মুনায্যিলাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জি-ল, ওয়াল ফুরকা-ন, 'আউযুবিকা মিন শার্রি কুল্লি শাইয়্যিন আংতা আখিযুন বিনা-চিয়াতিহি। আল্লাহুম্মা আংতাল আউয়্যালু, ফালাইছা কাবলাকা শাইয়, ওয়া আংতাল আ-খির"ফালাইছা বা'দাকা শাইয়, ওয়া আংতায যাহির"ফালাইছা ফাউক্বাকা শাইয়, ওয়া আংতাল বা-তিনু, ফালাইছা দুউনাকা শাইয়, আকদি 'আন্নাদ-দাইনা ওয়াগনিনা মিনাল ফাক্বরী।"[১৫৫]

১৫৫ (দ্রঃ- সহীহ মুসলিম শরীফ (২৭১৩)।

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٨٦)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি এই দুই আয়াত রাতে পাঠ করবে, তার জন্য এই আয়াত দু'টিই যথেষ্ট হবে।" উপরোক্ত

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আল-বাকারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করবে, আয়াত দু'টি ঐ রাতের যাবতীয় বিপদাপদ ও শয়তানী অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে তার জন্য যথেষ্ট হবে।[১৫৬]

এস্থলে 'যথেষ্ট হবে' কথাটি বলতে কি বুঝাচ্ছে, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঃ-

ক) ঐ রাতে আর তাহাজ্জুদ নামায অর্থাৎ (কিয়ামুল লাইল) আদায় করতে হবে না। অর্থাৎ ২ টি আয়াতই কিয়ামূল লাইলের জন্য 'যথেষ্ট হবে'।

খ) এই দু'আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর হুকুমে যাবতীয় কষ্ট, অনিষ্টতা ও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে 'যথেষ্ট হবে'। এস্থলে উপরে বর্ণিত দু'টি অর্থই উদ্দেশ্যে হতে পারে। ইমাম নববী তার "আল আযকার" কিতাবে উপরোক্ত দুটি অভিমতই উল্লেখ করেছেন।

---

১৫৬ {সহীহ্ আল বুখারী (৫০০৯), মুসলিম (৮০৭)।

৩. অযু অবস্থায় ঘুমাবেন। হাদীসে রয়েছে ঃ-

«إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».

অর্থাৎ ঃ- "তুমি যখন শয্যাস্থলে ঘুমাতে আসবে, তখন আসার পূর্বে অযু করে নিবে।"[১৫৭]

৪. ডান কাত হয়ে ঘুমাবেন। হাদীসে রয়েছে ঃ

«ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ،»

"অতপর তুমি ডান কাত হয়ে শূয়ে পড়বে।"[১৫৮]

৫. ডান হাতটিকে ডান গালের নিচে রেখে ঘুমাবে। আবূ দাউদ শরীফে রয়েছে:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ».

---

১৫৭ {সহীহ মুসলিম (২৭১০)}

১৫৮ {দ্রঃ- সহীহ বুখারী (২৪৭) ও মুসলিম (২৭১০)}।

অর্থাৎ ঃ- "রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাবার সময় শুইলে ডান হাত কে ডানগালের নিচে রাখতেন"।[১৫৯]

৬. বিছানাকে ঝেড়ে নেয়া (أن ينفض الفراش) ঃ- সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

« إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» .

অর্থাৎ ঃ- "তোমাদের কেউ ঘুমানোর জন্য শোয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া লুঙ্গির বা (যে কোন কাপড়ের) ভিতরাংশ দ্বারা বিছানা যাতে ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেয়। কেননা, সে জানেনা যে, বিছানা ছেড়ে তার চলে যাওয়ার পর কোন ধূলাবালি বা

---

১৫৯ {আবূ দাউদ (৫০৪৫)}।

ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিছানায় এসেছে কিনা"?[১৬০]

৭. সুরা আল কা-ফিরুন (سُورَةُ الْكَافِرُونَ) পাঠ করা।

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾.

"বল, 'হে কাফিররা, তোমরা যার 'ইবাদাত কর আমি তার 'ইবাদাত করি না'। এবং আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী নও'। 'আর তোমরা যার 'ইবাদত করছ আমি তার 'ইবাদাতকারী হব না'। 'আর আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী হবে না'। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"

---

১৬০ {সহীহ বুখারী (৬৩২০) ও মুসলিম (২৭১৪)}।

এই সুরা পাঠের ফযিলত ঃ- হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ»

"এ সুরাটিতে শিরক হতে নিস্কৃতি (পাওয়ার শিক্ষা) রয়েছে।"[১৬১] আর ইবনে হাব্বান ও হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবীও হাদীসটির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আল হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসটিকে "হাসান" বলেছেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে "সহীহ" বলেছেন।

আল্লামা নাওওবী (রঃ) বলেন ঃ-

উপরোক্ত ১৭টি জিকির (যেগুলো ঘুমানোর সময় পড়তে হয়) উত্তম হলো এ জিকির গুলো সবগুলো পাঠ করা, যদি সম্ভব না হয় হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যিকিরসমূহ পাঠ করবে।

---

১৬১ {আবূ দাউদ (৫০৫৫), আত্তিরমিযী, আহমাদ}।

মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ দিনে ও রাতে ২ টি সময়ে ঘুমায়। তাহলে তারা উপরে বর্ণিত সুন্নাত মাফিক জিকিরসমূহ বা কিছু সংখ্যক জিকর ২ বার (দিনে ও রাতে) পাঠ করবে। কেননা, **উপরে বর্ণিত যিক্‌রসমূহ শুধুমাত্র রাতের ঘুমের সময়ই পাঠ করতে হবে, এমনটি সঠিক নয়। বরং দিনের বেলায় ঘুমালেও এই যিকির গুলো পাঠ করতে হবে।** কেননা, উপরে বর্ণিত যিকির সংক্রান্ত হাদীসসমূহ শুধুমাত্র রাতে ঘুমানোর পূর্বে পাঠের জন্য খাছ (নির্দিষ্ট) নয়, বরং যে কোন সময়ে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে জিকির গুলো যথাসাধ্য আদায় করবে। (বরং হাদীসের ভাষ্য ব্যাপক)।

উপরে বর্ণিত যিকিরসমূহ পাঠ করলে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে ঃ-

৬. ঘুমানোর সময় উপরোক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করলে তার আমল নামায় ১০০ সাওয়াব দেয়া হবে। যেহেতু, হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ-

«......إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ،...»

অর্থাৎ ঃ "প্রতিবার 'ছুবহানাল্লাহ' পড়লে একটি সাদাকার (দান করার) সাওয়াব, তদ্রুপ প্রতিবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ল একটি সাদাকার (দান করার সওয়াব), আর প্রতিবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে একটি সাদাকার (দান করার) সাওয়াব রয়েছে...."[১৬২]

আল্লামা আন-নাওওবী (রঃ) বলেন ঃ- "উপরোক্ত যিকির পাঠকারীর জন্যও অনুরুপ সাওয়াব রয়েছে"।

২. যে ব্যক্তি নিয়মিত ঘুমের পূর্বে উপরোক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করিবে, জান্নাতে তার জন্য ১০০টি গাছ রোপন করে হবে। (ইবনে মাযাহ, (দ্রঃ- নামাজের

---

১৬২ {সহীহ মুসলিম (১০০৬)}।

পরে জিকির পাঠের উপকারীতা পর্ব)।

৭. যে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে উপরোক্ত জিকিরসমূহ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাযতে রাখবেন, তার কাছ থেকে শয়তান দূর হয়ে যাবে এবং যাবতীয় শয়তানী অনিষ্ট (ক্ষতি) অকল্যাণ ও বিপদাপদ হতে সে নিরাপদ থাকবে।

৮. ঘুমানোর আগে জিকির আদায় করা মানে - বান্দা যেন তার এ দিনটি আল্লাহর জিক্‌র ও আনুগত্যে এবং তার উপর নির্ভর করা এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তার একত্ববাদের (তাওহীদের) স্বীকৃতি দিয়ে শেষ করলো।

অন্যান্য জরুরী দোয়াসমুহ ঃ এগুলো পাঠ করাও সুন্নাত ঃ-

১. রুকুর যিক্‌র (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)(অর্থাৎ ঃ- আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

২. রুকু হতে উঠার যিক্‌র ও উহার অর্থ ঃ-

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (অর্থাৎ-'আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে')।

৩. ইসতেখারার সময় পাঠ করার দু'আ:-

সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (এমনগুরুত্ব সহকারে) ইসতেখারার (সঠিক দিক-নির্দেশনা চাওয়ার) নামায ও দু'আ শিক্ষা দিতেন প্রত্যেকটি কাজে যেমনিভাবে আমাদেরকে আল-কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আপনি যখন কোন কাজের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হন, অর্থাৎ: বিষয়টি /কাজটি করলে কি আপনার ভাল হবে নাকি ক্ষতি হবে? উপকার হবে নাকি অপকার হবে ? ভূল হবে নাকি শুদ্ধ হবে, বুঝে উঠতে পারতেছেননা অথবা কাজটি একদিক হতে দেখলে ভাল ও অন্যদিক হতে তাকালে ক্ষতি বুঝা যায়, এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়

অবস্থায় ইসতেখারা করা জরুরী)। তিনি বলেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু'রাকাত নফল নামায পড়ে অত:পর এই দু'আটি পড়ে ঃ–

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ

عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي » قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَه».(الصحيح البخاري (٢ / ٥٧).

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখি-রুকা বি ইলমিকা ওয়া আস্-তাকদিরুকা বি কুদরাতিকা ওয়া আচ-আলুকা মিন ফাদলিকাল আজি-ম, ফাইন্নাকা তাকদির"ওয়ালা-আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা-আ'লামু, ওয়া আংতা আল্লামুল গুয়ু-ব। আল্লাহুম্মা ইং কুংতা তা'লামু আন্না হা-জাল আমরা খাইরুললি ফি দি-নী, ওয়া মা'আশি ওয়া 'আ-কিবাতু আমরিই (আও ফিই 'আ-জিলি আমরিই ওয়া আ-জিলিহি), ফাকদুরহু লিই ওয়া ইয়াস্সিরহু লিই, চুম্মা বা-রিক লিই ফিইহে, ওয়া ইং কুংতা তা'লামু আন্না হা-জাল আমরা শাররুললিই ফিই ফি দি-নী, ওয়া মা'আশিই ওয়া 'আ-কিবাতু আমরিই (আও ফিই 'আ-জিলি আমরিই ওয়া আ-জিলিহি), ফা

ছরিফহু আন্নিই, ওয়া আছরিফনিই 'আনহু, ওয়াক্‌দুর লিয়াল খায়রা হাইছু কা-না, ছুম্মা আরদিনীই"।[১৬৩]

অর্থাৎ:- "হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা চাই, আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার বিশাল অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, কেননা, আপনি শক্তিমান, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান; আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে যে কাজটি করার জন্য ইচ্ছা করতেছে, সে কাজটি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে))আপনার জ্ঞান মুতাবিক(যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিকে দিয়ে ইহকালে ও পরকালের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে উহা আমার জন্য নির্ধারণ করুন

---

১৬৩ (আস সাহিহুল বুখারীঃ (৬৩৮২) (২/৫৭)।

এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দিন। পক্ষান্তরে, যদি এই কাজটি)আপনার জ্ঞান মুতাবেক(আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে আপনি উহা আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দিন এবং আমাকে উহা হতে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ রয়েছে, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অত:পর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন।এরপর যে কাজের জন্য ইসতেখারা করেছে ঐ কাজটি (মনে মনে আল্লাহর নিকট) বলবে।"[১৬৪]

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের আগে আপনি আপনার মা, বাবা, ভাই, বোন সহ প্রিয়জনদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

﴿ ......وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

১৬৪ (সহীহ আল-বুখারী ঃ ৬৩৮২)।

عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾(١٥٩)

"(হে রাসূল!) আপনি (জরুরী বিষয়ে) সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর যখন দৃঢ়সংকল্পতা লাভ করবেন, তখন আল্লাহর উপর পূর্ণভরসা করে (কাজে নেমে পড়ূন)"(সুরা আল-ইমরান : ১৫৯ আয়াতাংশ)। যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কাজ করে সে কখনও অনুতপ্ত, লজ্জিত হয় না। তবে, কোন নেকের/সাওয়াবের কাজে যেতে মা-বাবা ছাড়া অন্য মুরুব্বীর অনুমতি খুব জরূরী নয়।

৪. বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়লে পড়ার দু'আ:-

«اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ

اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي».

"আাল্লাহুম্মা ইন্নি আবদুকা, ইবনু আবদিকা, ইবনু আমাতিকা, না-ছিয়াতিই বিয়াদিকা, মা-দিন ফিইয়া হুকমুকা, আদলূন ফিয়্যা কাদাউকা, আছআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা, ছাম্মাইতা বিহী নাফসাকা, আও আংযালতাহু ফু কিতাবিকা, আও আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালকিকা, আও ইস্তা-চারতা বিহী ফি ইলমিল গাইবি ইনদাকা, আন-তাজআলাল কুরআনা রাবিয়া ক্বালবীই, ওয়া নূ-রা ছাদরীই, ওয়া জালা-আ হুয্নী ওয়া যাহাবা হাম্মিই"।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার

নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির ওয়াসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো, যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাহাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো অথবা স্বীয় গাইবি (অদৃশ্য)ইলমের ভান্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার নিকট এই অতি-বিনীত প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মাজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বুকের জ্যোতি (আলো), আমার দুঃচিন্তা–বিষন্নতার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকন্ঠা দূরকারী।"[১৬৫]

ফযিলত : যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তা'লা ঐ ব্যক্তির দুঃচিন্তা–বিষন্নতা দূর করে দিয়ে সাথে সাথে তদস্থলে আনন্দ দিয়ে ভরপুর করে

---

১৬৫ (মাসনাদে আহমাদ : ৪৩১৮, ইবনে আবি শায়বা ৩২৯)।

দিবেন। (উপরোক্ত হাদীসটিতেই এমন বর্ণনা রয়েছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এই দোয়াটি যে শুনবে, সে যেন মুখস্থ করে রাখে।

৫. বাজারে প্রবেশের দু'আ:-

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».[حكم الألباني : حسن]) .سنن الترمذي ت شاكر (٥ / ٤٩١)

অর্থাৎ:- "আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তার। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল প্রকার কল্যাণ তার হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

ফযিলাত : ঐ ব্যক্তির আমলনামায় ১০০০ নেকী লিখে দেয়া হবে, ও ১০০০ গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, এবং ১০০০ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। (অত্র হাদীসেই এমন বর্ণনা রয়েছে)।[১৬৬]

৬. সফরের দোয়া :-

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا،(الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،) ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا

১৬৬ (আত-তিরমিযী : ৩৪২৮, ইবনে মাযাহ : ২২৩৫, আহমাদ ৩২৭)।

سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»).

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, (৩) বার বলবেন, এরপর বলবেন:'সুবহানাল্লাজি সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্করিনীন, ওয়া ইন্নাা ইলাা রাব্বিনাা লা মুনকালিবুউন, আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাসআলুকা ফি সাফারিনা হা-যা আলবিররা ওয়াত তাক্ওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারদা, আল্লাহুম্মা হাওয়িন 'আলাইনাা ছাফারানা হা-যাা ওয়াতউই আন্না বু'দাহ, আল্লাহুম্মা আংতাছ ছা-হিবু ফিছ-ছাফারি, ওয়াল

খালিফাতু ফিল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নিই 'আউযুবিকা মিন ওয়া'-ছা-ইস্ সাফারি, ওয়া কায়াবাতুল মানযারি, ওয়া ছুউইল মুনক্কালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি"। সফর হতে ফিরে নিছের দোয়াটা অতিরিক্ত পাঠ করতেন : "আ-য়েবুউনা, তা-য়েবুউনা, আ-বেদুউনা লি রাব্বিনা হা-মেদু-ন"।

অর্থাৎ : "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। 'পবিত্র–মহান সেই সত্তা যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না'। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১৩-১৪)। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা আপনার নিকট নেকী ও তাকওয়া (দ্বীনদারি, আল্লাহর ভয়) প্রার্থনা করছি, এবং এমন আমলের সামর্থ্য আপনার কাছে চাই, যা আপনি পছন্দ করেন, হে আল্লাহ ! আমাদের এই সফরকে সহজ করে দিন, এবং সফরের দূরত্ব

কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ ! আপনিই এই সফরে আমাদের সঙ্গী, আর আমাদের পরিবার-পরিজনের রক্ষনাবেক্ষনকারী (খলিফা)। হে আল্লাহ ! আমি সফরের কষ্ট অনুভব এবং বিষণ্নতাপূর্ণ ও ক্লান্তিময় দৃশ্য দেখা হতে, এবং আমার সম্পদ ও স্বজনের কাছে ক্ষয়ক্ষতি সহ প্রত্যাবর্তন হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।"[১৬৭]

৮. জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ :

«اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا

---

১৬৭ (সহীহ মুসলিম, ১৩৪২)

بَعْدَهُ».(سنن أبوداود: ٣٢٠١).(الترمذي . النسائي. وابن ماجه.مسند أحمد).

অথবা, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এই দোয়াটি পড়া সুন্নাত :

«اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -».(صحيح مسلم : ٩٦٣)(النسائي ٦٢) (ابن ماجه ١٥٠٠)

৯. রোগীর নিকট গিয়ে তার শেফা (সুস্থতার) জন্য যে দোয়াটি ৭ বার পড়লে সে সুস্থ হবে (ইনশাল্লাহ) :

«أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ».

"আছ্ আলুল্লাহাল আজি-ম, রাব্বাল আরশিল আজি-ম আংইয়াশফিয়াকা"।

"মৃত্যুশয্যায় শায়িত নয় এমন রোগীকে দেখতে গেলে তার নিকট ৭ বার এই দোয়া পড়লে আল্লাহ তা'লা ঐ ব্যক্তিকে রোগ হতে সুস্থ করে দিবেন"। {প্রমাণ} :

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ"(سنن

أبوداود : ٣١٠٦)(الترمذي : ٢٠٨٣ ت شاكر

).[حكم الألباني] : صحيح .

১০. বিপদাপদের দোয়া ঃ

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ».

.(الصحيح البخاري : ٦٣٤٥)

অথবা, দোয়া-ই- ইউনুছ (আঃ) পড়ুন: (যে কোন উদ্দেশ্যে এই দোয়া করলে আল্লাহ তা'লা তার দোয়া কবুল করবেন) ঃ-

(سنن الترمذي ت شاكر :٣٥٠٥). "لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

অথবা, পড়ুন ঃ-

«اللهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ».(سنن أبي داود : ٥٠٩٠).

যা জানা ওয়াজিব

১. আলেমের কাছে দ্বীন ইসলাম শিক্ষার জন্য যাবেন। টাকা-পয়সা, গরু, মহিষ, চাউল, ইত্যাদি দেওয়ার জন্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে দ্বীন ইসলাম শিক্ষার জন্য মানুষ যেতো। টাকা-পয়সা(দিনার-দিরহাম), উট, গরু, ছাগল, মহিষ, চাল-ডাল নিয়ে যেতোনা। তিনি কোথাও আগমন করলেও উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য তার হাতে দিনার-দিরহাম (টাকা) হাদিয়া তুলে দিতোনা।আর পীরই বা কেন লিফলেট ছাপাইয়া উপরে বর্ণিত মালামাল খয়রাত করে দরবারের জন্য

নিয়ে আসতে বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এমন মালামাল নেয়ার জন্য তিনি কি এমনটি করেছিলেন? কখনোই না। তবে, কোন এলাকায় অভাব দেখা দিলে অন্য এলাকার সাদাকাহ বা ফরয যাকাৎ ঐ এলাকায় পাঠানো যায়। আর যদি বিশাল লোকের খাদ্যসমস্যা হয়, তাহলে পীরসাহেব বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মাহফিল করলে তো আর এমন মালামাল খয়রাত করে দরবারের জন্য নিয়ে আসতে হয়না। কোন সাহাবীর কোন দরবার/খানকা/মাজার/আস্তানা ছিলনা।

২. কবরের উপর গম্বুজ উঠাবেননা। গম্বুজ উঠিয়ে যারা ভূল করেছেন, অনুগ্রহপূর্বক এসব গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলে কবর সমান করে দিয়ে ভূল শোধরায়ে নিন।আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করুন, আ-মিন।

৩. মাসজিদে বেচা-কেনা নাজায়েজ এবং গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ-

«إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً،"فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ». (سنن الترمذي ت شاكر (٣ / ٦٠٢).

باب النهي عن البيع في المسجد) .) حكم الألباني : صحيح.

"তোমরা কাহাকেও মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে : আল্লাহ তা'লা তোমার এই ব্যবসায় কখনো লাভ দিবেননা, (তোমার এই বেচাকেনায় আল্লাহ যেন লোকসান/ক্ষতি দিয়ে দিন)।আর তোমরা কাহাকেও মসজিদে হারানো কিছুর খোজ করলে বলিও

: আল্লাহ তোমার এই হারানো বস্তু যেন ফিরিয়ে না দেন।"[১৬৮]

উপরোক্ত হাদীসটি হাদীসের ইমামগণ তাদের বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, দ্রষ্টব্য : সহীহ ইবন হিব্বান (১৬৫০)(৫২৮/৪), সুনানুদ্ দারেমী (১৪৪১)(৮৮০/২) সহীহ সনদ, ইবনুশ-শাব্বাহ প্রণীত তারীখুল মাদীনা (৩১/১), ইমাম নাসায়ী প্রণীত আস্ সুনানুল কুবরা (৯৯৩৩) (৯/৭৭), ইমাম নাসায়ী প্রণীত আমলূল ইয়ামি ওয়াল্লাইলা (২১৯ /১), ইবনুল জারুদ প্রণীত আল-মুন্তাকা (৫৬২) (১৪৫/১), সহীহ ইবন খুযাইমা (১৩০৫)(২৭৪/২), ইমাম বাগাবী প্রণীত শারহুস্সুন্নাহ (৩৭৫/২), ইমাম তাবারানী প্রণীত আল-মু'যামুল আওসাত (২৬০৫)(৯৭/৩), ইমাম তাবারানী প্রণীত আল-মু'যামুল কাবীর (১৪৫৪)(১০৩/২), ইবনুস্ সুন্নী প্রণীত

---

১৬৮ (আত্তিরমিযী: ১৩২১ (। হাদীসটি সহীহ (আলবানী)।

আমলূল ইয়ামি ওয়াল্‌লাইলা (১৫৪)(১৩৩/১), হাকেম (২৩৩৯)(৬৫/২), আল্লামা বায়হাকী প্রণীত আসসুনানূল কুবরা (৪৩৪৫)(৬২৭/২), মাওয়ারেদুয্ যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান (১০০/১)।

ইমাম আল্লামা বাগাবী (রঃ) প্রণীত শারহুস্‌সুন্নাহ তে বলেন :

উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা মসজিদে এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনে বললেন :"ওহে, যে মাসজিদে কথা বলেছো, তুমি কি জানো, তুমি কোথায় আছো?" (৩৭৫/২)।

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন, এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে : মাসজিদ যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি এমন কাজ যেমন : মানুষের সাথে লেনদেন করা, মানুষের হক, চাওয়া পাওয়া আদায় করা, মসজিদে ভিক্ষা করা, দুনিয়াবী কাজ করা। যেহেতু, মাসজিদ এইজন্য নির্মিত হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বলেন :

«.....إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ». (صحيح مسلم : ٢٨٥)

অর্থাৎ : "......মসজিদ তৈরী হয়েছে আল্লাহ তা'লার জিকর, নামায এবং কোরান তেলাওয়াতের জন্য।"[১৬৯]

অন্য এক হাদীসে আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

«أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» (صحيح مسلم : ٦٧١).

অর্থাৎ : "আল্লাহর নিকট প্রিয় ভূখন্ড হলো মসজিদসমুহ এবং অপছন্দনীয় (ঘৃণিত) ভূখন্ড হলো বাজারসমুহ।"[১৭০]

---

১৬৯ (সহীহ মুসলিম : ২৮৫)।

১৭০ (সহীহ মুসলিম : ৬৭১), (সহীহ ইবনে খুযাইমা :১২৯৩) (২৬৯/২), (সহীহ ইবনে হিব্বান :৪৭৭/৪)।

অতএব, মসজিদকে বাজারের মত (বেচা-কেনার জায়গা করে ফেললে মসজিদের মর্যাদা নষ্ট হয়, মসজিদের স্বার্থে মসজিদে দেওয়া তরকারী, ফল, ডিম-দুধ, হাস-মুরগী, ইত্যাদি জায়েয বলার কোন দলীল (প্রমাণ)শরীয়তে নাই। যদি এসব বেচতে হয়, তবে মসজিদেও বাইরে বেচতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে চলাই আমাদের কাজ। তাঁর কথার বিরোধিতা করে গুনাহগার হবেননা।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

(٤٣٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ، أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ» (صحيح مسلم (١ / ٣٢٣).

অর্থাৎ : “সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বুদ্ধিমান, সাবালক,

(শরীয়তের জ্ঞানে) জ্ঞানীরা যেন (নামাযের কাতারে)আমার কাছাকাছি দাড়াঁয়। এরপর তাদের চাইতে কম জ্ঞানীরা, (তিনবার বলেছেন), আর সাবধান (মসজিদে যেন বাজারের মত) হৈ চৈ, চিৎকার, বিশৃংখলা, তালগোল পাকানো, ঝগড়া-বিবাদ, ফিতনা-ফ্যসাদ, উচ্চ আওয়াজে কথা বলা, শোরগোল করবেনা।"[১৭১]

হেদায়া কিতাবে রয়েছে ঃ-

(.......أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبيع والشراء لأن المسجد محرز من حقوق العباد وفيه شغله بها ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله عليه الصلاة والسلام "جنبوا مساجدكم صبيانكم "إلى أن قال "وبيعكم وشراءكم (.)الهداية- كتاب الصوم-باب الاعتكاف).

১৭১ (সহীহ মুসলিম ঃ ৪৩২)

এ'তেকাফকারীর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে মাসজিদের আহকামও বর্ণিত হয়েছে ।

"এ'তেকাফকারীর জীবিকা নির্বাহের কোন মাধ্যম না থাকলে ব্যবসায়িক পণ্য মাসজিদে হাজির না করে বেচাকেনা করতে পারবে, কিন্তু ফকীহগণ বলেছেন: মসজিদে বেচাকেনার জন্য ব্যবসায়িক পণ্য হাজির করা মাকরুহ। কেননা, মসজিদ মানুষের যাবতীয় হক হতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত (মানুষের কোন দুনিয়াবী লেনদেন, ব্যবসায়িক কাজকারবার মসজিদে করা যাবেনা)। আর এ'তেকাফকারী ব্যতীত সাধারণ মানুষের জন্যেও মাসজিদে বেচা-কেনা করা মাকরুহ (মাকরুহ তাহরীমি অর্থাৎ হারাম)।যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

«جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ».

"তোমরা শিশু, পাগলদের কে মসজিদ হতে দূরে রাখো বেচা-কেনা এবং ঝগড়া-বিবাদ, উচ্চ আওয়াজে কথা বলা, হুদুদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) বাস্তবায়ন করা হতে দূরে থাকো। তরবারী খুলে রাখবেনা, মসজিদের দরজায় (নামাযের জন্য) পবিত্র হওয়ার স্থান (অযুখানা, হাম্মাম) ইত্যাদি তৈরী করে দাও, প্রত্যেক জুম'আর সময়ে বাখুর সুগন্ধি (ধুপ) জ্বালাও।"[১৭২]

৪. শুদ্ধভাবে কোরআন পড়ুন, নামাযের সুরা সমুহ (সুরা আল-ফাতিহা হতে সুরা যিলযাল পর্যন্ত) অর্থসহ মুখস্থ করতে হবে।

৫. প্রকৃত ফকির-মিসকিন ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি মানুষের উপর জুলুম করেছে, আর সেজন্য হাশরের ময়দানে তার কাছে বিভিন্ন হকের পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য তাকে ঘিরে ধরবে, মানুষের হক নষ্ট করার কারণে তার বিচার হবে। বিচারের সাজা হিসেবে

---

১৭২ (ইবনে মাযাহ, (৭৫০), আত্তাবারানী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ।হাদীসটি দূর্বল (আলবানী রঃ, ও নাছবুর-রায়া)

তার বিরুদ্ধে নালিশকারীরা ঐ ব্যক্তির সাওয়াব নিয়ে নেবে, সাওয়াব শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের গুনাহের বোঝা কাঁধে নিবে। এরপর গুনাহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকবেনা। এবার দেখুন, এ ব্যক্তির চাইতে বড় মিসকিন (দরিদ্র) আর কেউ কি আছে? তার চাইতে বড় মিসকিন (দরিদ্র) আর কেউ নাই। দুনিয়ার দারিদ্র্যতা যে কোন সময় চলে যেতে পারে, আসতে পারে অঢেল সম্পদ। অথবা মিসকিন-অভাবী মানুষটি মারা গেলে অভাবের বিষয়টিও চলে যায়, কিন্তু আখেরাতের মিসকিনের কি কঠিন শাস্তি হবে, তা নিম্নে বর্ণিত হাদীসটিতে উল্লেখ রয়েছে ঃ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي

يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তোমরা কি জান? নিঃস্ব-দরিদ্র (মিসকিন)কে? সাহাবীগন বললেন ঃ নিঃস্ব-দরিদ্র হলো ঐ ব্যক্তি যার কাছে অর্থসম্পদ-মালামাল নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব-দরিদ্র হলো ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নামায.রোযা, ও যাকাত (ইত্যাদি যাবতীয় আমল) নিয়ে হাজির হবে, তখন তার কাছে অভিযোগকারীরা বিভিন্ন অভিযোগ

নিয়ে হাজির হবে, (যাদের উপর সে দুনিয়ায় জুলুম করেছিল), কাহাকেও সে গালি দিয়েছে, কারো উপর সে অপবাদ দিয়েছে, কাহারো টাকা-পয়সা, জমিন ইত্যাদি সম্পদ চুরি বা আত্মসাৎ করেছে অথবা ধার-কর্জ নিয়ে আর দেয়নি, কাহাকেও হত্যা করেছে, (জিন্দাদাফন অথবা যে কোন পদ্ধতিতে হত্যা করুক না কেন?) আহত (জখম) করেছে, কাহাকেও মেরেছে (প্রহার করেছে), তখন মাজলুম অভিযোগকারী (পাওনাদার)দের কে ঐ ব্যক্তির নেক আমল হতে সাওয়াব দিয়ে দেয়া হবে। যদি পাওনাদারদের পাওনা পূরণ করে দেয়ার আগেই ঐ ব্যক্তির নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে পাওনাদারদের গুনাহসমুহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"(আউজুবিল্লাহ...)।[১৭৩]

আমাদের সমাজে এমন লোক রয়েছে, যারা সর্বদা

---

১৭৩ (দ্রঃ সহীহ মুসলিম :২৫৮১)।

নেক আমল করেন কিন্তু মানুষের পাওনা ও অধিকার নষ্ট করে, মানুষের সাথে ভাল আচার-ব্যবহার দেখায়না, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ, জায়গা-জমি দখল করে ভোগ করে। মানুষকে অবহেলা করে, একদিক দিয়ে নেক কাজ করছে, অন্যদিক দিয়ে হারাম কাজ করছে। "আল্লাহ তাকে দেখতেছেন" একথা ভূলেই গেছে। কোন কোন মানুষ তাদের কারণে আমল করতে এগিয়ে আসছেনা। কোন কোন মাওলানা, মৌলভী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এমপি, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, সমাজেবিচারকারী, জর্জ, সুপারভাইজার(মুরাকিব), শিক্ষক-শিক্ষিকা, হাফেজ-ক্বারী, হাজী, প্রতিবেশী, স্বামী-স্ত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, লেবার, ড্রাইভার একদিক দিয়ে, নেক কাজ করছে, অন্যদিক দিয়ে হারাম কাজ করছে। "আল্লাহ তাকে দেখতেছেন" একথা ভূলেই গেছে। আল্লাহর হক পালন করতেছে অথচ বান্দার হক নষ্ট করতেছে, মানুষের সাথে দূর্ব্যবহার করতেছে,

মানুষের সম্পদ, জায়গা-জমি জবর দখল করে রেখেছে। এরা মোটেই বুদ্ধিমানের মত কাজ করছেনা। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই চাইবেনা সে দুনিয়ায় আমল করুক, আর আখেরাতে অন্য মানুষ এসে তার কষ্টার্জিত সাওয়াব নিয়ে গিয়ে তাকে কঠিন বিপদের দিকে ঠেলে দিক। আল্লাহ তা'লা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

অর্থাৎ : "হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।"

(সুরা আল-বাকারা : ২০৮)।

৬. তাশাহহুদ :

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

"আত্তা'হিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ ছালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবা-তু, আছ্ছালা-মু 'আলাইকা আইউহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আছ্ছালা-মু 'আলাইনা ওয়া 'আলা ইবা-দিল্লাহিস্ সালেহী-ন, আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসু-লুহু"।[১৭৪]

অর্থাৎ : "যাবতীয় মৌখিক ইবাদত (সালাম ইত্যাদি) অথবা রাজত্ব, চিরস্থায়ীত্ব, এবং শ্রেষ্ঠত্ব, এবং যাবতীয় শারিরিক ইবাদত অর্থাৎ সালাত (নামায) বা দোয়া বা আকুতি-মিনতি বা রহমতও অনুগ্রহ এবং উত্তম কথাবার্তা বা গুনাবলী বা আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্যই (তিনিই এ সবের প্রকৃত প্রাপক, অন্যে কেউ নহে)। হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

---

১৭৪ (সহীহ আলবুখারি (৮৩১), সহীহ মুসলিম (৪০২)।

আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য সত্য কোন মা'বুদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করুন, (নামাযে এবং নামাযের বাইরে ও):

«اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন,ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিং ওয়া আলা আ-লি

মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম-মাজীদ”

অর্থাৎ: “হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার পরিবারের ও অনুসারীদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ রহমত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তার পরিবারের ও অনুসারীদের উপর, আপনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তার পরিবারের ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তার পরিবারের ও অনুসারীদের উপর, আপনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।”[১৭৫]

[বি ঃ দ্রঃ - হাদীসের সাথে দেওয়া সংখ্যাগুলো হাদীস নাম্বার]

---

১৭৫ (সহীহ আল-বুখারি (৩৩৭০)।

৮. ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন :

ক. (إذا صح الحديث فهو مذهبي) . (ابن عابدين) في "الحاشية "١ / ٦٣

অর্থাৎ, হাদীস যদি সহীহ হয় তবে সে হাদীস মাফিক আমল করা মানেই আমার মাযহাবের উপর আমল করা।[১৭৬]

খ. (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه) .

অর্থাৎ, আমরা কোথা থেকে কোন কথা গ্রহণ করেছি তা জানা ব্যতীত আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য জায়েয নেই।[১৭৭]

---

১৭৬ (হাশিয়াতে ইবনে আবেদীন ১/৬৩)

১৭৭ (হাশিয়াতে ইবনে আবেদীন ৬/২৯৩) {শায়খ আল-আলবানী প্রণীত صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم কিতাবের (১ / ৪৬) দ্রষ্টব্য।}

৯. হাদীস শরীফে আছে: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ এটি জান্নাতের গুপ্তধনভাণ্ডারের একটি গুপ্তধন। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসটিতে রয়েছে।

فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ» . قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ"قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

আবূ মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ আমাকে "লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে শুনেছেন এবং এরপর বললেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস! (আবূ মুসা আশআরী) আমি বললাম: লাব্বায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমি কী তোমাকে এমন বাক্যসমূহ জানিয়ে

দেব না যেগুলো জান্নাতের গুপ্তধন ভাণ্ডার হতে একটি?! তখন আমি বললাম: হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। তখন রাসূলূল্লাহ ﷺ বললেন: (সেটা হলো) লা হাউলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।[১৭৮]

وختامًا أسأل الله أن يحيينا على سنة رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم- وأن يميتنا عليها, و أن يجعل أعمالنا خالصاً لوجهه الكريم, وإن يجعل ثواب هذا العلم الذي ينتفع به الناس في موازين حسناتي ولوالدي ولإخوتنا ولأخواتنا ولمن ساعد في طباعته ولمن شارك في المساعدة المادية. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

১৭৮ (বুখারী: ৪২০৫)